গান বাজনার দ্বারা বাড়ীতে
মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করুন—

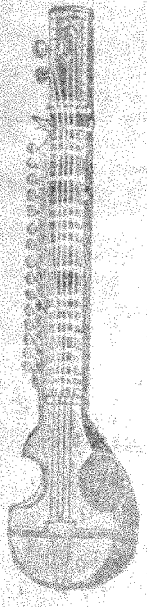

* * *

আপনার বাজনাগুলি যদি

ডোরাকিনের

হয়, তাহ'লে জানবেন আপনি

বাজারের সেরা যন্ত্রের অধিকারী।

P30598

কি কি যন্ত্রের প্রয়োজন
উল্লেখ করিয়া মূল্যতালিকার
জন্য লিখুন।

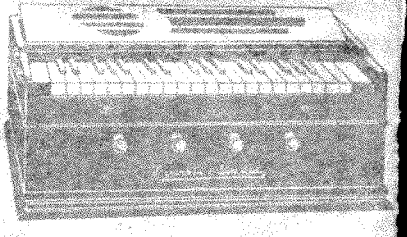

ডোরাকিন এণ্ড সন্ লিমিটেড

৭৫ বৎসর ধরিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাতারূপে সুপরিচিত

১১নং এস্‌প্ল্যানেড্ ইষ্ট, কলিকাতা—১


Cover Printed at Standard Press Ltd., Calcutta

# শনিবার

১২ আশ্বিন শনিবার, ১৩৫৮
29th September 1951

# বিজ্ঞপ্তি

পূজা উপলক্ষে [illegible] এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। আগামী ৬ই [illegible] খুলিবে এবং তাহার পর হইতে যথারীতি [illegible] প্রকাশিত হইবে।

...প্রেক্ষ চিত্রগৃহে একযোগে মুক্তি-
...করবে। এক ইংরেজী উপন্যাস
...জীবনকে কেন্দ্র করেই এর
... কাহিনী রচনা করেছেন
...। সুরসিল্পী গোপেন মল্লিক
...সুর দিয়ে চিত্রখানিকে
...করবার চেষ্টা করেছেন।
...স্মৃতি, বেলা বসু, বিকাশ রায়,
...বন্দ্যো, ছবি বিশ্বাস, ছায়া,
...ভাদু, প্রভৃতি সুনামী শিল্পীরা
...নতুন চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
...চালক প্রযোজক অমর দত্ত
...নির্দেশনার ভার নিয়েছেন পরিচালক
...দত্ত।

## "ডাক গাড়ী"

প্রযোজক অমর দত্ত তাঁর এ, কে, ফি
...প্রডাকসনের পরবর্তী চিত্র 'ডাক গাড়ী'র
...পরিচালনার ভার তাঁর সুযোগ্য সহকারী
...অনিল দত্তকে দিয়েছেন। অমর বাবুর
...চিত্রজগতে প্রবেশের প্রথম থেকেই অনিল
...বাবু অমর বাবুর একান্ত নির্ভরযোগ্য
...সহকারীরূপে এতদিন কাজ করে এসে-
...ছেন। চিত্রখানির সুর-সংযোজনার
...ভার দেওয়া হয়েছে সুর-সাগর অপেক্ষা
...রে। ভূমিকালিপি এখনও সঠিক
...করা না হলেও বহু নাম করা
...অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গে
...কয়েকজন নতুন শিল্পীকেও দেখতে
...পাবেন।


শুভমুক্তি আসন্ন !

এতদিন যা ছিল অদৃষ্টপূর্ব কাহিনী আজ তা হয়ে উঠেছে অপূর্ব ছায়াচিত্র

এম্ পি প্রোডাকসন্স

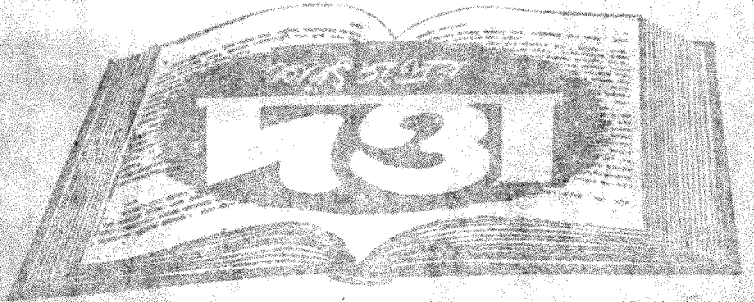


পরিচালনা : সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় সুর : তিমিরবরণ

শ্রী • পূর্ণ • প্রাচী

ও নগরকলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে

— পরিবেশন বিকাশ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ —

## চিঠি

ছাক্ক সাড়ীর লাজ আরম্ভ করে দিয়েই পরিচালক অমর মল্লিক তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এ, কে, ডি প্রডাকসনের আর একখানি অভিনব ধরণের কাহিনী 'চিঠির' চিত্রে নিজেই চিত্ররূপ দেবেন। এই চিত্রের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এক অভিজাত বংশীয়া নারীকে তাঁর বংশ মর্য্যাদা রক্ষার জন্ত কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল তাই হৃদয়স্পর্শী চিত্ররূপ। ছুর করে চিত্রখানিকে নতুন সৃষ্টি ভঙ্গিতে রূপদানের জন্ত অমরবাবু বদ্ধ পরিকর। নায়ক ও নায়িকার অংশে বোম্বের দু'জন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অভিনয় করার সম্ভাবনা আছে।

## অনমোল সাহারা

বি, কে, কে, ফিল্ম প্রোডাক্সন্স ফ্যাইভাল সিয়ারের প্রথম "অনমোল সাহারা" অমর মল্লিক চালনায় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নায়ক ভাগ্য বিড়ম্বনার কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে "অনমোল সাহারা" সঙ্গীত এই চিত্রের একটা বিশেষ অঙ্গ হবে। বম্বের শ্রেষ্ঠ প্লেব্যাক শিল্পী গীতা রায় এই চিত্রের অনেকগুলি এখানে এসে গেয়ে গেছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক সন্তোষ। অন্যান্য গীতা, নীলিমা, রাজলক্ষ্মী, এন, কৃষ্ণকুমার, রাজকুমার (এন, টি) কাশ্মিরী (এন, টি) বি, এম, প্রভৃতি অভিনয় করেছেন।

সোহরাব প্রোডাক্সন্স লিঃ
কলিকাতা—১৪
প্রযোজিত
পরিচালনায়
নিত্য চক্রবর্ত্তী
উপহারে শ্রেষ্ঠ

পূজা উপলক্ষে পূর্ব্ব-পাকীস্থান পশ্চিম বাংলায় বহু উপঢৌকন প্রেরণ করিতেছে।

প্রতিদিনের শত শত উদ্বাস্তু!

* * *

খুলনার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল হইতে সাত ফুট দীর্ঘ জনৈকা রমণী সহরে ভিক্ষার জন্য আসিয়াছে। সেই সঙ্গে আসিয়াছে সহরে আড়াই ফুট উচ্চ সহরের জনৈক বামন!

এবার পূজার ইহাই মজার খবর, খুলনার বাজারকে ইহারাই গরম করিয়াছে।

এ সংখ্যায় লিখেছেন—

পরশুরাম

বনফুল

শ্রীরজনীকান্ত দাস

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায়

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রৈবত

শ্রীমনোজ বসু

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

সবচেয়ে বেশী বিক্রয় হইবার নস্য

টি,এ,এস্

মার্কা

স্টং রু পরিমল মিডিয়ম রু

নস্য

হেড অফিস: টি, এ, এস্ রতনম্ বস্য কোং (মাদ্রাজ)

বাংলা শাখা (কলিকাতা অফিস) ১১৭, রাজকাটরা, কলিকাতা—৭

বেনারসী সাড়ী

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

# খাপছাড়া

শেষমুহূর্ত্তে "পাত্রাধার তৈল কিংবা তৈলাধার পাত্র" সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছি। পূজার 'খাপছাড়া' লিখিব না খাপছাড়া পূজার অবতারণা করিব তাহাই হইয়া দাঁড়াইল সমস্যা। তর্কে ইহার মীমাংসা হইবে না, কোন তর্কেরই কোনদিন মীমাংসা হয় নাই। মোদ্দা কথা 'খাপছাড়া' লিখিব কারণ যাহা লিখিব তাহাই খাপছাড়া হইয়া খাপছাড়ার মর্য্যাদা রক্ষা করিবে।

পূজা। পূজা।। পূজা।।। পূজা নয়তো যেন সাজা। আসিবার দুই মাস আগে হইতে সাজার সুরু পরেও দুই মাস ইহার জের টানা। সাজা হইলেও ইহাকে আমন্ত্রনের জন্য সম্বৎসর আকুল আগ্রহে কাটাই এবং আমন্ত্রণের বোঝা নামাইবার জন্য পরেও দুইম'স পীড়িত হই! এখানেই পূজার মজা আর এই মজাটুকুই সাজাকেও উপভোগ্য করিয়া তোলে। পদ্ম তুলিতে গেলে কাঁটার আঘাত সহ্য করিতে হয়, পূজার আনন্দ পাইতে হইলেও সেইরূপ সাজার পীড়নও মাথা পাতিয়া লইতে হয়। নতুবা পূজার নামে সারা বাংলায় এত হৈ-চৈ এত ছুটাছুটি এত মাতামাতির স্থান থাকিত না। তারপর অভাবের ঘরে আনন্দের আমন্ত্রণ তাহা আরও মর্ম্মান্তিক, কিন্তু মর্ম্মান্তিক হইলেও ইহা নেশার সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্ষমতা নাই 'ঋণং' কৃত্বা করিতে হইবে। বাংলায় যখন প্রাচুর্য্য ছিল, শরৎ যখন শেফালি-কুমুদ-কহ্লারের ডালি লইয়া আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসাইয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইত তখন পূজায় আনন্দ ছিল শুনিয়াছি, কেতাবে দেখিয়াছি। এখন আনন্দ নাই, শুধু কথাটা আছে। সেই কথার সূত্র ধরিয়াই আজ পর্য্যন্ত চলিয়াছি এবং আম'দের অনুগামীরাও হয়তো চলিবে। তাহারা আনন্দের উজ্জ্বল মুখ দেখুক, প্রাণের প্রাচুর্য্য লইয়া আনন্দকে উপভোগ করুক ইহাই কামনা।

# স্বল্প মূলধনে ব্যবসায়ের সুবর্ণ

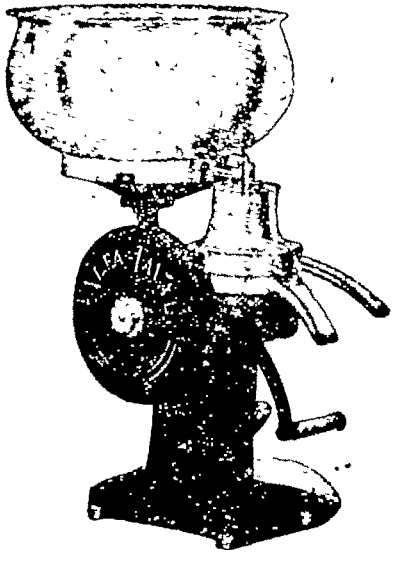

আলফা-লাভাল

## ক্রীম-সেপারেটর

সুইডেনের একটি অতিপ্রাচীন, সুপরিচিত ও সুবৃহৎ 'সেপারেটর' ফ্যাক্টরীতে সর্ব্বতোভাবে সুইডিস উপকরণে প্রস্তুত।

ডেয়ারি ফারমিং-এর জন্য অপরিহার্য্য

- সব সময় নিখুঁত ভাবে দুধ হইতে মাখন তোলা যায়
- মরচে নিরোধক ভাণ্ড-সমন্বিত ও স্বাস্থ্যসম্মত
- খুবই মজবুত
- স্বতঃতৈলসিক্ত হওয়ার ব্যবস্থা-সম্বলিত থাকায় ক্ষয়-ক্ষতি হইতে মুক্ত ও ব্যবহারে সুবিধাজনক

১০ হইতে ৭৫ গ্যালন মাখন উৎপাদনক্ষম সেপারেটর ষ্টকে মজুত রহিয়াছে। মেরামতের সুবন্দোবস্ত আছে।

**ভালকান ট্রেডিং কোং লিঃ**

১৯, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—ওয়েষ্ট ১৪৩৩

দুঃখের পসরা মাথায় লইয়া আমরা আসিয়াছি, দুঃখের পসরা লইয়াই চলিয়া যাইব। হিংসা ও লোভ আজ সমগ্র জগৎকে গ্রাস করিয়াছে। তাই প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশীর হানাহানি। অন্ধ স্বার্থের বশীভূত হইয়া আজ মানুষ প্রতিবেশীকে প্রাণপ্রিয় বাস্তু হইতে উৎখাত করিতে দ্বিধা করে না, প্রতিবেশীর সহিত যোগসূত্র ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পোড়ামাটী নীতির আশ্রয় গ্রহণে কুণ্ঠিত হয় না। এই অবস্থায় আনন্দের স্থান কোথায়!

তবু পূজার আনন্দ আমাদের করিতে হইবে—আনন্দের সার না থাকিলেও খোলস লইয়া মাতিতে হইবে। ইহা স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে, নেশায় পরিণত হইয়াছে। এই মাদকতায়ই হয়তো বাঁচিয়া আছি এবং বাঁচিতে সহায়ক হইতেছে বলিয়াই পূজাকে এখনও পূজার চক্ষেই দেখিতে অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছি। সহস্র বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও বৎসরে অন্ততঃ তিনটি দিন প্রাণের রুদ্ধ অর্গল খুলিয়া জগজ্জননীকে ডাকিতে ভুলি নাই, জাতি ভোলে নাই, দেশ বিস্মৃত হয় নাই। তাই এই শতধা বিচ্ছিন্ন জীবনে সমন্বয়ের একান্ত কামনায় জগজ্জননীর নিকট সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা জানাই—

ত্বমেব শরণমসি দেবি দুর্গে প্রসীদ।

---

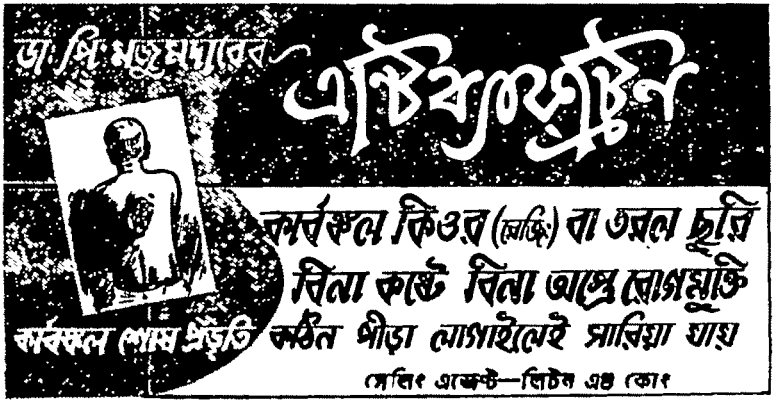

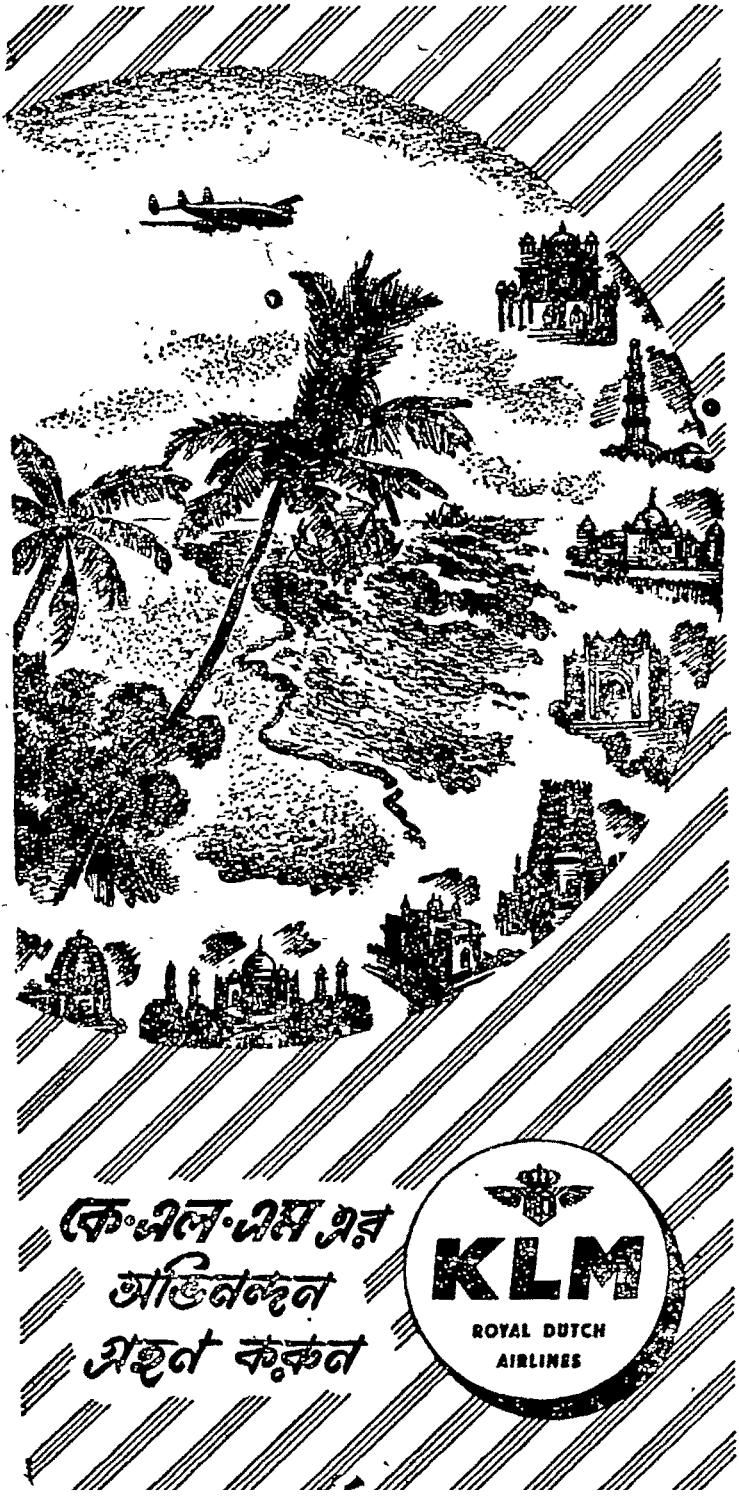
কে·এল·এম এর
অভিনন্দন
গ্রহণ করুন
KLM
ROYAL DUTCH
AIRLINES

# বাসিন্দা নিবাসিন্দার রূপকথা

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

( রেবতীভূষণ-চিত্রিত )

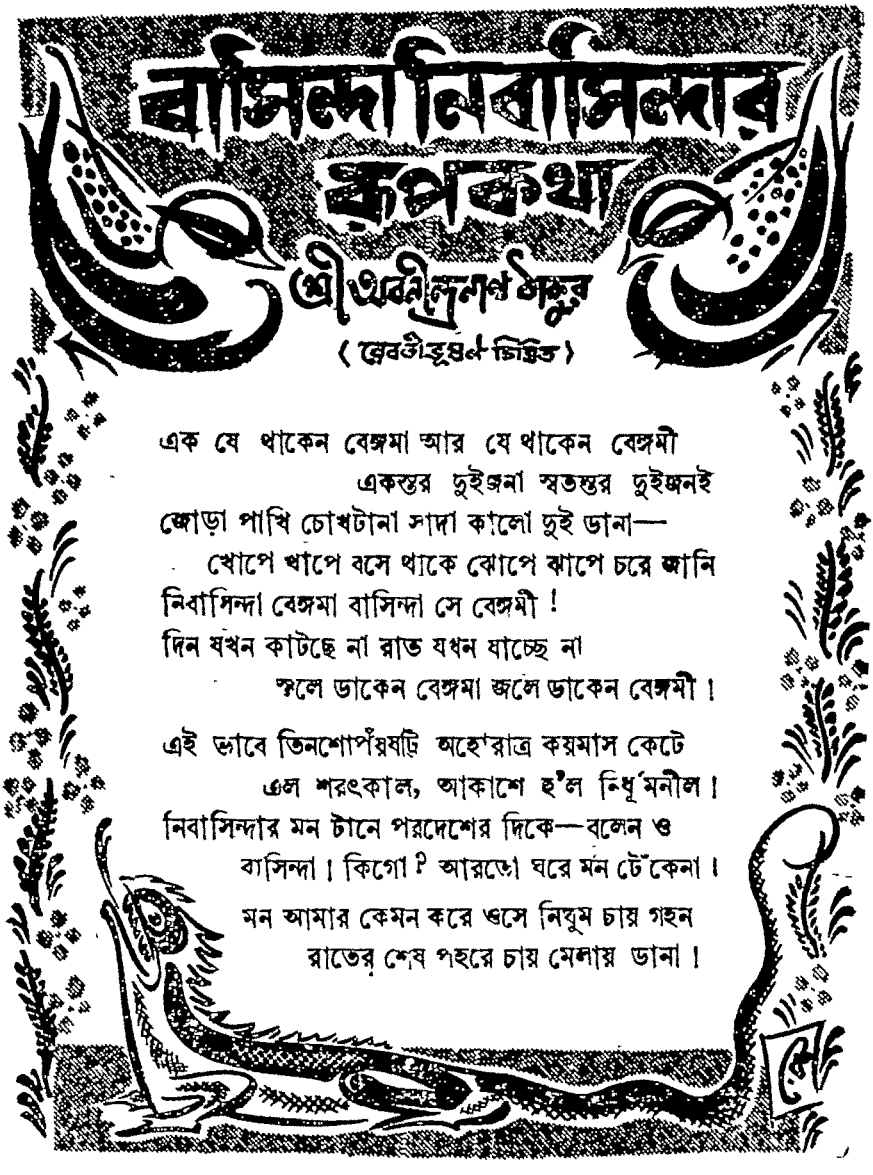

এক যে থাকেন বেঙ্গমা আর যে থাকেন বেঙ্গমী
একন্তর দুইজনা স্বতন্তর দুইজনই
জোড়া পাখি চোখটানা সাদা কালো দুই ডানা—
খোপে খাপে বসে থাকে ঝোপে ঝাপে চরে জানি
নিবাসিন্দা বেঙ্গমা বাসিন্দা সে বেঙ্গমী !
দিন যখন কাটছে না রাত যখন যাচ্ছে না
স্থলে ডাকেন বেঙ্গমা জলে ডাকেন বেঙ্গমী।

এই ভাবে তিনশোপঁয়ষট্টি অহোরাত্র কয়মাস কেটে
এল শরৎকাল, আকাশে হ'ল নির্ধূমনীল।
নিবাসিন্দার মন টানে পরদেশের দিকে—বলেন ও
বাসিন্দা। কিগো? আরতো ঘরে মন টেঁকেনা।
মন আমার কেমন করে ওসে নিঝুম চায় গহন
রাতের শেষ পহরে চায় মেলায় ডানা।

# কাশি থামাতে

## সিরোলিন 'রচি' খান

**—ছোটবড়ো সবাই খেতে পারে!**

সিরোলিন 'রচি' গলার প্রদাহে সঙ্গে সঙ্গে আরাম দেয় ও দুর্দমনীয় কাশির বেগ আশু উপশম করে। খোকা-খুকুরাও সিরোলিন খেতে চাইবে — ওদের নির্ভয়ে দেওয়া চলে। এক শিশি সর্বদাই ঘরে রাখবেন।

ডাক্তারখানায় ও বড় বড় দোকানে পাবেন

SIROLIN
REGISTERED
'ROCHE'

রচি-র তৈরী

VB 6050

বেঙ্গমার মন কাঁদলো তো বেঙ্গমীরও মন কাঁদলো সে বলে—
ও নিবাসিন্দা বিন্দাবনে যেতে আমার মন নাহি সরে
বল্লে থাকি বনের পাখি পাতালতার ঘরে।
বেঙ্গমীর মানা মানে না বেঙ্গমা ফিরে বলে—
হাওয়া বয় বয় বয় এসে কয় শরৎ বয় বার নয় সহচরীগুণে
মন করে পরবাসে একাই চলি।
বেঙ্গমী বলে তুমি চলোতো আমিও চলি কোথায় যাবার মৎলবটা হচ্ছে
শুনি? —একবার দক্ষিণ পাটান
যাই ভাবছি—অমন কার্য্য করোনা সেখানে ঘুর্ণি বাতাস ডানায় লাগলে
কেবলি প্রদক্ষিণ করাবে মন্দিরের
গরুড় স্তম্ভ আর পাক ছেড়ে ঘরে ফেরার উপায় থাকবে না!—
তবে চল উত্তর ময়ালে চলে যাই! নিরুত্তর হয়ে
থাকে বাসিন্দা—যে বরফের পাহাড়ের সাদা চূড়ো দূরে চেয়ে।
পশ্চিম সায়রে যাবার নামে সাড়া নেই; পূব সায়রে
যাবো বল্লে মান্দ্রাজী ঢঙে ঘাড় নাড়ে হাঁ না বোঝা যায় না।
শুকতারা টিপ্‌টিপ্‌ জ্বলে আকাশে—অকালে চলতি মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে
টিপ্‌টিপ্‌ টুপ্‌টাপ্‌ চারিভিত চুপ্‌চাপ্‌। গিরগিট্‌ বলে এটা ঠিক্‌
যাওয়া নয় কোনোদিক্‌—উপস্থিত গল্প করা যাক!
বাসিন্দা বলে গল্প শুনবে তো তল্প নাও, জল্পনা রাখ কল্পনা কর অল্প-সল্প
নিবাসিন্দা বলে—যাত্রা করবে তো তল্পি গুটাও, গাটরী বাঁধ কসে না
থাকে তল্প।
কিন্তু গল্পের নামে কেনা ভোলে! গিরগিট্‌—কাটমুণ্ডু দেশের রাজকন্যার
গল্প সুরু কল্লে—সর্ত্ত হল গল্পও যেমন হবে শেষ
তেমনি উড়বে নিবাসিন্দা বেঙ্গমা নিবাসিন্দা উড়লে বাসিন্দাও উড়বে।
গিরগিট্‌ অফুরন্ত গল্প সুরু করলে—গল্প শুনতে কেনা চায়
আমিও তল্প নিয়ে বসে গেলেম অফুরন্ত গল্পের কৌশল শিখতে
কিন্তু রূপকথার কৌশল শেখা হ'ল না জানা হ'ল বটে—গিরগিট্‌
একটি একটি কথা বলে আর নিজের গায়ের রঙের সঙ্গে আকাশের
রঙ বদলে চলে তাই দেখে বুঝতে হবে—আতাগাছের

# দুর্গা পূজা

শ্রীরামচন্দ্রের অকাল-বোধন বাঙালীর প্রধান উৎসব—
এই শারদীয় উৎসবে বাঙালী আনন্দে ও আহ্লাদে
মেতে ওঠে। সেই উৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি
তাতে সুস্বাদু ও সুরভিত ব্রুক বণ্ড চা না থাকে।

**ব্রুক বণ্ড চা**

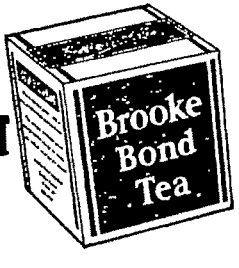


ভারতের সেরা

সবুজ তোতার কথা হচ্ছে, নীল সাগরের নীল পায়রার কথা হচ্ছে বেগুন সুন্দরী আর পলা কাঁটি ময়নার কথা এমনি—রঙের পর্ রঙ খেলিয়ে—গল্প চালাতে চালাতে দেখলেম—ঝট্ করে গির্গিটি দাঁড়কাকের ঠোঁট ভর দিয়ে গল্প শেষ না করেই কাটমুণ্ড কন্যার দেশে চলে গেল! বেঙ্গমা বলে উঠলো—জলপথ স্থলপথ আকাশ পথ এই তিনটা! জলেতে চলি সাঁতার কাটি, স্থলেতে চলি ধরে লাঠি, আকাশ পথে স্বপ্নে হাঁটি তবু ছাড়ান নাই—বিপদ আপদ সঙ্গে চলে গলাগলি হাতাহাতি। এই বলে দূর দেশের মুখে ডানা মেলানো নিবাসিন্দা সে এক নিমেষের বিচ্ছেদ সইলো না বাসিন্দা বাসা ছাড়লে নিবাসিন্দাকে খুঁজে নতুন দেশের— নতুন নদীর চরে। চকচকি যখন মিল্লো এমন সময়ে।

( শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে )


# হিন্দুস্থান জেনারেল

## ইনস্যুরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

### সেবা ও নিরাপত্তার জন্য

**বোর্ড অব ডিরেক্টর্স:**

ডাঃ এন, এন; লাহা, এম-এ, পি-এইচ-ডি ( চেয়ারম্যান )

মিঃ এন, সি, দত্ত
কুমার প্রমথনাথ রায়
ডাঃ এস, বি, দত্ত, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)
মিঃ এম, এল, দাহানুকর
মিঃ জে, কে, মিত্র
মিঃ এম, এম, অমরসী
পলিভিটের রাজা রাধারমণ
মিঃ পি, এন, তালুকদার, এম এ (ক্যান্টাব)

শাখাসমূহ: বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, আম্বালা, নয়াদিল্লী, হায়দ্রাবাদ, কটক, জলপাইগুড়ি, ইন্দোর, নাগপুর, গৌহাটি, পাটনা, কানপুর, আসানসোল, এড়নাকুলম, রাজকোট, বাঙ্গালোর।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের চীফ এজেণ্ট:

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার টাষ্ট্র অব বেঙ্গল লিঃ, নারায়ণগঞ্জ।

হেড অফিস:— হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

**অগ্নি - নৌ - মোটর এবং অন্যান্য বহুবিধ দুর্ঘটনার বীমা লওয়া হয়**

# পূজার শুভেচ্ছা

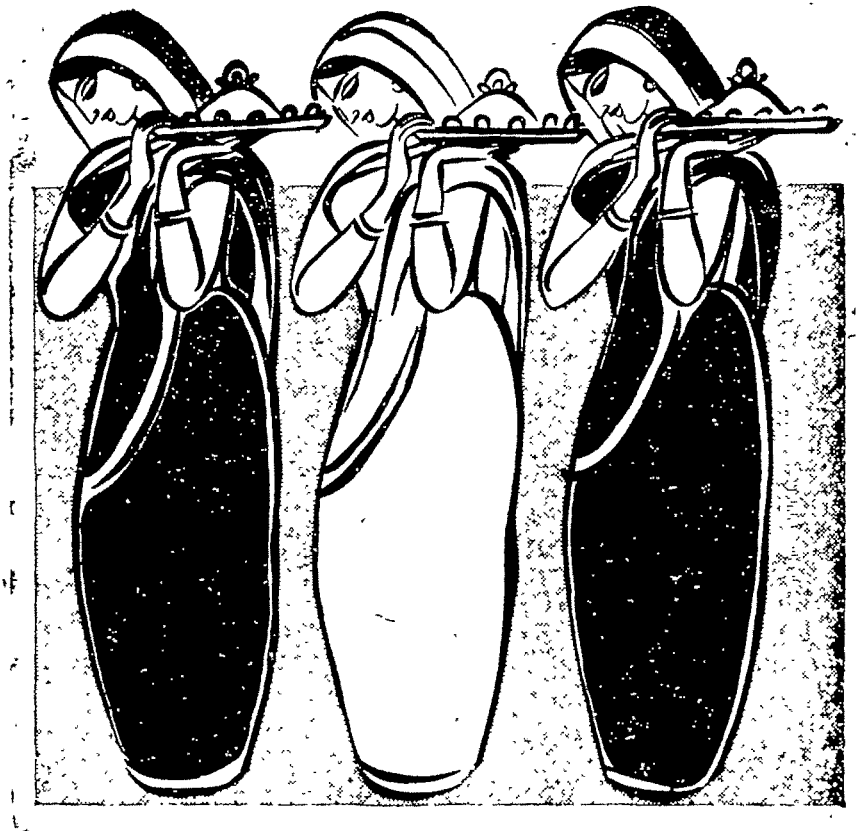

ডানলপ

DX 362

# রামধনের বৈরাগ্য

## —পরশুরাম—

সাহিত্যগগনে উড়ন-তুবড়ির মতন রামধন দাসের উত্থান যেমন আশ্চর্য তাঁর হঠাৎ অন্তর্ধানও সেইরকম। কিন্তু এখন তাঁর নাম কেউ করে না, কারণ বাঙালী পাঠক অতি নিমক-হারাম। তারা জয়ঢাক পিটিয়ে যাকে মাথায় তুলে নাচে, চোখের আড়াল হলেই কিছুদিনের মধ্যে তাকে ভুলে যায়। রামধনেরও সেই দশা হয়েছে। এককালে তিনি অদ্বিতীয় কথা-সাহিত্যিক বলে গণ্য হতেন, তাঁর খ্যাতির সীমা ছিল না, রোজগারও প্রচুর করতেন। তারপর হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হলেন। তাঁর ভক্ত পাঠকরা এবং সপক্ষ বিপক্ষ লেখকরা অনুসন্ধানের ত্রুটি করেন নি, কিন্তু ঠিক খবর কিছুই পাওয়া গেল না। কেউ বলে নোবেল প্রাইজের তদবির করবার জন্য তিনি বিলাতে আছেন, কেউ বলে সাহিত্যিক গুণ্ডারা তাঁকে গুম্ খুন করেছে, কেউ বলে সোভিয়েট সরকার তাঁকে মোটা মাইনে দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে গেছে, তিনি কমিউনিস্ট শাস্ত্রের বাংলা অনুবাদ করছেন।

আসল কথা, রামধন দাস তাঁর নাম আর বেশ বদলে ফেলে বিষ্ণুপ্রয়াগে আছেন এবং গুরুর উপদেশে সস্ত্রীক যোগ সাধনা করছেন। কেন তিনি সাহিত্যচর্চা আর বিপুল প্রতিপত্তি ত্যাগ করে আশ্রমবাসী তপস্বী হলেন তার রহস্য তাঁর মুখ থেকে কেবল একজন শুনেছেন—তাঁর গুরুদেবের প্রধান শিষ্য ও আশ্রম-সেক্রেটারি নিবিড়ানন্দ। এই নিবিড় মহারাজের পেটে কথা থাকে না। এর মুখ থেকে লোকপরম্পরায় যে খবর এখানে এসে পৌঁছেছে তাই বিবৃত করছি। কিন্তু শুধু এই খবরটি শুনলে চলবে না, রামধন দাসের ইতিহাস গোড়া থেকে জানা দরকার।

* * *

বি-এ পাশ করার পর রামধন একজন বড় প্রকাশকের অফিসে চাকরি নিয়েছিলেন। মনিবের ফরমাসে তিনি কতকগুলি শিশুপাঠ্য পুস্তক লেখেন, যেমন ছেলেদের গীতা, ছোটদের বেদান্ত, কচিদের ভারতচন্দ্র, খোকাবাবুর গুপ্ত-কথা, খুকুমণির আত্মচরিত, ইত্যাদি। বইগুলি সস্তা সচিত্র আর প্রাইজ দেবার উপযুক্ত সেজন্য কাটতি ভালই হল। একদিন রামধন এক বিখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছে শুনলেন, গল্প রচনা খুব সোজা কাজ। সাহিত্যে কালোবাজার নেই, কিন্তু চোরা বাজার অবারিত। বাঙালী লেখক ইংরিজী থেকে চুরি করে, হিন্দী লেখক বাংলা থেকে চুরি

একমাত্র পরিবেশক—ফিপসন এ্যাণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী।

করে, এই হল দস্তুর। কথাটি রামধনের মনে লাগল। তিনি দেদার বিলিতী আর মার্কিন ডিটেকটিভ গল্প আত্মসাৎ করে বই লিখতে লাগলেন। খদ্দেরের অভাব হল না, তাঁর মনিবও তাঁকে লাভের মোটা অংশ দিলেন। কিন্তু রামধন দেখলেন তাঁর রোজগার ক্রমশ বাড়লেও উচ্চ সমাজে তাঁর খ্যাতি হচ্ছে না। মোটর ড্রাইভার, কারিগর, টিকিটবাবু, বকাট ছোকরা, আর অল্প-শিক্ষিত চাকরিজীবীই তাঁর বইএর পাঠক। পত্রিকাওয়ালারা বিজ্ঞাপন ছাপেন কিন্তু সমালোচনা প্রকাশ করতে রাজী হন না। বলেন, এ হল নীচু দরের সাহিত্য, এর সমালোচনা ছাপলে পত্রিকার জাত যাবে। রামধন মনে মনে বললেন, বটে! আমার রোমাঞ্চ লহরীকে হরিজন সাহিত্য ঠাউরেছ? প্রেমের প্যাঁচ চাও, মনস্তত্ত্ব চাও, যৌন আবেদন চাও? আচ্ছা, আমার শক্তি শীঘ্রই দেখতে পাবে।

রামধন হুশিয়ার কর্মবীর, অপীগোড়া না ভেবে কোন কাজে হাত দেন না। তিনি মনে মনে


বঙ্গীয় কলালয়
সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান
৮৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট



এর চেয়ে ভাল ব্যাটারী পাবেন না

ভারত

ভারত ব্যাটারী ম্যানুফ্যাক্চারীং কোং লিঃ
কলিকাতা—১৯

# খাদ্য

নিরাপদ ✱ পরিচ্ছন্ন

স্বল্পব্যয়ে

**সংরক্ষণ ব্যবস্থা করতে হলে**

**ব্যবহার করুন**

## হোয়াইট ডায়মণ্ড ড্রাই আইস

ব্যবসাক্ষেত্রে ঠাণ্ডাই সংরক্ষণে ইহাই
আধুনিকতম উপায়

✱

ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ
বিনামূল্যে দিতে প্রস্তুত রহিয়াছে

**দি শঙ্কর ডিষ্টীলারী এণ্ড কেমিকেল ওয়ার্কস লিঃ**

*ভারতে সর্ব্ববৃহৎ ড্রাই আইস প্রস্তুতকারক*

কলিকাতা

২, দয়াহাটা ষ্ট্রীট, ফোন : বড়বাজার ৫৭৮৩

দিল্লী

রামচন্দ্র কুড়ামল, টুবাকু কাটরা, ফোন : ৬৮১৯

লক্ষ্ণৌ

ন্যাশনাল গ্যাস সাপ্লাই কোং, ৩৬, আর্য্যনগর

এলাহাবাদ

কার্বনিক এসিড গ্যাস এণ্ড ড্রাই আইস ডিষ্ট্রীবিউটার্স, ২৪, জর্জ্জ টাউন

পাটনা

বিহার ন্যাশনাল গ্যাস সাপ্লাই কোং রাজেন্দ্র পাথ

পর্যালোচনা করলেন—বাংলা কথা-সাহিত্যের আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত কিরকম পরিবর্তন হয়েছে। সেকালের লেখকদের হাত পা বাঁধা ছিল, প্রণয়-ব্যাপার দেখাতে হলে প্রাচীন হিন্দু যুগে অথবা মোগল-রাজপুতের আমলে যেতে হত, নইলে নায়িকা জুটত না। তার পরের লেখকরা নোলক-পরা বালিকা নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন, কিন্তু জুত করতে পারলেন না। দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা নেহাত বাচ্চা, তবু বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সসম্মানে 'তিনি' বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ নাবালিকা সাবালিকা কোনও নায়িকাকেই খাতির করেন নি, কিন্তু তাঁর কমলা সুচরিতা ললিতা এখন-কার দৃষ্টিতে খুকী মাত্র। পরে অবশ্য তিনি বয়স বাড়িয়েছেন, যেমন শেষের কবিতার লাবণ্য, চার অধ্যায়ের এলা। বাংলা গল্পের মধ্যযুগে জোরালো প্রেম দেখাতে হলে মামুলী নায়িকায় কাজ চলত না, শালী বউদিদি বা বিধবা উপনায়িকাকে আসরে নামাতে হত। সেকেলে গল্পের নায়কদেরও বৈচিত্র্য ছিল না, হয় প্রতাপের মতন যোদ্ধা, না হয় গোবিন্দলালের মতন ধনিসন্তান। দামোদর মুখুজ্যে ও তৎকালীন লেখক-দের নায়করা প্রায় জমিদারপুত্র, তারা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেত, গরিব প্রজা-দের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিত, এবং যথাকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে খুশী করে রায়বাহাদুর হত। তারপর ক্রমে ক্রমে বাঙালী সমাজের পটপরিবর্তন হল, সঙ্গে সঙ্গে গল্পেরও প্লটপরিবর্তন হল,


সর্ব্বপণ্য শোভিত
সুবিখ্যাত
সর্ব্বজন পরিচিত
বিভাগীয়
বিপণ

কমলালয় স্টোর্স
—লিমিটেড—
ধর্ম্মতলা, কলিকাতা

উৎসবে, আনন্দে
নিত্য প্রয়োজনের
সকল সামগ্রী
এখানে পাইবেন

বোমা স্বদেশী আর অসহযোগের সুযোগে মেয়ে-পুরুষের কাজের গণ্ডি বেড়ে গেল, মেলা-মেশা সহজ হল। অবশেষে এল কিষান-মজদুরের আহ্বান, কমরেডী কর্ম-ক্ষেত্র, জাপানী আতঙ্ক, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, নরহত্যা, দেশ-জবাই, স্বাধীনতা, বাস্তু-ত্যাগ, নারীহরণ, মহাকলিযুগ, লোক-লজ্জার লোপ, অবাধ দুষ্কর্ম। মনুষ্যের দুর্দশা যতই বাড়ুক, গল্প লেখা যে খুব সুসাধ্য হয়ে গেল তাতে সন্দেহ নেই। এখনকার নায়ক কবি দোকানদার সৈনিক নাবিক বৈমানিক চোর ডাকাত দেশসেবক সবই হতে পারে। নায়িকাও মার্স টাইপিস্ট টেলিফোন-বালা সিনেমা-দেবী মজদুর-নেত্রী সম্পাদিকা অধ্যাপিকা যা খুশি হতে পারে। সংস্কৃত কবিরা যাকে 'সংকেত' বলতেন, অর্থাৎ ট্রিস্ট, তারও বাধা নেই, রেস্তোরাঁ আছে, পার্ক আছে, লেক আছে, সিনেমা আছে। ভারতীয় কথা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ উপস্থিত হয়েছে, সমাজ আর পরিবেশ বদলে গেছে, অতএব রামধন একটু চেষ্টা করলেই শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য গল্পকারদের সমকক্ষ হতে পারবেন।

আধুনিক বাঙালী লেখকরা বুঝেছেন যে সেক্স অ্যাপীলই হচ্ছে উৎকৃষ্ট গল্পের প্রাণ। এই জিনিসটি আসলে আমাদের সনাতন আদিরস। কিন্তু তার ফরমুলা বড় বাঁধাধরা, বৈচিত্র্য নেই, রাজও মরে গেছে, সেজন্য আধুনিক রুচির উপযুক্ত অদল বদল করে তার নাম দেওয়া হয়েছে যৌন আবেদন। এ পর্যন্ত কোন বাঙালী সাহিত্যিক এই আবেদন পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেন নি। ফরাসী লেখক ফ্লোবেয়ার প্রায় একশ বছর আগে 'মাদাম বোভারি' লিখেছিলেন, কিন্তু এদেশের কোনও গল্পকার তার অনুকরণ করেন নি।

P30598



লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লি', হাক্সলির 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট' প্রভৃতির নকল করতে কারও সাহস হয় নি। রবীন্দ্রনাথের কোনও নায়িকা 'প্রেমের বীর্যে যশস্বিনী' হতে পারে নি। চারু কমলা বিমলা আর বিনোদ বোঠানকে তিনি রসাতলের মুখে এনেও রাস টেনে সামলে রেখেছেন। আর শরৎ চাটুজ্যেই বা কি করেছেন? গুটিকতক ভ্রষ্টাকে সুশীলা বানিয়েছেন। দুর্দান্ত লম্পট জীবানন্দকে পোষ মানিয়েছেন, অথচ কোনও লম্পটাকে গৃহলক্ষী করতে পারেন নি। চারু বাঁড়ুজ্যে তাঁর 'ক্ষিতিসলক'-এ এই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা একবারে পণ্ড হয়েছে। আসল কথা, এদেশের কথাসাহিত্য এখনও সতীত্বের মোহ কাটাতে পারে নি।

পাশ্চাত্য লেখকরা যা পেরেছেন রামধনও তা পারবেন এ ভরসা তাঁর আছে। সমাজের মুখ চেয়ে লিখবেন না, তিনি যা লিখবেন সমাজ তাই শিখবে। রামধন তাঁর পদ্ধতি স্থির করে ফেললেন এবং বাছা বাছা পাশ্চাত্য উপন্যাস মন্থন করে তা থেকে সার উদ্ধার করলেন। এই বিদেশী নবনীতের সঙ্গে দেশী শাক-ভাত আর মুক্তা মিশিয়ে তিনি যে ভোজ্য রচনা করলেন তা বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব। প্রকাশক ভয়ে ভয়ে তা ছাপালেন। বইটি বেরুবামাত্র সাহিত্যের বাজারে হুলস্থুল পড়ে গেল।

প্রবীণ লেখক আর সমালোচকরা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, এ কি গল্প না


কম খরচায়

অথচ
আধুনিক রুচিসম্মত
মজবুত

লোহার
আসবাব-পত্র

বাড়ীর ব্যবহারের
বা
অফিসের কাজের জন্য
আমরা
সরবরাহ করে থাকি

ROY - SINGHA
ENGINEERING Co.

ফ্যাক্টরী ও অফিস :—
639, Diamond Harbour Rd.,
Behala, Calcutta.

খিস্তি? তাঁরা পুলিস অফিসে দূত পাঠালেন, মন্ত্রীদের ধরলেন যাতে বইখানা বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু কিছুই হল না, কারণ কর্তারা তখন বড় বড় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। প্রগতিবাদী নবীন সমাজ গল্পটিকে লুফে নিলেন। এই তো চাই, এই তো নবাগত যুগের বাণী, মিলনের সুসমাচার, প্রেমের মুক্তধারা, হৃদয়ের ঊর্ধ্বপাতন আকাঙ্ক্ষার পরিতর্পণ। একজন উচুদরের সাহিত্যিক—যিনি চুলে কলপ না দিয়ে মনে কলপ লাগিয়ে আধুনিক হবার চেষ্টা করছেন—বললেন বেড়ে লিখেছে রামধন। এতে দোষের কি আছে? তোমাদের শুধিকল্প সবজান্তা লেখক এচ. জি. ওয়েল্‌স এর নভেল "বলপিংটন অভ ব্লপ" পড়েছ? তাতে যদি কুরুচি না পাও তবে রামধনের বইএও পাবে না।

প্রথমে যে দু চারটি বিরুদ্ধ সমালোচনা বেরিয়েছিল পরে তা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার তোড়ে ভেসে গেল। বইটি কেনবার জন্য দোকানে দোকানে যে কিউ হল তার কাছে সিনেমার বা কাপড়ের কিউ কিছুই নয়। এক বৎসরের মধ্যে স্যাতটি সংস্করণ ফুরিয়ে গেল। রামধন পরম উৎসাহে গল্পের পর গল্প লিখতে লাগলেন। যে সব সম্পাদক পূর্বে তাঁকে গাল দিয়েছিলেন তাঁরাই এখন গল্পের জন্য রামধনের দ্বারস্থ হতে লাগলেন। সমস্ত সাহিত্য সভায় রামধনই এখন সভাপতি বা প্রধান অতিথি। তাঁর উপাধিও অনেক—সাহিত্যদিগ্‌গজ, গল্পরাজচক্রবর্তী, উপন্যাসভাস্কর, কথারণ্যকেশরী, ইত্যাদি। তাঁর ভক্তের দল এক বিরাট সভায় প্রস্তাব করলেন যে তাঁকে জগত্তারিণী মেডাল দেওয়া হক। কিন্তু সস্তা নাইন ক্যারাট গোল্ডের তৈরী জানতে পেরে রামধন বললেন, ও আমার চাই না, বাহাত্তুরে বুড়োদের জন্য ওটা থাকুক।

—দর্জি চাই—

কলিকাতার কোন গদি তৈয়ারীর ফ্যাক্টরীর জন্য অভিজ্ঞ দর্জি প্রয়োজন। এক মাত্র মোটা সেলাইয়ের কাজে অভ্যস্ত অথবা শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আবেদন পত্র গ্রহণ করা হইবে। আবেদন করুন।

বক্স নং—১০২, "সচিত্র ভারত"
১৫ পার্কষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যার লক্ষ টাকা জমেছে তিনি কোটিপতি হতে চান, যিনি এম-এল-সি হয়েছেন তিনি মন্ত্রী হতে চান, সেকালে রায়বাহাদুররা সি-আই-ই আর সার হবার জন্য লালায়িত হতেন। রামধনেরও উচ্চাশা ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল। তিনি স্থির করলেন এবারে এমন একটি উপন্যাস লিখবেন যার প্লট কোনও দেশের কোনও লেখক কল্পনাতেও আনতে পারেন নি। ভীরু বাঙালী লেখক কদাচিৎ নায়ককে উচ্ছৃঙ্খল করলেও নায়িকাকে একাঙ্গুরক্তাই করে। তারা বোঝে না যে নারীরও জংলী জ

অর্থাৎ ওআইল্ড ওটস বোনা দরকার, নতুবা তার চরিত্র স্বাভাবিক হতে পারে না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য লেখক অনেক গল্পে নায়িকাকে কিছুকাল স্বৈরিণী করে রাখেন, তাতে তার 'আবেদন' বেড়ে যায়, তারপর শেষ পরিচ্ছেদে তার বিয়ে দেন। কিন্তু এবারে রামধন দেশী বা বিদেশী কোনও গতানুগতিক পথে যাবেন না, একেবারে নতুন নায়িকা সৃষ্টি করবেন। বিশ্বজগতের স্রষ্টা ভগবান নিজের মতলব অনুসারে নরনারীর চরিত্র রচনা করেন। কিন্তু গল্পজগতে ভগবানের হাত নেই, রামধন নিজেই তার পাত্র-পাত্রীর স্রষ্টা আর ভাগ্যবিধাতা। তিনি প্রচলিত সামাজিক আদর্শ মানবেন না, যেমন খুশি চরিত্র রচনা করবেন।

মা বাপ একসঙ্গে অনেক সন্তানকে ভালবাসে, তাতে দোষ হয় না। নারী যদি এককালে একাধিক পুরুষে আসক্ত হয় তাতেই বা দোষ হবে কেন? এখনকার প্রগতিবাদী লেখকদের তুলনায় ব্যাসদেব ঢের বেশী উদার ছিলেন। তিনি দ্রৌপদীকে এক সঙ্গে পাঁচটি পতি দিয়েছেন, যযাতির কন্যা মাধবীর এক পতি থাকতেই অন্য পতির সঙ্গে পর পর চারবার বিবাহ দিয়েছেন। নিজের জননী মৎস্যগন্ধাকেও তিনি ছেড়ে দেন নি, তাঁকে শান্তনু-মহিষী সত্যবতী করিয়েছেন। ব্যাস বেপরোয়া বাহাদুর লোক, কিন্তু রামধন তাঁকেও হারিয়ে দেবেন। দ্রৌপদী স্বেচ্ছায় পঞ্চপতি বরণ করেন নি, গুরুজনের ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। মাধবী আর মৎস্যগন্ধাও নিজের মতে চলেন নি। স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য কাকে বলে রামধন দাস তা দেখিয়ে দেবেন।

রামধন যে নতুন গল্পটি আরম্ভ করলেন তা খুব সংক্ষেপে বলছি। রাধা-কৃষ্ণের লীলাস্থান যেমন বৃন্দাবন, সিনেমার তারক-তারকার গগন যেমন টালিগঞ্জ, অভিজাত নায়ক-নায়িকার বিলাসক্ষেত্র তেমনি বালিগঞ্জ। আনাড়ী পাঠক—বিশেষত প্রবাসী আর পাড়া-গেঁয়ে পাঠক—মনে করে বালিগঞ্জ বুঝি অলকাপুরী, যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর অপ্সরার দেশ। সেখানে মশা আছে, মাছি আছে, পচা ড্রেন আছে, দারিদ্র্যও আছে, কিন্তু তার খবর কে রাখে। সেই কল্পলোক


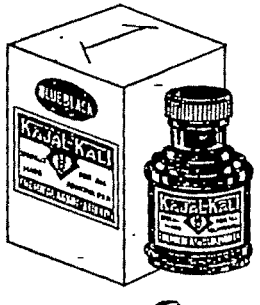


ভাল লিখতে
হ'লে
'কাজল-কালি'
কেমিকেল এসোসিয়েশন (কলিঃ)
৫৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোকোজ্জ্বল গৃহমালা, নূতন সাজ-সজ্জা, আনন্দোৎফুল্ল মুখশ্রী, আকাশে-বাতাসে ছুটির ভাব—শারোদৎসবের ইহাই সুরু।

স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা নির্ব্বিশেষে সকলেই এই সময় নূতন কাপড়-চোপড়, নূতন অলঙ্কারে সজ্জিত হইবার আকাঙ্খায় অপেক্ষা করে।

***'অসলার'***-এর আলোর নাম ভারতে শতাব্দী কালের উপর সুপরিচিত। ভারতের একটি বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত কারখানায় এই আলো তৈয়ারী হয়।

সমস্ত বৈদ্যুতিক দ্রব্য ব্যবসায়ীর দোকানে শীঘ্রই অসলারের আলোর এই নূতন বাক্সটি দেখিতে পাইবেন। বাক্সের উপরে লিখিত ***'অসলার'*** নামটি-ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আলোর গ্যারান্টি। আলো কিনিবার সময় ***'অসলার'*** চাহিয়া লউন—এবং উহার কথাই বলুন।

প্রস্তুতকারক :—

## অসলার ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিঃ

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স :—

এফ এণ্ড সি অসলার ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ

কলিকাতা : বোম্বাই : নিউদিল্লী : মাদ্রাজ : কানপুর

বা লি গঞ্জেই রামধন তাঁর গল্পের ভিত্তিস্থাপন করলেন।

তিন একার জমির মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ, তাতে থাকেন প্রৌঢ় ব্যারিস্টার পি. পি. মল্লিক আর তাঁর রূপসী বিদুষী যুবতী কন্যা রম্ভা। বাড়িতে অন্য কোন আত্মীয়ের জঞ্জাল নেই, অবশ্য দারোয়ান খানসামা বাবুর্চী যথেষ্ট আছে। মল্লিক সায়েব সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই তাঁর চেম্বারে যান, সেখান থেকে কোর্টে যান, ফিরে এসে বাড়িতে ঘণ্টা খানিক থেকেই ক্লাবে যান, তারপর রাত্রে টলতে টলতে ফিরে আসেন। কন্যার বিবাহের জন্য তাঁর কোনও চিন্তা নেই। বলেন, মেয়ে বড় হয়েছে, বুদ্ধিও আছে, সম্পত্তিও ঢের পাবে; উপযুক্ত বর ও নিজেই বেছে নেবে।

বাড়ির তিন দিকে বাগান, এক দিকে গাছে ঘেরা সবুজ মাঠ। বিকেলে সেখানে নানা জাতের শৌখিন পুরুষের সমাগম হয়। তারা টেনিস খেলে, চা বা ককটেল খায়, তার পর রম্ভাকে ঘিরে আড্ডা দেয়। এরা সবাই তার প্রেমের উমেদার, কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ কোনও প্রশ্রয় পায় নি, রম্ভা সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করেছে। পূর্বে অনেক মেয়েও এখানে আসত, কিন্তু পুরুষগুলোর এক-চোখোমির জন্য রেগে গিয়ে তারা আসা বন্ধ করেছে।

এই রকমে কিছুকাল কেটে গেল। যাদের ধৈর্য কম তারা একে একে আড্ডা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চেষ্টা করতে গেল। বাকী রইল শুধু আটজন পরম ভক্ত। সাড়ে সাত বলাই ঠিক, কারণ একজন হচ্ছে স্কুলের ছাত্র, এবারে ম্যাট্রিক দেবে। সে কথা বলে না, শুধু হাঁ করে রম্ভাকে দেখে আর বোকার মত হাসে।

এই সাড়ে সাত জনের মধ্যে তিন জনের পরিচয় জানলেই চলবে, বাকী সব নগণ্য। প্রথম লোকটি ডক্টর বিদ্যাপতি ঘোষ, বিস্তর ডিগ্রী নিয়ে সম্প্রতি বিলাত থেকে ফিরেছে, সরকারী ভাল চাকরি পেয়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে লেফ্‌টেনাণ্ট বিক্রম সিং রাঠোর, লম্বা চওড়া জোয়ান, এয়ার ফোর্সে কাজ করে, এখন ছুটিতে আছে। তৃতীয় লোকটি শ্যামসুন্দর ভ্রমরবররায়, উড়িষ্যার কোনও রাজার জ্ঞাতি, অতি সুপুরুষ, সরাই-কলার নাচ জানে।

ক্রমশ সকলের সন্দেহ হল যে বিদ্যাপতি ঘোষের দিকেই রম্ভা বেশী ঝুঁকেছে। কিন্তু দুদিন পরেই দেখা গেল, নাঃ, ওই ষণ্ডামার্ক বিক্রম সিংটার ওপরেই রম্ভার টান। আরও দুদিন পরে বোধ হল, উঁহু, ওই উড়িষ্যার নবকার্তিক শ্যামসুন্দরের প্রেমেই রম্ভা মজেছে।

কারও বুঝতে বাকী রইল না যে ওই তিনজনের মধ্যেই একজনকে রম্ভা

বরমাল্য দেবে; অগত্যা আর সবাই আড্ডা থেকে ভেঙ্গে পড়ল, কিন্তু সেই স্কুলের ছেলেটি রয়ে গেল।

একদিন বিদ্যাপতি ঘোষ এক ঘণ্টা আগে এসে রম্ভাকে যথারীতি প্রণয় নিবেদন করলে। রম্ভা গদ্‌গদস্বরে বললে এর জন্যই আমি অপেক্ষা করেছিলুম, অনেকদিন থেকেই আমি তোমাকে ভালবাসি। তবে আজ আর বেশী কথা নয়, দশদিন পরে তোমার কাছে আমার হৃদয় উদ্‌ঘাটন করব।

পরদিন বিক্রম সিং রাঠোর এক ঘণ্টা আগে এসে বিবাহের প্রস্তাব করলেন। রম্ভা বললে, থ্যাঙ্ক ইউ ডিয়ার, তুমি আমার দিল কা পিয়ারা। লক্ষ্মীটি, নদিন সময় দাও, তারপর পাকা কথা হবে।

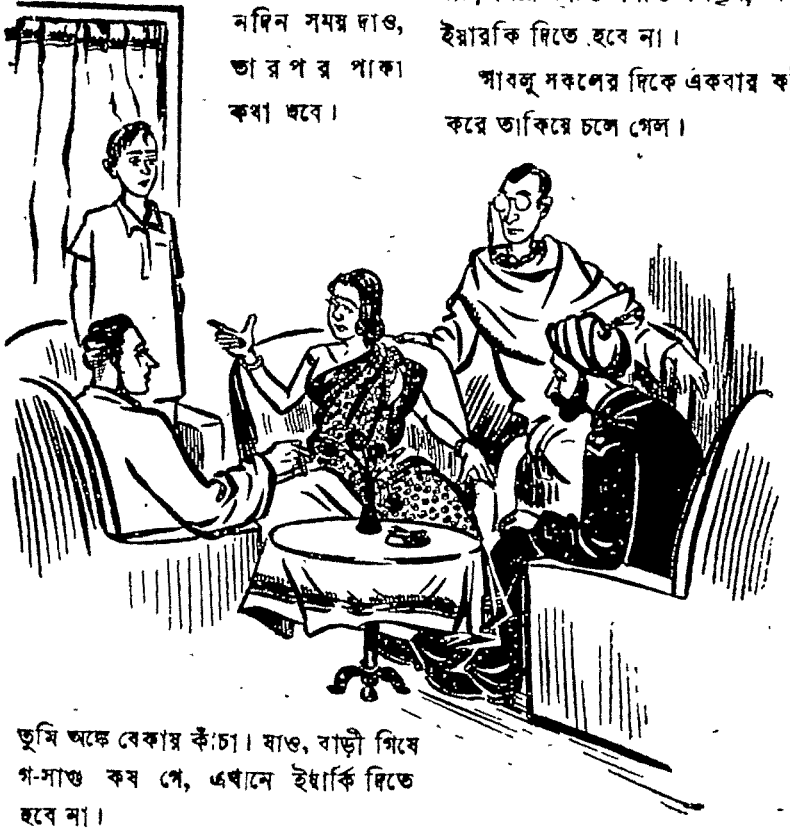

তুমি অঙ্কে বেকায় কাঁচা। যাও, বাড়ী গিয়ে গ-সাপ্ত কষ গে, এখানে ইয়ার্কি দিতে হবে না।

তার পরদিন শ্যামসুন্দর ভ্রমরবররায় সকাল সকাল এসে বললে, শুন রম্ভা, তুমার জন্য আমি পাগল, তুমি আমার হও। রম্ভা উত্তর দিলে, আমিও তোমার জন্য পাগল, আটদিন সবুর কর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

নির্দিষ্ট দিনে সকলে উপস্থিত হলে চা খাওয়ার পর সেই ম্যাট্রিক ছাত্রটিকে রম্ভা বললে, গাবলু তুমি বাড়ি যাও। গাবলুর পৌরুষে ঘা লাগল। একটু রুখে বললে, কেন?

—দুদিন পরে পরীক্ষা তা মনে নেই? তুমি অঙ্কে বেজায় কাঁচা। যাও, বাড়ি গিয়ে গসাণ্ড লসাণ্ড কষ গে, এখানে ইয়ার্কি দিতে হবে না।

গাবলু সকলের দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে চলে গেল।

রম্ভা তার তিন প্রণয়ীকে বললে, এখন এখানে কোনও বাজে লোক নেই, আমার মনের কথা খোলসা করে বলছি শোন। তোমাদের তিনজনের সঙ্গেই আমি প্রেমে পড়েছি, তিনজনই আমার বাঞ্ছিত বল্লভ, কান্ত দয়িত, দিলরুবা ভারলিং।

বিদ্যাপতি হতভম্ব হয়ে বললে, তুমি পাগল হয়েছ নাকি? বিয়ে তো একজনের সঙ্গেই হতে পারে।

বিক্রম সিং বললে, মরদের অনেক জোরু হতে পারে, কিন্তু ঔরতের এক শৌহর। এই হল আইন। তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বেছে নাও, নয় তো ভারী গড়বড় হবে।

শ্যামসুন্দর বললে, রম্ভা, তুমি এ কি বলছ? ছি ছি, হে জগন্নাথ দীনবন্ধো!

রম্ভা উত্তর দিলে, আমি সত্য বলেছি, আমার কথার নড়চড় হবে না। শোন বিদ্যাপতি, তুমি আমার দেশের লোক, বিদ্যার জাহাজ, তোমাকে আমার চাইই। আর বিক্রম সিং, রাজপুত জাতটির ওপর আমার ছেলেবেলা থেকেই একটা টান আছে। তোমার মতন নওজওয়ান বীরকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না। আর শ্যামসুন্দর, তুমি ললাটেন্দু-কেশরীর বংশধর, তোমরা চিরকাল সৌন্দর্যের উপাসক, তুমি নিজেও পরম সুন্দর। তোমাকে না হলে আমার চলবে না।

শ্যামসুন্দর বললে, তবে আর এদিক ওদিক করছ কেন রম্ভা? তুমি রাধা আমি শ্যাম, আমাকে বিয়া কর।

রম্ভা বললে, রাধার সঙ্গে শ্যামের বিয়ে হয় নি।

বিদ্যাপতি বললে, রম্ভা, তুমি স্পষ্ট করে বল তো কাকে বিয়ে করতে চাও।

—কাকেও নয়। বিবাহের কোনও দরকার নেই, তোমরা তিন জনেই মিলে মিশে আমার কাছে থাকবে। যদি নিতান্ত না বনে তবে নিজের নিজের বাড়িতেই থেকো, ডেট ফিক্স করে আমার কাছে আসবে।

—সমাজের ভয় কর না?

—আমরা নতুন সমাজ গড়ব। আবার বলছি শোন। তোমাদের তিন জনকেই আমি ভালবাসি। বিনা বিবাহে এক সঙ্গে বা পালা করে যদি আমার সঙ্গে বাস কর তবে আমি ধন্য হব, তোমরাও নিশ্চয় সুখী হতে পারবে। তাতে যদি রাজী না হও তবে চিরবিদায়, আমি তিব্বতে চলে যাব। আমার আদর্শ বিসর্জন দিতে পারব না।

বিদ্যাপতি বললে, স্ত্রীলোক সপত্নীর ঘর করতে পারে কিন্তু পুরুষ সপত্নি বরদাস্ত করবে না, খুনোখুনি হবে।

শ্যামসুন্দর বললে, সে ভারী মুশকিলের কথা। আমরা মরে গেলে তুমি কার সঙ্গে ঘর করবে রম্ভা?

রম্ভা বললে, আমার আর একটু বলবার আছে শোন। তোমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কর, বেশ করে ভেবে দেখ, সেকেলে সংস্কারের বশে আমার এই মহৎ সামাজিক এক্সপেরিমেন্টটি পণ্ড করে দিও না। দশদিন পরে তোমাদের সিদ্ধান্ত আমাকে জানিও, তার মধ্যে এখানে আর এসো না, তাতে শুধু বাজে তর্ক আর কথা কাটাকাটি হবে। এই আমার শেষ কথা।

তিনি প্রণয়ী সাপের মতন ফোঁস ফোঁস করতে করতে চলে গেল।

* * *

এই পর্যন্ত লেখার পর রামধন একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গল্পের প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে, কিন্তু আসল জিনিস সমস্তই বাকী। এর পরেই প্লট জমে উঠবে, পাত্র-পাত্রীর সম্পর্ক জটিলতর হবে, রামধন ভানুমতীর খেল দেখাবেন। তিনি তাঁর চমৎকার প্লটটির সমাধান মামুলী উপায়ে কিছুতেই হতে দেবেন না। দুজন নায়ককে মেরে ফেলে লাইন ক্লিয়ার করা অতি সহজ, কিন্তু তাতে বাহাদুরি কিছুই নেই। নায়িকাকেও তিনি মারবেন না অথবা দেশের কাজে বা ধর্মকর্মে তার জীবন উৎসর্গ করবেন না। রামধন প্রতিজ্ঞা করেছেন যে রম্ভার পরিকল্পনাটি বাস্তবে পরিণত করবেনই। কিন্তু শুধু তিন নায়কের একমুখী প্রেম আর এক নায়িকার ত্রিমুখী প্রেম দেখালেই চলবে না, অন্য নর নারীর সঙ্গেও তাদের প্রেম-লীলা দেখাতে হবে, তবেই তাঁর গল্পটি একেবারে অভাবিতপূর্ব বৈচিত্র্যময় রসঘন চমকপ্রদ হবে। প্রথম ধাক্কায়

ঘাবড়ে গেলেও সমঝদার পাঠকরা পরে ধন্য ধন্য করবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিন নায়কের সঙ্গে এক নায়িকার মিলন ঠিক কি ভাবে দেখাবেন, তাদের যৌথ জীবনযাত্রার ব্যবস্থা কি রকম করবেন, সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি ভাবে বজায় থাকবে—এই রকম নানা সমস্যা তাঁর মনে উঠতে লাগল। রামধন দমবার পাত্র নন। এতটা যখন গড়তে পেরেছেন তখন শেষটাই বা না পারবেন কেন? তাড়াতাড়ি করা ঠিক হবে না, তিনি দিনকতক লেখা বন্ধ রেখে বিশ্রাম নেবেন। তার মধ্যে সমাধানের একটা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নিশ্চয় তাঁর মাথায় এসে পড়বে।

রামধন কলকাতা ছেড়ে কোন্নগরে গঙ্গার ধারে তাঁর এক বন্ধুর বাগান বাড়িতে এসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। বিশ্রাম ঠিক নয়, এক রকম তপস্যা। তিনি তাঁর মনের বল্‌গা ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর কল্পনা এলোমেলো নানা পথে সমস্যার সমাধান খুঁজছে।

রাত বারোটা, রামধন বিছানায় শুয়ে সশব্দে ঘুমুচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর নাক ডাকা থেমে গেল। জাগা আর ঘুমের মাঝামাঝি অবস্থায় তিনি মশারির ভিতর থেকে দেখলেন—তিনটে ছায়ামূর্তি। মূর্তি ক্রমশ স্পষ্ট আর জীবন্ত হয়ে উঠল। রামধন তাদের চিনতে পারলেন, তাঁরই গল্পের তিন নায়ক। তারা একটা গোল টেবিল বৈঠকে বসে তর্ক করছে।

HOTEL BILTMORE
RESIDENTIAL :: BAR
—BILLIARDS—
Park Street, :: Calcutta-16.

বিদ্যাপতি বলছে, এই যে বিশ্রী বিপরিস্থিতি, এ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় তো আমার মাথায় আসছে না।

বিক্রম সিং উত্তর দিলে, উপায় আছে। ডুয়েল লড়লে সহজেই ফয়সালা হতে পারবে। এই ধর, প্রথমে তোমার সঙ্গে শ্যামসুন্দরের লড়াই হল, তুমি মরে গেলে। তারপর শ্যাম আর আমার লড়াই হল, শ্যাম মরল। তখন আর কোনও ঝঞ্ঝাট থাকবে না, আমার সঙ্গে রম্ভার শাদি হবে।

শ্যামসুন্দর বললে, তুমার মুণ্ড হবে, মানুষ খুন করার জন্য তুমাকে ফাঁসিতে লটকে দেবে। তা ছাড়া এখন হচ্ছে গান্ধীরাজ, খুনজখম চলবে না। আমি বলি কি—লটারি লাগাও।

বিদ্যাপতি বললে, রম্ভা তাতে রাজী হবে না, ভারী বেয়াড়া মেয়ে। ওকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

এমন সময় হঠাৎ রম্ভা এসে বললে, তোমরা কি স্থির করলে? তিনজনে একমত হয়েছ তো?

শ্যামসুন্দর বললে, হ্যাঁ, তুমার নাক কাটি দিব। তুমাকে চাই না, আমার দু-গোটা ভাল ভাল বহু দেশে আছে, বিক্রম সিংএরও উমদা উমদা জোরু আছে, আর বিদ্যাপতি বাবুর বহু তো মজুদ

রয়েছে, ইনি ইচ্ছা করলেই তেলেনা সরকারকে বিয়া করতে পারেন।

নায়কদের এই বিদ্রোহ দেখে রামধন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। শুয়ে শুয়েই হাত নেড়ে বললেন, না না, ওসব চলবে না।

ছুতরির কাঠ দিয়ে বেচারা রামধনকে পিটতে লাগল।

বিক্রম সিং বললে, এই ছুছুন্দরটা বলে কি? এই আমাদের পয়দা করেছে? আমাদের বাপ দাদা পরদাদা নেই?

রম্ভা বললে, কেউ নেই, কেউ নেই, আমরা সব ঝুটো।

বিক্রম সিং এক টানে খাটের ছুতরি খুলে ফেলে একটা কাঠ হাতে নিয়ে রামধনকে বললে, এই, আমরা সব ঝুটা?

রামধন ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন, তা

শ্যামসুন্দর বললে, তু কোন রে শড়া? তুই কে?

রামধন উত্তর দিলেন, আমিই গল্প-লেখক, তোমাদের স্রষ্টা আর ভাগ্য-বিধাতা। তোমরা নিজের মতলবে চলতে পার না, আমি যেমন চালাব তেমনি চলবে। আমার মাথা থেকেই তোমরা বেরিয়েছ।

একরকম ঝুটো বই কি—যখন আমারই কল্পনাপ্রসূত আপনারা।

—তুই সচ্চা না ঝুটা?

—আজ্ঞে আমি তো ঝুটা হতে পারি না।

—এই ডাণ্ডা সচ্চা না ঝুটা?

—আজ্ঞে এও ঝুটা নয়।

অনন্তর তিন নায়ক আর এক নায়িকা ছুতরির কাঠ দিয়ে বেচারা রামধনকে পিটতে লাগল। আমার আর্তনাদ শুনে রামধন-পত্নী ননীবালার ঘুম ভেঙে গেল, তিনি একটি চিৎকার ছেড়ে মূর্ছিত হলেন। তারপর চার মূর্তি তাণ্ডব নাচতে নাচতে অদৃশ্য হল।

রামধন বেশী জখম হননি। একটু পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে কোনও রকমে বিছানা থেকে উঠলেন এবং ননীবালার মুখে চোখে জলের ছিটে দিয়ে তাঁকে চাঙ্গা করলেন।

ননীবালা ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, গেছে ?

—গেছে।

—ডাকাত ?

—ডাকাত নয়।

—সাহিত্যিক গুণ্ডা ?

—তাও নয়। বেতাল জান ?

নিরাশ্রয় প্রেত মরা মানুষের দেহে ভর করলে বেতাল হয়। শুনেছি, যদি পছন্দ মতন লাশ না-পায় তবে তারা গল্পের খাতায় ঢুকে গিয়ে নায়ক নায়িকার ওপর ভর করে। এ তাদেরই কাজ।

—তোমার ওপর ওদের রাগ কেন ?

—বোধ হয় সে কে লে প্রে তা আ, আমার প্লটের রসগ্রহণ করতে পারে নি।

—তুমি আর ছাই ভস্মলিখো না বাবু।

—রাম বল, আবার লিখব! দেখছ না, আমার সমস্ত খাতা কুচি কুচি করে ছিঁড়েছে, দামী ফাউন্টেন পেনটা চিবিয়ে নষ্ট করেছে, ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা খেঁতলে দিয়েছে। তো মার দিদিমার গুরুদেব বিষ্ণুপ্রয়াগে থাকেন না ? তাঁর আশ্রমই বাস করব ভাবছি। ভোরের গাড়িতে কলকাতায় ফিরে যাই চল, তারপর দিন-দুইএর মধ্যে সব গুছিয়ে নিয়ে চুপি চুপি বিষ্ণুপ্রয়াগ রওনা হব।

---

# কার্টুন প্রতিযোগীতা ২১নং

## পুরস্কার ঘোষণা

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্যাপসনের জন্য ইনি প্রথম পুরস্কার ১৫৲ পাইয়াছেন।

ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা—
আধমরা তোর বাপমায়েদের ঘরটা ছেড়ে বাঁচা।

—গায়ত্রী রায়, হুগলী।

দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲ টাকা।

নিথরচায় জুটবে জামাই
একটু থাক সহে
আজ রাতটা বারান্দাতেই
কাটাও না হয় দোঁহে।

—কল্পনা গঙ্গোপাধ্যায়, বেহালা।

# PUJA

**BRINGS YOU AUTOMATIC JOY**

AND

FOR ALL YOUR REQUIREMENTS

REGARDING AUTO SPARES

*Please Consult—*

# AUTO FRIENDS LIMITED

P74, BENTINCK STREET,

CALCUTTA.

*The cheapest house for everything automobiles :*

**Direct Importers, Stockists & Distributors**

**of car and Truck parts of**

**International repute.**

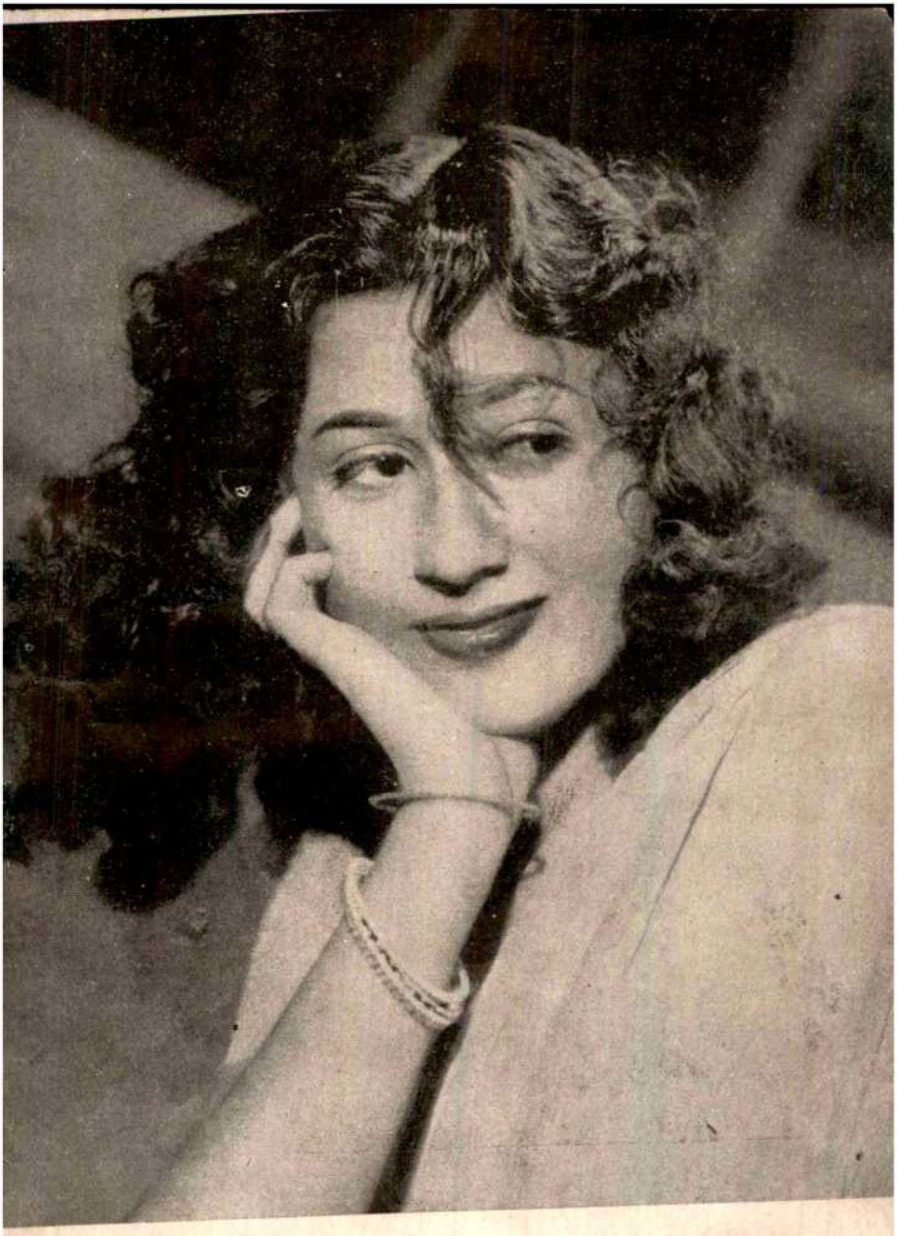

মধুবালা

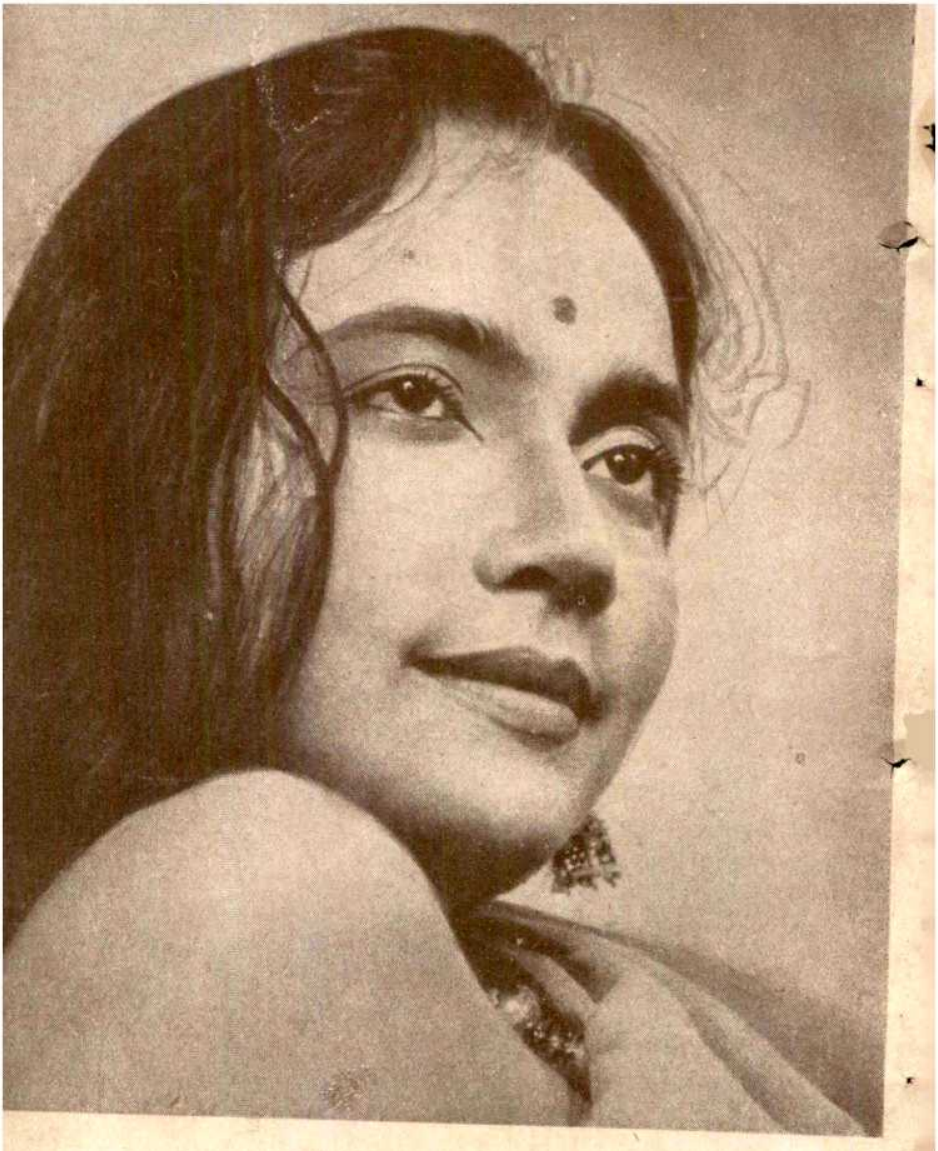

শোভা সেন

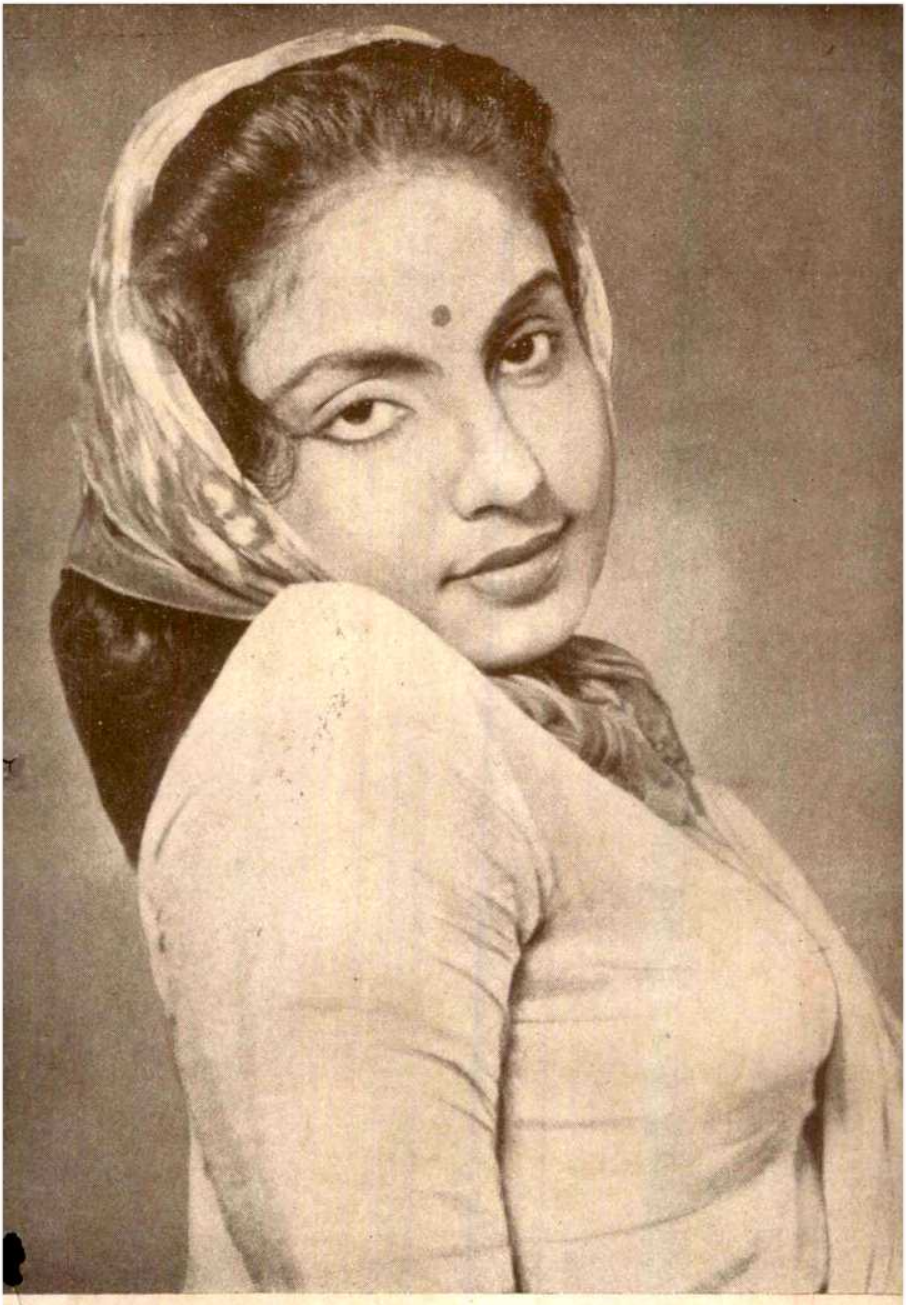

শ্যামলী

াক-চিত্র—
ষ্টুডিয়ো, লিঃ
াতা।

দেব আনন্দ

# মেয়ে দেখানো

"বনফুল"

দক্ষারিবাবু মেয়ের পিতা। চোখ দুটি ভাঁটার মতো। ঝোলা গোঁফ। কপালের উপর শিরা দেখা যাচ্ছে। গালের হাড় দুটি উঁচু। দাঁত বড় বড়। রং কালো। ছেলের পিতা বিকাশবাবু মেয়ে দেখতে এসেছেন। তাঁর চেহারা সাধারণ লোকের মতো। উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নেই।

বিকাশ। এবার তাহলে মেয়েটিকে আনতে বলুন।

দক্ষারি। এই যে এলো বলে [ ঈষৎ উচ্চকণ্ঠ ] ওরে আর দেরি কত

বিকাশ। একটু তাড়াতাড়ি করুন, আমাকে আবার ট্রেণ ধরতে হবে।

দক্ষারি। ট্রেণ কখন আপনার

বিকাশ। সাড়ে ছ'টায় বেরুলেই চলবে

দক্ষারি। আজ্ঞে না, ও ট্রেণে আপনার যাওয়া চলবে না। মেয়েটিকে ভাল করে' দেখতে হবে তো। তাকে বাড়ীর বউ করবেন—

বিকাশ। তাতো নিশ্চয়ই। তবে কতটুকু আমরা আর দেখতে পারি বলুন, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করতে হয় ষোল আনা, তবে—

দক্ষারি। ওটা তো কথার কথা, বলতে হয় বলছেন। কিন্তু দেখবার বেলা তো ভাল করেই দেখবেন। ভাল করেই দেখাব ( পুনরায় উচ্চকণ্ঠে ) ওরে, আর দেরি করিস না—

[ লেস বুনতে বুনতে একটি মেয়ে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মাথার চুল খোলা। রং কালো, একটু লম্বাটে

—আরো বলবে আমি ফুটবল খেলতে জানি না।

গোছের, বেশ স্বাস্থ্যবতী, মুখশ্রীতে ঈষৎ পুরুষালি ভাব ]

দক্ষারি। [ মেয়েকে ] প্রণাম কর [ বিকাশকে ] আপনি ততক্ষণ লেসের কাজটা দেখে নিন। চুলটাও লক্ষ্য করুন। লেসের কাজ, কার্পেটের কাজ, উলের কাজ, জরির কাজ, বুটির কাজ সব জানে। প্রত্যেকটার স্যাম্পল্ আছে, পরে দেখাব

[ মেয়েটী প্রণাম করে' চলে গেল ]

বিকাশ। চলে' গেল কেন, একটু কথা টথা কইতাম

দক্ষারি। হবে হবে সব হবে। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আধ ঘণ্টা সময় ঠিক করা আছে। সমস্ত হবে একে একে ব্যস্ত হবেন না। কি বিষয়ে আলাপ করবেন আইনষ্টিন, না বীঠোফেন ?

[ পাশের ঘর থেকে একটী চাকর একে একে ডুগি তবলা, সেতার, এস্রার, বেহালা, গীটার রেখে গেল। মেয়েটি এসে দাঁড়াল তারপর ]

দক্ষারি। আমার মেয়ে সমস্ত বাজাতে পারে। সমস্তই শোনাবে আপনাকে। আগে কোন্‌টা শুনবেন বলুন

বিকাশ। [ একটু ইতস্তত করে' ] যা হোক একটা বাজাক না।

দক্ষারি। না সমস্তই শুনতে হবে। এত খরচ করে' শিখিয়েছি যখন—

বিকাশ। আচ্ছা প্রত্যেক যন্ত্রটাই তাহলে একটু একটু বাজাক—ছাড়বেন না যখন—

আমাদের পূজা স্পেশাল
চাহিয়া লউন

●

প্রতি পাউণ্ড-প্যাকেট মূল্য
দু' টাকা ছ' আনা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

●

টসের চা

ভাল চা বলিতে যাহা
বুঝায় তাহার সব
গুণ পাইবেন

টসের চা'য়ে

[ মেয়েটি সেতারে ভৈরবী, এস্রারে মুলতান, বেহালায় দুর্গা এবং গীটারে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজিয়ে ডুগিতবলায় যখন তেরে কেটে তাক্ সুরু করেছে তখন বিকাশবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল ]

বিকাশ। থাক থাক ঢের হয়েছে, চমৎকার হাত, আর বাজাতে হবে না

[ চাকর চা নিয়ে এল এবং বাজনা-গুলি নিয়ে গেল। মেয়েটিও উঠে গেল চাকরের সঙ্গে সঙ্গে ]

দক্ষারি। চা খান একটু

[ বিকাশ চা খেতে লাগলেন ]

বিকাশ। মেয়েটিকে চমৎকার বাজনা শিখিয়েছেন তো? গান গাইতে পারে?

দক্ষারি। পারে বৈ কি? শোনাব। সাড়ে ছ'টায় আপনার যাওয়া চলবে না।

বিকাশ। বেশ, আটটার ট্রেণই ধরব না হয়। মেয়েটী লেখাপড়া কতদুর করেছে

দক্ষারি। বি.এস.সি পাশ করেছে

বিকাশ। বি,এস্.সি?

দক্ষারি। আজ্ঞে হ্যাঁ

বিকাশ। বয়স কত?

দক্ষারি। বাইশ

বিকাশ গুম্ হয়ে রইলেন।

দক্ষারি। এ নিম্‌কিগুলি ওরই করা। আরও নানারকম খাবার করতে জানে, সেগুলো পরে খাবেন—

বিকাশ। না না, আর কেন

দক্ষারি। সে কি হয়, ভোর থেকে আপনার জন্যে বসে বসে করেছে, খেয়ে যেতে হবে। ওরে নিয়ে আয়—

[ পাশের ঘর থেকে খাবার আসতে লাগল। নানারকম খাবার। ঘরে যে


একমাত্র

সুলেখা স্পেশাল

ফাউণ্টেনপেন

কালিতেই

এক্স-সল

"X-Sol"

সলভেণ্ট

আছে।

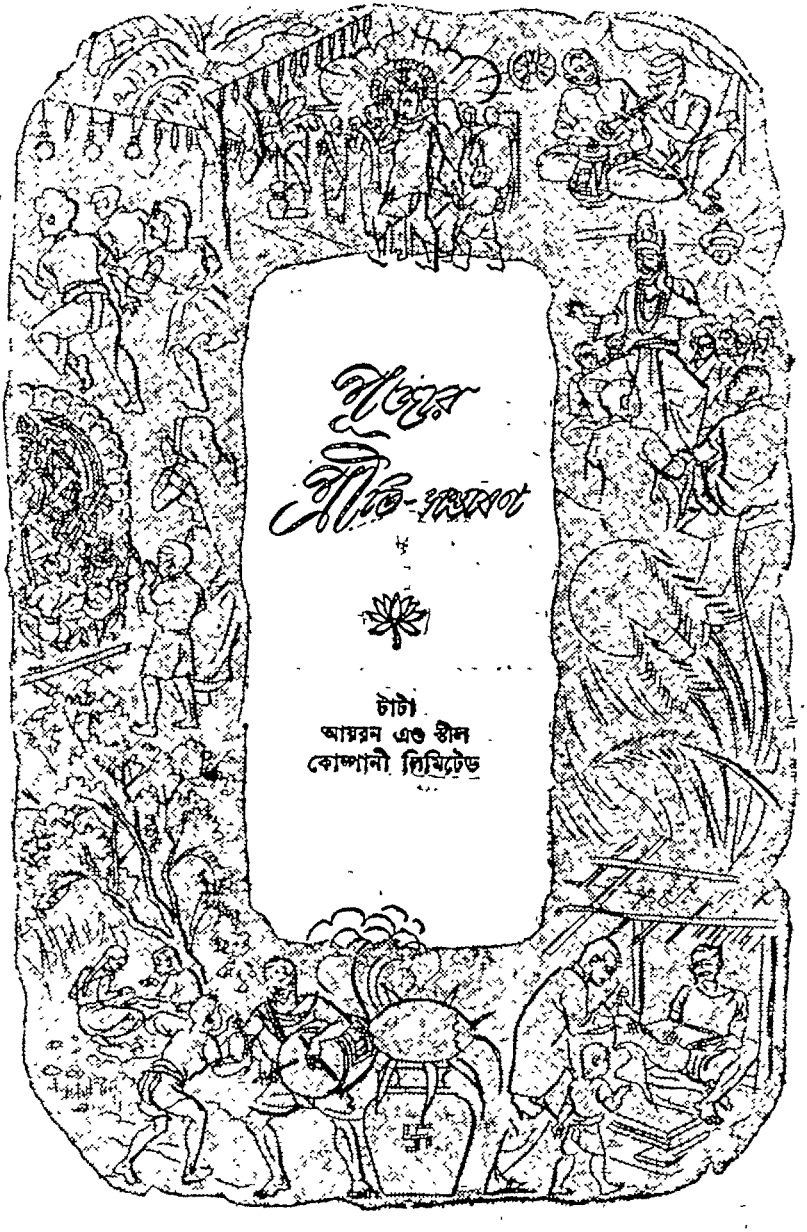
টাটা
আয়রন এণ্ড ষ্টীল
কোম্পানী লিমিটেড

বড় টেবিলটা ছিল তা ডিশে প্লেটে বাটিতে ভরে' গেল ]

বিকাশ। আরে করেছেন কি মশায়

দক্ষারি। আমি করিনি আমার মেয়ে করেচে। না খেলে কি চলে। একটু একটু চেখেও দেখতে হবে। আসুন—

বিকাশ। সত্যি বলছি মশাই, আমি পেটরোগা মানুষ অত খাওয়া সহ্যই হবে না আমার।

দক্ষারি। একটু একটু চেখে দেখুন, আসুন।

[ বিকাশবাবু উঠে টেবিলের কাছে গেলেন। ]

দক্ষারি। এইগুলো হচ্ছে মাংসের প্রিপারেশন। এই বাটিগুলো সব মুসলমানী রান্না। কাবাব, কোফতা, মোগলাই ভালনা, এই সব। আর এই এ পাশেরগুলো হচ্ছে ইউরোপিয়ান—রোষ্ট, ফ্রেঞ্চ কাটলেট, চপ, ষ্ট্যু। আর এ দিকটা সব মাছের। দেশী বিদেশী সবরকমই আছে, রয়েলড ফিসও পাবেন, আবার ইলিশ মাছের তেলঝালও আছে। এ গুলো মাছের সিঙাড়া, এগুলো হচ্ছে ডেভিল। পোলাও তিন রকম মাত্র করতে পেরেছে—সাদা, জরদা আর বিরিয়ানি। ভাত, লুচিও আছে অবশ্য। খিচুড়িও আছে একটু। এ দুটো হচ্ছে ডাল—মাছের মাথা দিয়ে বুটের ডাল এটা, ওটা বোধ হয় টক ডাল। এ দিকটা সব নিরামিশ ব্যাপার। সুক্তো, চচ্চড়ি, ডালনা, আলুর দম, ধোকা, ঘন্ট, বেগুন পোড়া, ভাতে বুঝি এটা—

বিকাশ। [ হতভম্ব ] আপনি করেছেন কি মশাই


# সন্দীপন প্রেস

৪৮, বৈঠকখানা রোড

কলিকাতা—৯

রঙ্গীন ছাপা ও যাবতীয় জবের কাজ সুন্দররূপে করা হয়। বিলাতী মেশিন, নতুন টাইপ। সময় মত ডেলিভারী আমাদের অপর বিশেষতঃ।


দক্ষারি। কিছুই না, অতি সামান্য। মিষ্টি মাত্র পাঁচ রকম হল—পায়েস মোটে দু'রকম।

বিকাশ। সব আপনার মেয়ে করেছে ?

দক্ষারি। সব। তবে ওর বোনরা ওকে সাহায্য করেছে, মা-ও করেছে কিছু কিছু। কিন্তু অধিকাংশই ও নিজে করেছে। আসুন—

বিকাশ। এত আমি খেতে পারবনা মশাই। দেখেই পেট ভরে গেছে।

দক্ষারি। সে সব শুনছি না, আসুন, আসুন বসে পড়ুন

বিকাশ। মাপ করুন, মশাই পারব না

দক্ষারি। একটু একটু করে' খান—যা পারেন—জোর জবরদস্তি নেই কিছু—

বিকাশ। জোর জবর দস্তি নেই তো? আচ্ছা বেশ, আমি যা পারব একটু একটু তুলে নিচ্ছি—

দক্ষারি। বেশ, তাই নিন

[ বিকাশ বাবু একটু একটু করে তুলে তুলে খেতে লাগলেন এবং প্রত্যেকটি খাবারের তারিফ করতে লাগলেন ]

দক্ষারি। আপনি আপনার বন্ধুকে লিখেছিলেন যে আপনি একটি সর্ব্ব গুণান্বিতা মেয়েকে পুত্রবধূ করতে চান, আমার মেয়ে আপনার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের হবে কি না জানি না, তবে আমি এইটুকু বলতে পারি আমি চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিনি। খেয়ে নিন তারপরে ওর সেলাইগুলো আর ছবিগুলো দেখবেন।

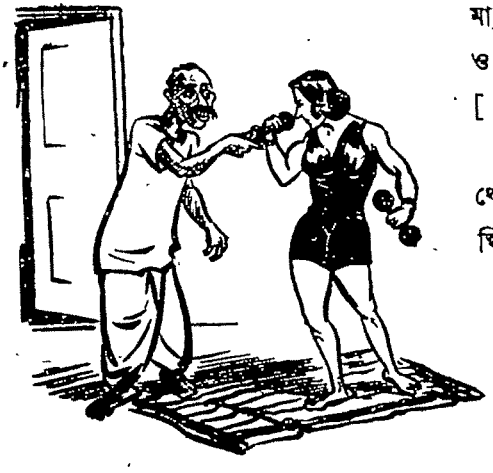

ওর ফিজিকাল ফীটস্‌গুলোও দেখতে হবে। সেগুলো বরং খেতে খেতেই দেখুন না

বিকাশ। ফিজিকাল ফীটস্‌! সে আবার কি?

দক্ষারি। দেখুনই না [ ঈষৎ উচ্চ-কণ্ঠে ] ওরে তোর হল? হয়ে থাকে তো চলে আয়—

[ মেয়েটি পাশের ঘর থেকে ডাম্বেল্স ভাঁজতে ভাঁজতে এল। তার পোষাক-পরিচ্ছদ অনেকটা সার্কাসের মেয়ে-খেলোয়াড়দের মতো ]

বিকাশ [ রীতিমত বিস্মিত ] এ কি!

দক্ষারী। বাইসেপসটা টিপে দেখুন।

বিকাশ। বাইসেপস্‌! আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন না কি মশাই

দক্ষারি। মোটেই না। সর্ব্ব-গুণান্বিতা মেয়ের সব চেয়ে যে বড় গুণটি থাকা দরকার সেইটিই যে ওর কি পরি-মাণে আছে তাই দেখাচ্ছি কেবল। ও বরাবর রেসে ফার্ষ্ট হয়েছে।

[ মেয়েটিকে ] স্কপ করে দেখা—

[ মেয়েটি হাফপ্যাণ্টের পকেট থেকে একটি স্কিপিং রোপ বার করে স্কিপ করতে সুরু করে দিলে ]

বিকাশ। আপনি করছেন কি মশাই? মাথা খারাপ না কি আপনার

দক্ষারি। না, মাথা এখনও খারাপ হয়নি। আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন বুঝলাম না, আপনি সর্ব্বগুণান্বিতা মেয়ে চেয়েছেন যখন, তখন—

বিকাশ। [মেয়েটিকে] তুমি থাম। আর কিছু করতে হবে না তোমাকে। যাও তুমি—

[মেয়েটি চলে গেল]

দক্ষারি। আর কিছু করতে হবে না মানে? ওর আবৃত্তি শুনবেন না? রবি-ঠাকুর, শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরি, বীরেন ভদ্র যে রকম ষ্টাইলে বলবেন ঠিক সেই রকম ষ্টাইলে ও আবৃত্তি করে' দেবে। গানও তো শোনেন নি। ওস্তাদী, রাগ প্রধান, রবি ঠাকুর, ভাটিয়ালী, কীর্ত্তন সব রকম শিখিয়েছি, যা ফরমাস করবেন শুনিয়ে দেবে এক্ষুনি। তাছাড়া নাচও শিখিয়েছি নানারকম

বিকাশ। আর আমার কিছু শোনবার দরকার নেই, আমি এবার চললাম

দক্ষারি। সে কি! এর মধ্যেই? বসুন বসুন এর মধ্যেই যাবেন কি। ওর সঙ্গে বরং ব্রীজ খেলুন একটু, দেখবেন কি চমৎকার খেলে। দাবাও অদ্ভুত খেলে। কয়েক চালেই মাৎ করে' দেবে আপনাকে। বাইক চড়তে পারে, মোটর


# ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস— ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

**আদায়ীকৃত মূলধন ...**

**২,৬৭,০০,০০০৲ টাকার উপর**

**মজুত তহবিল ...**

**১,৫০,০০,৫০০৲ টাকার উপর**

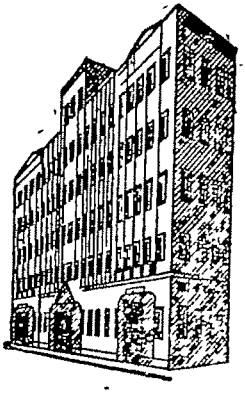

ভারতের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৈদেশিক এজেণ্ট ও করেসপণ্ডেণ্ট আছে

জেনারেল ম্যানেজার
**শ্রীবি, কে, দত্ত**

চেয়ারম্যান
**শ্রীকে, সি, নিয়োগী,** এম. পি

—পূজার অবদান—

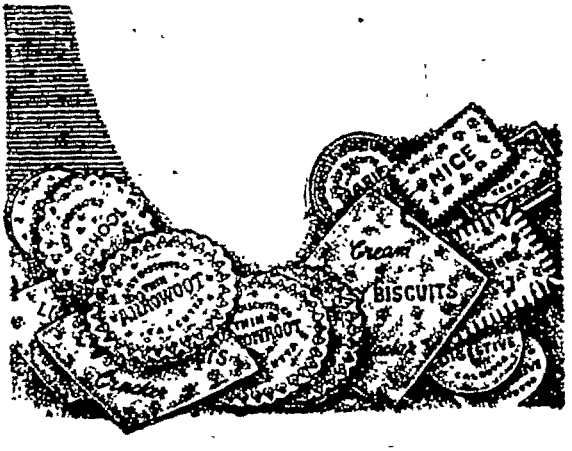


# লিলি বিস্কুট

পুষ্টিকর উপাদানে প্রস্তুত ও
ভারতবাসীর সেবায়
নিয়োজিত

• •

লিলির লজেন্স আপনার সন্তান
সন্ততির আনন্দ বর্দ্ধন
করিবে

•

## লিলি বিস্কুট কোঃ লিঃ

কলিকাতা - ৪

ড্রাইভ করতে পারে, এরোপ্লেনের পাইলট হবারও ইচ্ছে আছে

বিকাশ। মাপ করবেন, এবার আমি চললাম।

দক্ষারি। রাগ করে' যাচ্ছেন মনে হচ্ছে। আমার মেয়ের কোন গুণের অভাব দেখলেন বলুন। ওর সঙ্গে যদি টেনিস খেলেন—

বিকাশ। আপনার মেয়ের কোনও গুণেরই অভাব নেই। ও ভাইস-চ্যান্সেলার বা ভাইসরয় বা মিনিষ্টার বা ওইরকম কিছু একটা হবে।

দক্ষারি। কেন, আপনার পুত্রবধূ?

বিকাশ। ও বাবা, এ মেয়েকে কি আমাদের ঘরে মানাবে? আমরা খেয়ে উঠব কেন

দক্ষারি। তবে সর্ব্বগুণান্বিতা চাইছেন কেন

বিকাশ। গৃহস্থ ঘরের যে সব গুণ দরকার তাই চেয়েছি আমি। এসব হৈ হৈ কাণ্ড আমি সামলাতে পারব কেন? আমি গৃহস্থ ঘরের একটি সুশ্রী মেয়ে চাই, খুব যে লেখাপড়া চাই তা-ও নয়—তবে একেবারে গোমূর্খও চাই না। নমস্কার! এবার চলি

দক্ষারি। দাঁড়ান, দাঁড়ান, আর একটা কথা

[ দক্ষারির ভাটার মতো চোখ দুটিতে একটু কৌতুক চিকমিক করতে লাগল]

বিকাশ। কি বলুন—

দক্ষারি। এখুনি আপনি যা বললেন


এভারশাইন ফিল্মস্ লিমিটেডের প্রথম নিবেদন

রূপায়ণে ঃ
অনুভা,
ছায়া, ছবি,
বিকাশ
সমর

* * *

একটি মনে রাখবার মতো ছবি

* * *

কাহিনী ও পরিচালনা ঃ
সুধীর সরকার

সুরসৃষ্টি ঃ
সুধীরলাল

* * * *

— ঃ শুভ - লগ্ন ঃ —
আগতপ্রায়

তা সত্যিই কি আপনার মনের কথা? এর মধ্যে কোন ভেজাল নেই তো

বিকাশ। না, ভেজাল থাকবে কেন

দক্ষারি। তাহলে এইবার আসল মেয়ে দেখুন। এতক্ষণ যা দেখলেন সমস্তই ভুয়ো এবং ভাড়াটে। ওরে ফনতি এদিকে আয়—

[ পনের ষোল বছরের একটি সুশ্রী মেয়ে বেরিয়ে এল। পরণে একটি নীলাম্বরী শাড়ি। এক মাথা কোঁকড়া চুল, চোখের চাহনি দুষ্টু দুষ্টু। সে এসে বিকাশ বাবুকে প্রণাম করলে ]

দক্ষারি। এই ইনিই হচ্ছেন আমার আসল কস্যারত্ন। এরকম বজ্জাত মেয়ে ভূ-ভারতে আর দুটি জন্মেছে কিনা জানি না মশাই। পড়াশোনায় একদম মন নেই, অঙ্কে প্রায়ই জিরো পায়. রান্নাঘরে গিয়ে যে মাকে একটু সাহায্য করবে তাও না, দিনর ত কেবল হৈ হৈ করে' বেড়াচ্ছে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে। কোথায় কার বাড়ীতে কুকুর ছানা হয়েছে, কার গাছে পেয়ারা পেকেছে, এইসব খবর ওর কাছে যত চান পাবেন। তবে ইচ্ছে করলে সব করতে পারে এই সেদিন ওর মা অসুখে পড়েছিল—

[ মেয়েটি ছুটে ভিতরে পালিয়ে গেল ]

সংসারের উনকুটি চৌষট্টি সব এক হাতে করলে। এবার ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠল—ক্লাসে থার্ড হয়েছে অথচ বাড়িতে বইয়ের পাতাটা পর্যান্ত ওলটাবে না—

বিকাশ। বাঃ খাসা মেয়েটি

যাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টায় মেট্রোপলিটান ক্রমোন্নতির পথে সগৌরবে অগ্রসর হইতেছে

শারদোৎসবে

তাঁহাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাইতেছি

দি
মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স
কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস :—দি মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস
—কলিকাতা—

দক্ষারি। [পুলকিত] আপনার পছন্দ হল?

বিকাশ। খুব। এই রকমই তো আমি খুঁজছিলাম। কিন্তু আপনি এ সব কি কাণ্ড করেছেন?

দক্ষারি। আপনি আপনার বন্ধুকে লিখেছিলেন কি না যে সর্ব্বগুণান্বিতা পাত্রী খুঁজছেন একটি। সর্ব্বগুণান্বিতা পাত্রী হলে যে কি ধরণের হবে তারই একটু নমুনা দিয়ে দিলাম আর কি। বেশী বেগ পেতে হয় নি। ওই সার্কাসের মেয়েটির সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের আলাপ আছে। ওকে আজ ডেকে পাঠিয়েছিলুম এই জন্যই।

বিকাশ। আর এ সব রান্না?

দক্ষারি। উড়ে ঠাকুরের

বিকাশ। সেলাই?

দক্ষারি। পাঁড়ার পাঁচজনের

বিকাশ। বলেন কি মশাই

[হো হো করে' হেসে উঠলেন। দক্ষারির চোখের দৃষ্টি আরও চিকমিক করতে লাগল]

---


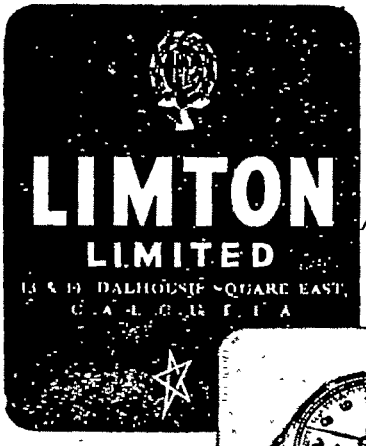

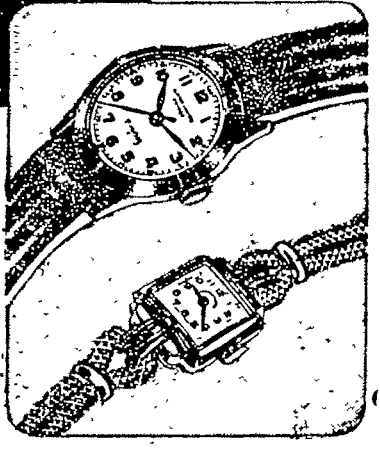

রেফারেন্স নং ১৮৮
২০ মাইক্রন্‌স্ উচ্চ শ্রেণীর রোল্ড গোল্ড ষ্টেনলেস ষ্টীল ব্যাক কেস, ১৭ ক্লবী জুয়েলস—মূল্য ১২০৲ টাকা।

রেফারেন্স নং ১২৩
২০ মাইক্রন্‌স্ উচ্চ শ্রেণীর রোল্ড গোল্ড ষ্টেনলেস ষ্টীল ব্যাক কেস, ১৫ ক্লীবী জুয়েলস্, ক্লসান গ্লাস, সিল্ক কর্ড—মূল্য ১৪০৲ টাকা।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

অবতার পুরুষের প্রতীকই এই ছবি
ছবির পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ছাপার জন্য চাই—
—নিখুঁত ব্লক—
মনোমত ব্লক রূপায়নে আধুনিক যুগের

শ্রেষ্ঠ শিল্পী

ষ্টাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোঃ

১নং রঘানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

# ননসেন্স

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ষাট ষাট প'ড়ে গিয়ে ম'রে গেলি বিলকুল,
তাতে নাই দুঃখ্যু
আরে আরে মুখ্যু,
গেল যে টেঁড়িটা ভেঙে এমন বাগানো চুল!
না হয় না তাকালি,
নাকটা যে বাঁকালি,
সেই তোর খগনাশা নাশা জিনি তিলফুল।
ম'রেও করিস ছল
এখন কি করি বল,
প্রহর না যেতে যেতে প'চে হলি তুলতুল॥

* * * * *

কার পাপে কে মরে?
কালোবাজার করল যারা রইল তারা সমান খাড়া
গরীব-দুখীর ঘরের চালা উড়ল বিষম ঝড়ে।
মারল যারা মাথায় বাড়ি খাচ্ছে ইলিশ গাড়ি গাড়ি
তোলপাড়িয়া গঙ্গা মোদের
গণ্ডা নাহি ভরে॥

* * * * *

একটি বল (ball)
কি তার বল!
তাকিয়ে দেখে লক্ষ লোকে
ফেলছে আঁখি-জল।
একটি গান
কি তার তান!
"আসবে আসবে" করছে লক্ষ
বুড়ী-ছুঁড়ীর প্রাণ॥

নির্ভরযোগ্য
পাদুকা...

A PRODUCT OF
ন্যাশনাল
QUALITY NATIONAL TANNERY & Co. Ltd FOOT WEAR

ন্যাশনাল ট্যানারী কোম্পানী লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেন্টস্-এস, কে, সেন এণ্ড সন্স লিঃ
মারক্যানটাইল বিল্ডিংস, লালবাজার, কলিকাতা

"সার্ব্বজনীন পূজা"
আসছে জেনে লজ্জা পেয়ে
ভাগলো দশভুজা ॥

* * * *

বলি শোন্ ঠোরে ঠারে—
ফুলো না অহঙ্কারে।
আমি যে হঠাৎ দিয়েছিনু হাত
তোমার বীণার তারে,
তাই উঠেছিল সুর
মধুর অভাবে গুড়,
ঝড়ে মরে যত ফকিরের তত
কাক-কেরামতি বাড়ে ॥

* * * *

বলি শোন্ বলি শোন্
বার্লিনে কলিশন
তাহারই ধাক্কা লাগে তেহেরান-কোরিয়ায়।
"মার্ ঢিল মার্ ঢিল"
শিরে হাঁকে চার ঢিল
সভ্যতাতরী ডুবু ডুবু মাঝ-দরিয়ায় ॥

* * * *

মাইরি মাইরি মাইরি,
তোমার কথা ভেবে ভেবে
লিখতেছিলাম ডাইরি।
হঠাৎ দোতের প'ড়ে কালি
নামের গুড়ে পড়ল বালি,
সেদিন থেকে আমি খালি
দোয়াত বেড়াই উল্টে—
তুলে নিয়ে ঝরণা-কলম
হৃদয়-ক্ষতে লাগাই মলম,
কোথায় তুমি ওগো পিতম্,
হারিয়ে গেল মুলটে ॥

# ভারতে প্রস্তুত

গঠন নৈপুণ্যে উৎকৃষ্ট

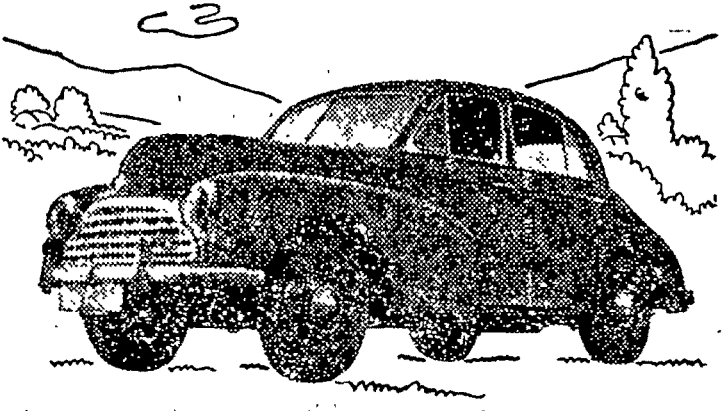

# দি নিউ হিন্দুস্থান

ষ্টিয়ারিং কলম গিয়ার চেঞ্জ গিয়ার চেঞ্জ লিভার ষ্টিয়ারিং হুইলের নীচে ষ্টিয়ারিং কলমের উপর বসান এবং গিয়ার বক্সের পাশে লিভারের সহিত সংযুক্ত।

ফ্যামিলি লগেজ কম্পার্টমেণ্ট নিউ হিন্দুস্থানের লগেজ রক্ষা ব্যবস্থা খুবই যথেষ্ট। পরিবারের ভ্রমণোপযোগী জিনিষপত্র আচ্ছাদনের মধ্যে অনায়াসে এবং নিরাপদে রাখা চলে।

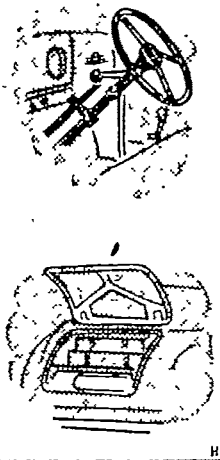

A/P

HM-6E

## হিন্দুস্থান মোটরস্ লিমিটেড

—নিম্নোক্ত স্থানে অনুমোদিত ডিলারের নিকট পাইবেন—

আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, আম্বালা, বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলিকাতা, কটক, কচ্ছ, ডিব্রুগড়, ইন্দোর, জয়পুর, যোধপুর, জামসেদপুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ, নাগপুর, নিউদিল্লী, পাটনা, রাজকোট সেকেন্দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য), কাশ্মীর, ত্রিভান্দ্রাম, নভগোয়া, রেঙ্গুন, কলম্বো।

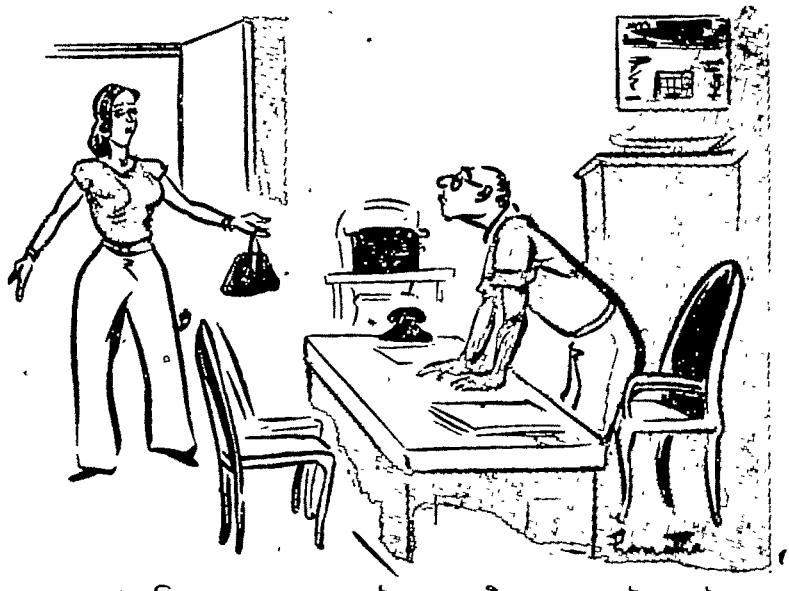

—তা আর কি করব স্যার, ২২৲ টাকা শাড়ীর জোড়া, মাইনে পাই মাত্র ৬০৲ টাকা, তাই ওঁর প্যাণ্টটা পরেই আসতে হল বাধ্য হয়ে!

# নাট্যকার

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

আমি মাঝে মাঝে গল্প বলবার চেষ্টা করে থাকি। মধ্যে মধ্যে সত্যি কথাও গল্পচ্ছলে যে বেরিয়ে পড়ে না এমনও বলা যায় না। লক্ষ্য করে দেখেছি যে, সত্যি কাহিনীগুলোই গল্প হিসাবে জমে ভাল। কিন্তু এমনও অনেকে আছেন যাঁরা কাল্পনিক কাহিনীকেই সত্যি বলে মনে করতে ভালো বাসেন। যা হোক, আগে থাকতেই বলে দেওয়া বোধ হয় ভালো হবে যে আজ যে কথা বলতে উদ্যত হয়েছি তাকে "সত্যি ঘটনা অবলম্বনে" বললেও ভুল হবে—কারণ এটি তাহা সত্য কথা, কল্পনার ভেজাল এতে একটুও নেই।

একটা কথা খুব গোপনে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। কোনোরকম লজ্জা না করে সত্যি কথা বলবেন। আপনার কি নাট্যকার হবার ইচ্ছে আছে? অবিশ্যি ইতিমধ্যে যদি নাট্যকার হয়ে গিয়ে থাকেন এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আপনার নাটক যদি অভিনীত হয়ে গিয়ে থাকে তবে আমি যে কথা বলতে যাচ্ছি সে অভিজ্ঞতা আপনার হয়েই গিয়েছে। আমার এই পরামর্শ তাঁর জন্য—যিনি এখনো নাট্যকার হননি কিন্তু হবার ইচ্ছে আছে। যদি নাটক লেখবার ইচ্ছে আপনার হয় তবে সেই ইচ্ছাকে কাজে

খাটিয়ে ফেলুন। মাসিক, সাপ্তাহিক কিংবা দৈনিক যাতে ইচ্ছে হয় তাতে প্রকাশ করুন। কিন্তু যদি নিজের মঙ্গল চান, পৃথিবী শুদ্ধ চেনা, অচেনা, আধা-চেনা, মুখচেনা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী, সকলকে শত্রু করতে না চান তবে আর অগ্রসর হবেন না অর্থাৎ রঙ্গালয়ে যেন সে নাটক অভিনীত না হয়—তাহলেই আপনি গেছেন।

মশাই, বছর পঁচিশ আগে এক নাটক লিখেছিলুম, বিয়োগান্ত নাটক। খুব যুদ্ধ, খুন খারাবি তো ছিলই—তাছাড়া নাচ-গান দিতে কসুরও করিনি। কে জানত যে সেটি আমারি বিয়োগান্তের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। নাটকখানা কোনো কাগজে ছাপায়নি, কিংবা কোনো রঙ্গালয়ে অভিনীত হবার জন্যেও চেষ্টা করিনি। রসিক বন্ধু-বান্ধবদের কাছে কখনো কখনো ছুটির দিনে ফলাও করে সেখানা পড়েছি। সকলেই একবাক্যে বলেছে—চমৎকার হয়েছে। সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হবার উপযুক্ত তো হয়েইছে, তা ছাড়া আরো কত কি! তখন কে জানত যে তারা বন্ধুরূপী একেকটি মহা-শত্রু। আমারি জায়গায় সারাদিন ধরে চা সিগারেট—ক্ষেত্রবিশেষে বাড়ীর তৈরি সিঙাড়া প্রভৃতি মেরে আমায় ছলনা করে যেত। একবার এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তথা-কথিত বন্ধুবান্ধবদের কথায় বিশ্বাস করে দিনকতক থিয়েটারের কর্ত্তাদের কাছে নাটকখানা নিয়ে ঘোরাঘুরি করলুম কিন্তু

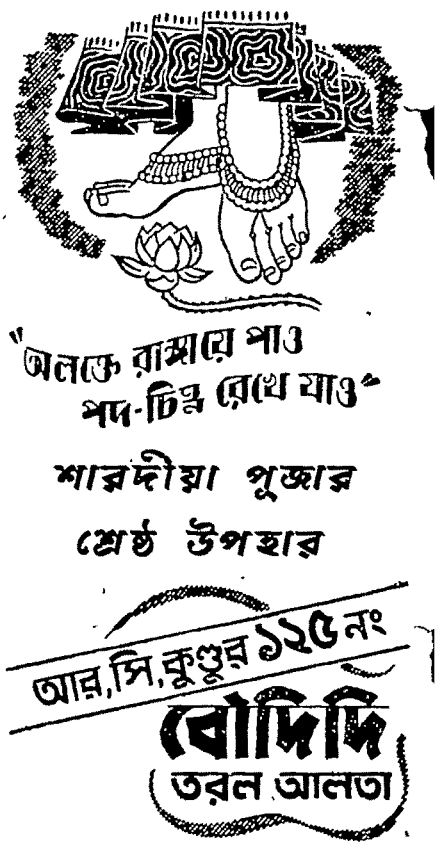


ফল কিছুই হল না। অমন বিয়োগান্ত নাটকখানা শুনে কেউ বা হেসেই খুন, কেউ বা ভদ্রতা করে আমার মুখের ওপরেই হাসলেন না বটে, তবে অভিনয় করতে রাজি হলেন না। আমিও ও বিষয়ে আর বেশি দূর অগ্রসর না হয়ে নাটকখানা বাক্স বন্দী করে রেখেছিলুম।

এই রকম করে অনেক বছর কেটে গেল। মাঝে মাঝে বাক্স ঝাড়বার সময়

নাটকখানা চোখে পড়ে, অন্য সময় সেখানকার কথা একেবারে ভুলেই যাই। এই রকম চলছিল এমন সময় আমার বন্ধু বসন্তকুমার বিদেশের চাকরী শেষ করে দেশে ফিরে এল। বসন্ত ও আমি এক সঙ্গেই সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করেছিলুম। সে লিখত আমি শুনতুম, আমি লিখতুম সে শুনত। এমন সময় সরকারি চাকরী পেয়ে বসন্ত গেল বেঁচে—আমাকে সাহিত্যসমুদ্রে একলা ফেলে সে বিদেশে চাকরী করতে চলে গেল। প্রায় তিরিশ বছর পরে ঘরে ফিরে এসে আমাকে দেখে পরিত্যক্তা মাতৃভাষার প্রতি বসন্তের নজর পড়ল। সে বললে—ভাই, জননী বঙ্গভাষার সেবা ছেড়ে দিয়ে চাকরী নিয়ে সারাজীবন পরের পদসেবা করেই কাটল। আজ মনে হচ্ছে চাকরী না নিয়ে মাতৃভাষার সেবা করাই আমার উচিত ছিল। তোকে দেখে আজ আমার হিংসা হচ্ছে, তোর কত নাম হয়েছে—খবরের কাগজ খুলে সভাসমিতি দেখলেই আমি আগ্রহের সঙ্গে পড়ি আর দেখি দেশের বড় বড় লোকের মধ্যে তোর নাম জ্বল্‌জ্বল্ করে জ্বলছে।

আমি বসন্তর একথার উত্তরে চুপ করে রইলুম। মনে মনে বললুম, হায় সাহিত্য না করে যদি তোর মত চাকরী করতুম (পেতুম) তাহলে আজ বুড়ো


কেশরঞ্জন

এ যুগের সেরা কেশ তৈল

কিনিবার সময় কেশরঞ্জনের নূতন খোল ও আমাদের ট্রেডমার্ক দেখিয়া লইবেন।

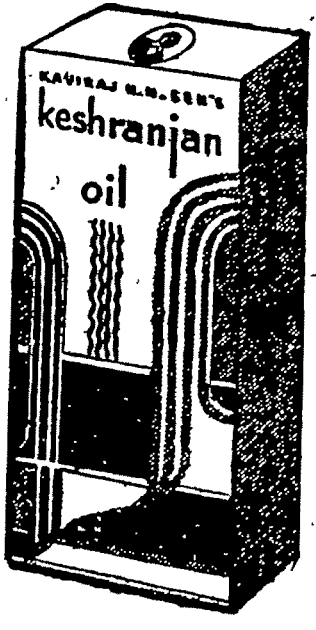


কবিরাজ —এন, এন, সেন

এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা—১

ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ডুমা ডুম্ কিসের বাদ্যি বাজে
চাঁদের বেটি লখিন্দর বিয়ের সাজ সাজে
পালকি চলে গাড়ি চলে চলে হাতী ঘোড়া
যত আলো তারো চেয়ে বেশী ফুলের তোড়া
বর দেখতে ছুটি এলো পাড়া-পড়শী যত
বরযাত্রী খুশি পেয়ে চা-টি মনের মত

বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে আপ্যায়নের অপরিহার্য অঙ্গ

বয়সে—যাক্‌গে যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে।

বসন্ত বললে, এবার ভাই ঠিক করেছি যে ক'টা দিন বাঁচি সাহিত্য সেবা করেই কাটাব। তোকে আমায় সাহায্য করতে হবে কিন্তু।

বসন্ত খুব উৎসাহের সঙ্গে সাহিত্য-সেবা আরম্ভ করে দিলে। তার যৌবনের সেই আবেগ—চাকরীর বাধায় যা এতদিন রুদ্ধ ছিল পেনসনের মুক্ত দ্বার দিয়ে প্রবল বেগে তা প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল।

এমনিতে বেশ চলছিল। বসন্ত লেখে আমি শুনি, আমি লিখি সে শোনে, মধ্যে মধ্যে মাসিকে সাপ্তাহিকে তার লেখা প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করে দিই, পেনসন বাদে মাস গেলে দু' পাঁচ টাকা উপরি রোজগারও হতে আরম্ভ করেছিল এমন সময় কাল করলে সে এক নাটক লিখে।

একদিন দুপুরবেলা আমার দিবা-নিদ্রাটি মাটি করে বসন্ত তার সদ্য লেখা একখানি নাটক আমায় শোনালো। নাটকখানা পড়া শেষ করে সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে—এতকাল ধরে লিখছ, কোনো নাটক-টাটক এখনো লেখনি?

পঁচিশ বছর ধরে বাক্সবন্দী আমার নাটক মাথা নাড়া দিয়ে উঠল—আমি আছি।

আরেকদিন দ্বিপ্রহরে বসন্তকে আমার নাটকখানি পড়ে শোনালুম। নাটক-খানা তার পছন্দ হল—খুবই পছন্দ হল। সে বললে—এখানা কোনো থিয়েটারকে দাওনি কেন?

থিয়েটারওয়ালাদের দোরে দোরে ঘুরে যে বিফল হয়েছি সে কথা চেপে গিয়ে বললুম—তাদের কি পছন্দ হবে এ নাটক।

বসন্ত বললে—লুফে নেবে, লুফে নেবে। তুমি চেষ্টা করে দেখত একবার।

চেষ্টার কোনো ত্রুটিই হয়নি সে কথা তাকে বলি কি করে। তাচ্ছিল্যের সুরে বললুম—তুমিও যেমন! কোথায় ঘুরব বুড়ো বয়সে নাটক হাতে নিয়ে।

বসন্ত কি ভেবে বললে—আচ্ছা তোমার কিছু করতে হবে না, আমিই দেখছি কিছু করতে পারি কিনা। কানপুরে থাকতে রত্নমালা থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারা গিয়েছিল ওখানকার এক রইসের বাড়ীতে অভিনয় করতে। আজ সন্ধ্যে-বেলায় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করব, দেখি কি হয়!

পরের দিন বিকেলবেলা বসন্ত হাসিমুখে এসে বললে—ব্রাদার সব ঠিক।

—কি ঠিক হে?

বসন্ত বললে—কাল সন্ধ্যেবেলা রত্নমালার প্রোপ্রাইটার অসিতবরণের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তুমি নাটক লিখেছ শুনে বললেন—ওর নাম তো শোনা আছে কিন্তু নাটকখানা না শুনলে তো আমরা কিছুই বলতে পারি না। আজ রাত্রে নাটকখানা শোনাবার কথা দিয়ে এসেছি। আমি বলেছি তোমায় নিয়ে সেখানে ঠিক সময়ে উপস্থিত হব। আরো কয়েকজন রসজ্ঞ ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ
৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
গত ভ্যালুয়েশনে সন্তোষজনক উদ্বৃত্ত
(Surplus) হইয়াছে।

বসন্তের কথা শুনে আনন্দে বুকের ভেতর গুরগুর করতে লাগল। তখন যদি বুঝতে পারতুম এই গুরগুর ধ্বনি আনন্দের নয় তাহলে কি আর এই অবস্থা হয়?

যা হোক্ সন্ধ্যের সময় সেই পুরোনো খাতা বগলে নিয়ে বসন্তের সঙ্গে রত্নমালা থিয়েটারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। পথে যেতে যেতে বসন্ত আমায় বললে—দেখ, নাটকখানা এতদিন আগে লিখেছ একথা ওদের বলনা যেন—বল যে সম্প্রতি লিখেছ।

সত্যিকথা বলতে কি গল্পটল্প লেখা ছাড়া মিথ্যে কথা বলবার দরকার আমার হত না, ও জিনিষটাকে বরাবর ঘৃণাই করে এসেছি। বসন্তের কথায় মনটা একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেল। বললুম—কবে লিখেছি সে প্রসঙ্গ তোলবার প্রয়োজনই বা কি?

—না হে না, তুমি বোঝ না।

রত্নমালায় গিয়ে তো পৌঁছনো গেল। বসন্ত রত্নদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। সভায় থিয়েটারের লোক ছাড়া আরো কয়েকজন সাহিত্যিককেও দেখা গেল। তারা থিয়েটারের কেউ না হলেও, সেখানে আসেন যান—অর্থাৎ শুভাকাঙ্খী। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল কিনা বলতে পারি না, নাটকখানি শুনে উপস্থিত সকলেরই ভালো লাগল। সকলেই একবাক্যে বললেন—হ্যাঁ,


আনন্দময়ীর আগমনে

ম্যালেরিয়ায় আমার খুকীর কী দশাই হয়েছিল...

'প্যালুড্রিনই তো 3কে সারিয়ে তুলল...

কী কুক্ষণেই না বড়খুকীকে মামাবাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। যেদিন ওর স্কুল খুলল সেদিন ফিরে এসে সেই যে জ্বরে পড়ল, দেখতে দেখতে বাছা আমার আধখানা। সে কী জ্বর আর কাঁপুনি। কোনো কিছুতেই বাগ মানে না। শেষটায় এক বন্ধুর কথামতো দিনে একটি করে 'প্যালুড্রিন' খাওয়াতে তিন চার দিনেই জ্বর ছেড়ে গেল। তারপর থেকে বাড়ির সবাই আমরা প্রতি রবিবার খাবার পর একটি করে 'প্যালুড্রিন' খেয়ে আসছি। ম্যালেরিয়াও আর কারুর হয়নি।

**প্যালুড্রিন**

ম্যালেরিয়ার আশ্চর্য ওষুধ

* ১ আনার ১টি বড়ি

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

IX-P-141 BEN

বইখানা উৎরে যাবার খুবই সম্ভাবনা আছে।

অসিতবাবু থিয়েটারের মালিক, ম্যানেজারও বিখ্যাত অভিনেতা। তিনি আমাকে অন্য ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—আমরা বইখানা অভিনয় করব। আপনি কপি করে যত শীঘ্র পারেন আমাদের দিয়ে যাবেন।

উৎসাহের চোটে আমি বলে ফেললুম—ও আপনারাই কপি করে নেবেন।

মোট কথা নাটকখানা তাঁদের দিয়েই বাড়ী ফেরা গেল।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে বসন্ত আর আমি বলাবলি করতে লাগলুম—আশ্চর্য, বিশ বছর আগে এই নাটক সব থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষরাই অভিনয়ের অযোগ্য বলে আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, আগের চেয়ে এখনকার থিয়েটারের যে ঢের উন্নতি হয়েছে এই নির্ব্বাচনই তার প্রমাণ।

অসিতবাবু লোকটি ভাল। তিনি আমার নাটকের জন্য বিশেষভাবে পোষাক ও দৃশ্যপট তৈরি করালেন। সুন্দরী অল্প বয়সী ও বুদ্ধিমতী অভিনেত্রী জোগাড় করে তাঁকে দিলেন নায়িকার ভূমিকা। রিহার্শাল আরম্ভ হতে না হতে চারিদিকে নাটকখানির সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অনেক বিশেষজ্ঞ একথাও ঘোষণা করলেন যে বহুকাল এরকম উচ্চ শ্রেণীর নাটক রঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি।

আমি ও বসন্ত রোজ সন্ধ্যার সময় নাটকের মহলা দেখতে যেতে আরম্ভ করে দিলুম। বসন্ত খোলাখুলিভাবেই বলতে লাগল—এরকম উচ্চশ্রেণীর নাটক রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম। সত্যিকথা বলতে

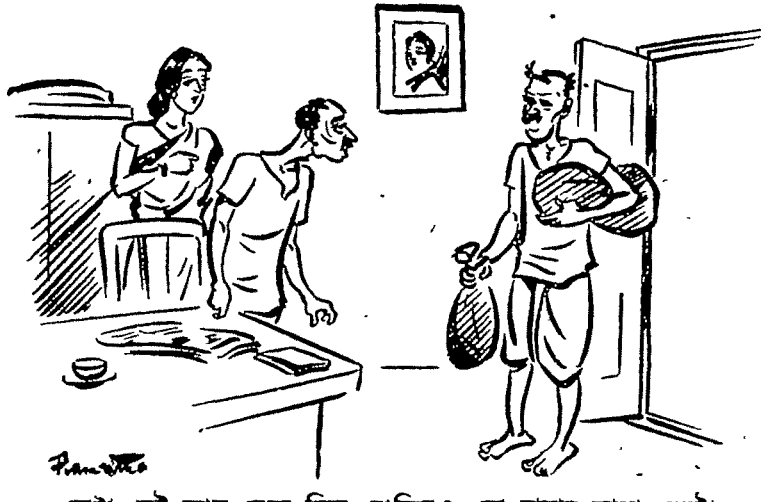

—কেষ্টা, তুই কাজ ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছিস? তা যাবার আগে একটা ক্যারেকটর সার্টিফিকেট দিয়ে যা বাবা!

কি এইসব কথা শুনে শুনে আমারও ধারণা কতকটা সেইরকমই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর যেদিন প্রথম প্রাচীরপত্র লাগানো হল, সে অনুভূতির কথা না বললেই বোধ হয় বেশি বলা হবে। মাসিকে সাপ্তাহিকে অলপাইকা হরফে নিজের নাম পড়তেই অভ্যস্ত—সেই এক হাত লম্বা চওড়া হরফে নিজের নাম পড়তে বিশ্বাসই হয় না যে ও ব্যক্তি আমি!!!

তারপর প্রথম অভিনয় রজনীর কথা। সে অভিজ্ঞতাও অবর্ণনীয়। আমারই মানসপুত্র ও কন্যারা রঙ্গমঞ্চে কিলবিল্ করে বেড়াচ্ছে, হাসছে কাঁদছে নাচছে গাইছে—আমার মনে হতে লাগল বাস্তবকে অতিক্রম করে আমি এক কল্পরাজ্যে উপস্থিত হয়েছি। দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে দেখিয়ে বলতে লাগল—ঐ নাট্যকার বসে রয়েছেন। ওঃ যাক গে, সে কথা বর্ণনা করে আর কাজ নেই। অভিনয়ের পর অনেকে এসে আমায় অভিবাদন জানালে—অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দল যখন সদলবলে আমায় এসে প্রণাম করলে তখন চোখে জল এসে গেল। মনে হল এতদিন ধরে দুঃখ কষ্ট ও নানা আপদ অগ্রাহ্য করে যে সাহিত্য সাধনা করেছি আজ তা সিদ্ধ হল।

সিদ্ধ হয়তো সেদিন হয়েছিলুম কিন্তু সুসিদ্ধ হতে তখনও কিছু দেরি ছিল। সেই কথাটাই এবার বলব।

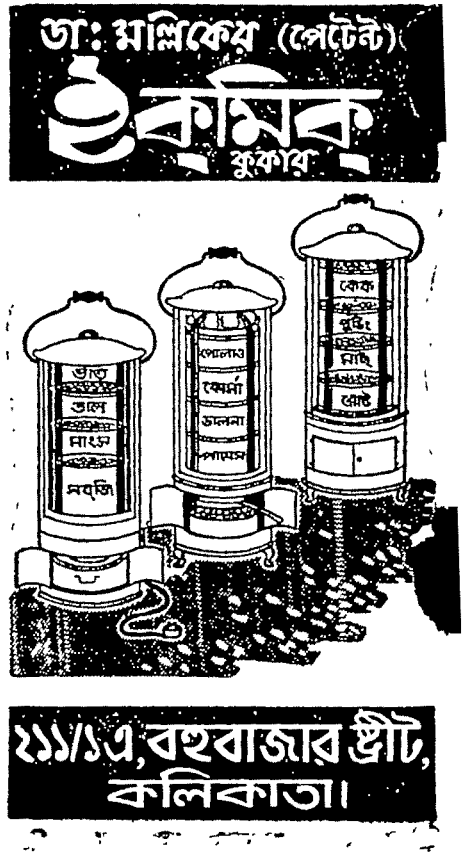


সেদিন থিয়েটার থেকে বাড়ী এসে শুনি বিকেল থেকে সন্ধ্যা অবধি তিন-চারজন লোক এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। কথাটা কানে না তুলে খেয়ে দেয়েই শুয়ে পড়া গেল। পরের দিন ভোর না হতে চাকর বললে—আপনাকে কে ডাকছেন। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে দেখি একজন বৃদ্ধ আমাকে দেখে হাসতে হাসতে বললেন—কিরে ন্যাড়া, চিনতে পাচ্ছিস না। আমি ভুতেশ রে!

ভূতেশ। ওঃ প্রায় চল্লিশ বছর দেখা নেই ভাই, চিনব কেমন করে বল।

ছোটবেলায় আমরা এক পাড়ায় থাকতুম, তারপর আমাদের পাড়ার ওপর দিয়ে সেণ্ট্রাল এভেনিউ যাওয়ায় সব বাড়ী গুলোই প্রায় Improvement Trust কিনে নিয়েছিল। ভূতেশরা বালীগঞ্জে গিয়ে বাড়ী করলে, তারপর আর কখনো দেখা হয়নি। জীবনযাত্রা তখনো ঠিক করে সুরুই হয়নি আর আজ প্রায় যাত্রা শেষ। জীবনের ওপর দিয়ে ওরকম পঞ্চাশটা সেণ্ট্রাল রাইট লেফট্ কত এভেনিউ যে বেরিয়ে গেল তার ঠিকানা নেই—যা হোক ভূতেশকে দেখে ফুর্ত্তিই হল। জীবনের উষায় এরাই তো ছিল সঙ্গী—

ভূতেশের সঙ্গে অনেক কথা হল। সে বললে—তোর সঙ্গে দেখা না হলেও তোর লেখা পড়ি আর ভাবি আমার বাল্যবন্ধু আজ কতবড় মাতব্বর হয়েছে। তোর বন্ধু বলে লোকের কাছে আমি গর্ব্ব করি। ক'দিন আগে তোর নামে রাস্তায় রাস্তায় প্ল্যাকার্ড পড়েছে দেখে আর থাকতে পারলুম না; থিয়েটারে গিয়ে খোঁজ করে ঠিকানা নিয়ে এসে তোকে ধরেছি। এখন দে দিকিনি খান দশেক পাস্। বাড়ীশুদ্ধ সবাই ধরেছে, বলে তোমার বন্ধু যখন তখন আমরা থিয়েটার দেখবই দেখব।

দশখানা পাশের কম ভূতেশের কিছুতেই চলবে না, কি করি!! অত-


# সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

( সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক )

—ঃ হেড্ অফিস ঃ—

২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

ফোন—ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯

—ব্রাঞ্চ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার,
ভাবানীপুর, বসিরহাট ও খুলনা

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রীযুত এন, ব্যানার্জ্জী এম, এ
জেনারেল ম্যানেজার

স্বর্ণঘটিত

# অমৃতসালসা

Regd.

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বহুপ্রকার মূল্যবান, রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক উপাদান ও স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত—জগদ্বিখ্যাত "অমৃত সালসা" আজ ৫৫ বৎসর যাবৎ পূর্ণ সুখ্যাতির সহিত মানবসমাজে সুপরিচিত। রক্তশোধন, বাত ও যাবতীয় দুর্ব্বলতা বিনাশে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। খোস, পাঁচড়া, চুলকানি, জটিল ও পুরাতন চর্ম্মরোগ, দূষিত ক্ষত, এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ইহা অদ্বিতীয় টনিক। সকল ঋতুতে সকলের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক। ১ শিশি ১।০, ৩ শিশি ৩।৶০। ১ ডজন ১২৷০, মাশুল স্বতন্ত্র।

সর্ব্ববিধ স্ত্রীব্যাধির একমাত্র মহৌষধ ও বলকারক রসায়ন

# মধুপর্ণা

স্বাস্থ্য ও যৌবন অক্ষুণ্ণ রাখিতে "মধুপর্ণা"ই মেয়েদের পরম বন্ধু। "মধুপর্ণা" জটিল ও দুঃসাধ্য স্ত্রীব্যাধি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও দেহের লাবণ্য উদ্ভাসিত করিবে। সদ্য প্রসূতির ইহা অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১ শিশি ৩৶০

যাবতীয় চক্ষু-রোগ ও ছানির মহৌষধ। মূল্য ১ শিশি ১।০, ৩ শিশি ৩।৶০

## গৃহচিকিৎসার বাক্স

নিজে নিজেই সর্ব্বরোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেন, ২৬ প্রকার ঔষধযুক্ত ১ বাক্স মূল্য ১২৷০

মকরধ্বজ—১ তোলা ৬।০ চ্যবনপ্রাশ—/১—২০৲

**কবিরাজ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের**

## মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

**শোভাবাজার, কলিকাতা ৫**

গুলো পাশ থিয়েটারওয়ালাদের কাছে চাইই বা কি করে!! শেষকালে গ্যাঁটের কড়ি খরচা করে পাঁচখানা পাঁচটাকার টিকিট আর পাঁচখানা পাশ নিয়ে ভূতেশকে দিলুম। সেই নিয়ে সে খুশি হয়ে চলে গেল। এত খুশি হল যে তারপর থেকে তার আর দেখা পাইনি।

বিকেলবেলা এক ময়রার দোকানে রেজ চার আনার আটটা সিঙাড়া খেতুম। ময়লাসাপের চর্বিতে ভাজা সেই গরম সিঙাড়া যে না খেয়েছে তাকে বোঝাতে পারব না কি অমৃত সে। সেদিন দোকানে বসে একখানি সিঙাড়া সবে মুখে গুজেছি এমন সময় দোকানের জনকয়েক লোক এসে ধরলে—বাবুর বই হচ্ছে আর আমরা দেখব না?

—দেখবে বৈকি বাবা, তো ম.রা দেখবে না সেকি আর একটা কথা হল! দিলুম একখানা পাশ লিখে।

এর ওপর আবার বসন্ত এসে ধরে—ওহে আজ পাঁচখানা চাই, আজ তিনখানা চাই। কয়েকদিন যেতে না যেতেই ময়রার দোকানের আরেকদল লোক পাশের জন্য ধরতেই ঠোঙা হাতে সেই যে

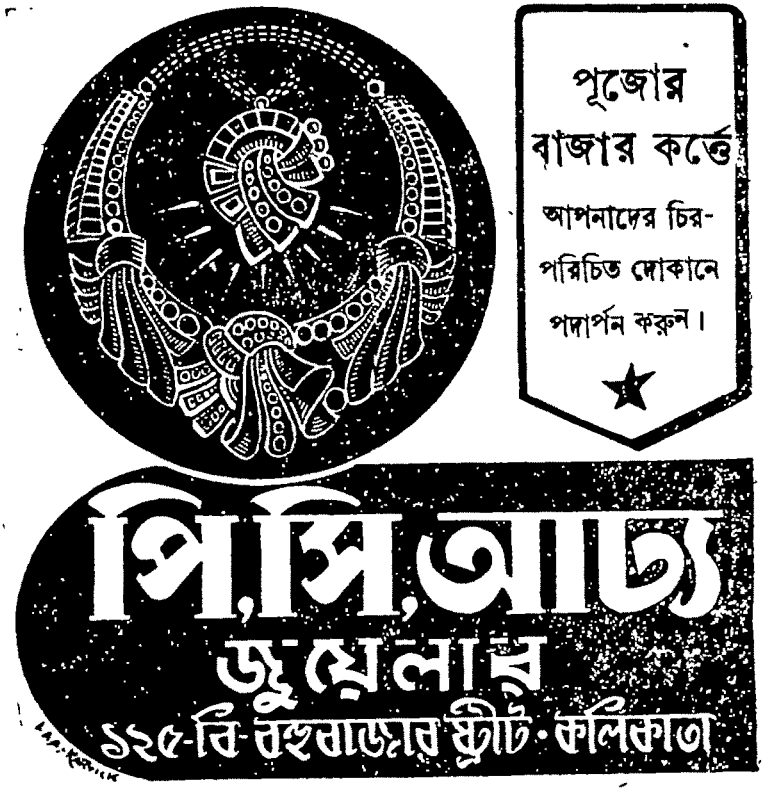

দোকান থেকে সরে পড়েছি আর ও মুখো হইনি।

তারপর আর কত বলব! রোজই দু' চারজন বন্ধু আসে—চারখানা চাই, পাঁচখানা চাই। শেষে একদিন অসিত বাবু বলেই ফেললেন—পাশ সম্বন্ধে একটু হাতটান করুন মশাই, অত উদার হবেন না।

কিন্তু হাতটান করি কি করে। দেখতে দেখতে সারা কলকাতা সহরের লোকগুলো যেন মরিয়া হয়ে উঠল। রাস্তায় চলবার জো নেই—এই যে কেমন আছেন? —আপনার বই তো খুব চলেছে। তা আমরা একদিন দেখতে পাইনে।

নানা অছিলায় লোককে ঠেকিয়ে রাখি। তাও কি তারা সব চেনা লোক! মুখ চেনা, আধ চেনা, অচেনাই বেশির ভাগ। দিনরাত মিথ্যার জাল বুনতে হয়—কখনো বলি থিয়েটারের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে, কখনো বলি দু' তিন হপ্তা বাদে একদিন দেখা করবেন। রাস্তায় বেরুবার জো নেই—এক মাইল পথ এগোতে হলে চার মাইল পথ হাঁটতে হয়। কারণ চেনা লোক দূরে দেখতে পেলেই তাকে এড়াবার জন্যে অন্য রাস্তা ধরি। জীবন তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। শেষ কালে বাজারের ফড়েরাও বলতে আরম্ভ করে দিলে—বাবুর বই হচ্ছে আর আমরা দেখতে পাব না।

—দেখতে পাবে বৈকি বাবা! দিন কতক যাক।

বাধ্য হয়ে দু' মাইল দূরের বাজারে যেতে আরম্ভ করে দিলুম। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যারা অন্তরঙ্গ অর্থাৎ হয় আমার পাশে কিংবা পয়সায় অভিনয় দেখে এসেছেন তাঁরা ধরতে লাগলেন—একদিন বন্ধুবান্ধবদের সকলকে বা পা ন পা র্টি দিতে হবে। দু' এক জন ভরসা দিলেন —বেশি নয় শ' পাঁচেকের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এত পয়সা পিট্‌চ বাবা, আর সামান্য পাঁচশ টাকা খরচ করতেই এ কে বা রে—আচ্ছা দাঁড়াও বৌদিকে ধরছি, ও তোমার মত কঞ্জুষের কাছ থেকে বেরুবে না।

যতবলি গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বলছি এক পয়সাও পাইনি—কিন্তু কে কার কথা শুনে।

ওদিকে আমার নাটক থিয়েটারে অভিনয় হচ্ছে শুনে হুড়মুড়িয়ে পাওনা-দারের দল বাড়ীতে হানা দিতে লাগল। দু' এক জন দরিদ্র আত্মীয় তাঁদের কন্যা দায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমি সবাইকে হবে হবে করে পাশ কাটাতে লাগলুম, কাজকর্ম্ম সব চুলোর দোরে যাবার যোগাড় হল।

এদিকে সেদিন রাত দুপুরে থিয়েটার থেকে ফিরে দেখি গিন্নীর মুখ ভার। জিজ্ঞাসা করবার আর তর সইল না। গজগজ করতে করতে বললেন—থিয়েটারে ঐগুলোর সঙ্গে দিন রাত্রি অত হলাহলি গলাগলি কেন? বুড়ো বয়সে আবার একি রোগে ধরল তোমায়!


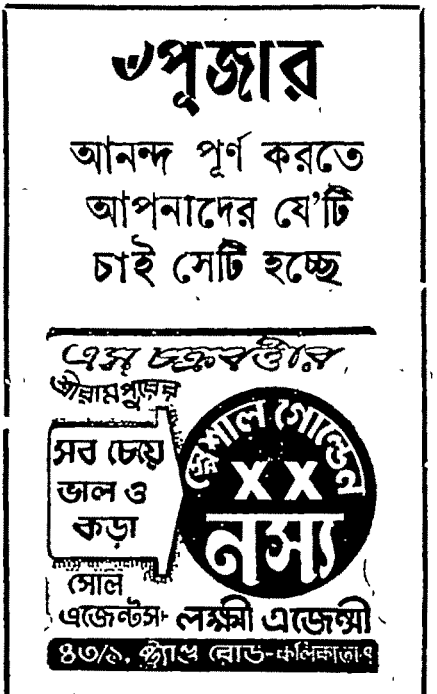



ব্যাপার কি!

কিছুক্ষণ জেরা করেই বুঝলুম—শঙ্কর চাটুজ্যে সেদিন পার্শ্ব নিয়ে গিয়েছিল। আজ বিকেলে তার স্ত্রী সেজন্য ধন্যবাদ দিতে এসে আমার খুবই প্রশংসা করে যাওয়ার ফলে এই ব্যাপারটি ঘটেছে।

পরের দিন বসন্ত আসতেই বললাম, বসন্তরে, তুই আমার কি সর্ব্বনাশই করলি। তুই এসেছিলি সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের হাওয়া বুলিয়ে দিতে, এ যে দেখছি এখন বসন্তের গুটি বেরুল। দেশ শুদ্ধ লোক শত্রু হয়ে দাঁড়াল এখন ঘরেও এই বিপদ।

বসন্ত বললে—আরে রেখে দাও তোমার ওসব বিপদের কথা—এদিকে মহা হাঙ্গামা উপস্থিত। "নবতারা"

S/210 A

**১৯০০** সালে

দাদু এর ধূমপান করতেন

**১৯২৫** সালে

এর ধূমপান করতেন বাবা

**১৯৫১** সালে

আপনি এগুলো
উপভোগ করছেন

# সিজারস্

সিগারেট
তিন পুরুষ ধরে
জনপ্রিয়

৫½ আনায় ১০টি
পাঁচ পয়সায় ২টি
স্থানীয় করের
নিয়মাধীন।

The Imperial Tobacco Company of India Ltd., Successors to W. D. & H. O. Wills, Bristol & London. Cigarettes made in India.

সুকুমার দাসগুপ্ত পরিচালনা
এম-পি'র "সঞ্জীবনী" চিত্রে
**সন্ধ্যারাণী**

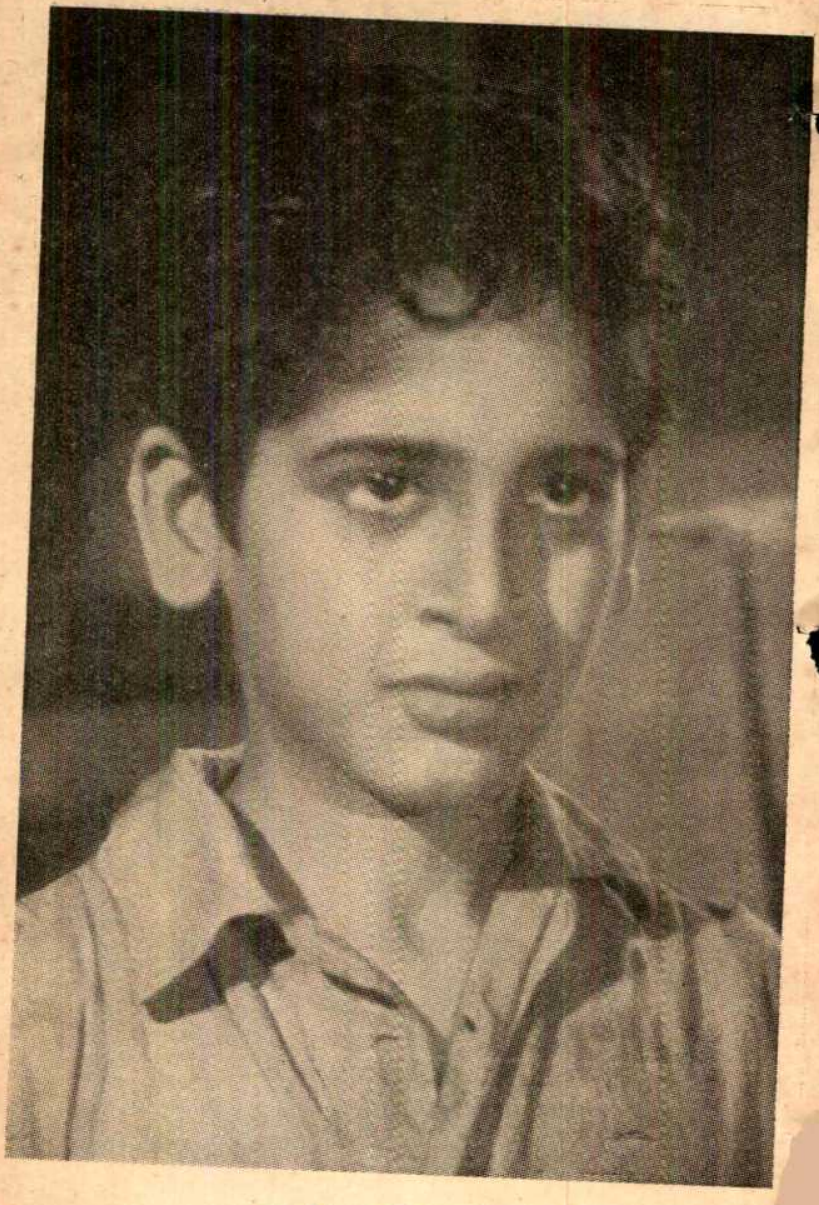

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিঃ
বাবলা চিত্রে মাঃ নীরেন ভট্টাচার্য্য
পরিচালনা ঃ অগ্রদূত

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের অভিনেত্রী

জীন ক্রেন

যাবতীয় মোটর গাড়ীর সরঞ্জামের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

আটো ফ্রেণ্ডস্ লিমিটেড্

পি-৭৪ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন
West 1122.

গ্রাম
Frendsauto

পুতুলের বিয়ে

আলোকচিত্র—
শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
কলিকাতা

থিয়েটারওয়ালারা কমলাকে ছাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

—সে কি! কমলা যে পরশু পর্য্যন্ত বলেছে আপনাদের মতন ভদ্রলোকদের ছেড়ে আর কোথাও যাব না। তাকে হিরোয়িন করে আরেকখানা নাটক লিখতে আমাকে অনুরোধ করছিল।

বসন্ত বললে—হ্যাঁ সে লোক ভাল। এরা তাকে পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দেবে বলেছিল এখনো দেয়নি।

—তা এরা দেয়নি কেন?

—বিক্রি-সিক্রি তো সে রকম হচ্ছে না, এখনো পর্যন্ত লোকসানই যাচ্ছে।

—অবাক করলে! আমি তো রোজই দেখি প্রেক্ষাগৃহ একেবারে দর্শকে পরিপূর্ণ।

—আর ওরা দেখে প্রেক্ষাগৃহ রোজই গড়ের মাঠ, লোকজন নেই।

—কেন এরকম হয় বলতো?

—ওটা হচ্ছে দৃষ্টি ভঙ্গীর তফাৎ।

—তাহলে থিয়েটার এখন বন্ধ?

সে জন্যেই তো তোমার কাছে এসেছি। তুমি যদি বল তো থিয়েটারের জন্য যাকে তোমার পছন্দ হয় তাকে শিখিয়ে ঐ পার্টের জন্যে তৈরি করে নেবে। নৈলে যতদিন না আর কেউ

জোটে ততদিন থিয়েটার বন্ধ রাখতে হবে। আজ সন্ধ্যেবেলা অসিতবাবু তোমায় ডেকেছেন, আমি এসে তোমায় নিয়ে যাবো। বাড়ী থেকে কোথাও যেও না।

সন্ধ্যেবেলা থিয়েটারে যাওয়ামাত্র অসিতবাবু বললেন—হ্যাঁ মশাই এসব কি করেছেন?

—কি করেছি?

—আপনি নাকি কমলাকে বলেছেন অগ্রিম পাঁচ হাজার টাকা থিয়েটার-ওয়ালারা যদি না দেয় তো আপনিই টাকাটা দিয়ে দেবেন, তার নাকি দু' তিনজন সাক্ষী আছে।

—বলেন কি? পাঁচ হাজার টাকা আমি দেব বলেছি? পাঁচটা পয়সা যোগাড় করবার মুরোদ নেই আমার—

অসিত বাবু বললেন—তার লোক আজ এসেছিল আমার কাছে হুমকি দিয়ে টাকা আদায়ের জন্য। আমি তাদের বলে দিয়েছি, টাকা তো দেবই না উল্টে আমার যা লোকসান হয়েছে তার জন্য বিশ হাজার টাকা খেশারতের দাবী দিয়ে নালিশ করব। তারা জানিয়ে গেছে আমাকে ও আপনাকে একসঙ্গে আসামী করে হাইকোর্টে মামলা রুজু করবে।

অসিত বাবুর কথা শুনে মাথায় একেবারে বজ্রাঘাত হল। মিনতি করে বললুম—কি হবে অসিত বাবু? আপনি বাঁচান আমাকে। আমি যে এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানি না।

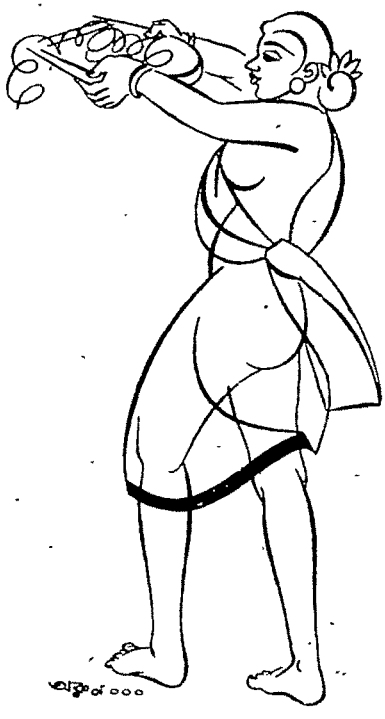

ধানঝাড়া

শিল্পী—শ্রীঅরুণ দাস।

অসিত বাবু দার্শনিকের মত ওপর দিকে হাত তুলে বললেন—বাঁচাবার কর্ত্তা তিনি, বুঝলেন। তবে ভড়কাবেন না—ও রকম ঢের দেখেছি।

অসিত বাবু আমার নাটকের নতুন হিরোইন সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু সে সব কথা আমার কানেই গেল না। কানের কাছে কে যেন ঘণ্টা পিটতে লাগল—হাইকোর্ট—পাঁচ হাজার—কমলা—breach of contract—

সেখানে বসে থাকা অসম্ভব হল,

উঠে পড়লুম। বসন্তর দিকে চেয়ে দেখি সে মেয়েদের মাঝখানে বসে তাদের কি সব বোঝাচ্ছে। তাকে কিছু না বলেই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। এ বিপদে কার কাছে গেলে একটু সুপরামর্শ পাওয়া যাবে। গিন্নীকে এ কথা বললে সে তো হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। ছুটতে ছুটতে বাড়ীতে এসে দেখি বন্ধু জ্যোতিষ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে আমাকে দেখে উল্লসিত হয়ে বললে—সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছি, শুনলুম কখন ফিরবে ঠিক নেই। এইবার উঠব উঠব ভাবছিলুম। শুনলুম রাতে তোমার বাড়ী ফেরবার কোনো সময়ের ঠিক নেই—খুবই জমিয়েছ ওখানে বলে মনে হচ্ছে।

একটু হাসবার চেষ্টা করে বললুম—হ্যাঁ, তা একটু একটু জমছে বৈকি। এখন কি ব্যাপার বল দিকিনি?

—ব্যাপার আবার কি। ওদিকে সব ঠিক। সত্যেন দমদমায় একটা বাগান ঠিক করে ফেলেছে। এখন কাকে কাকে বলা যাবে তারই একটা লিষ্টি করে ফেলি দুজনে।


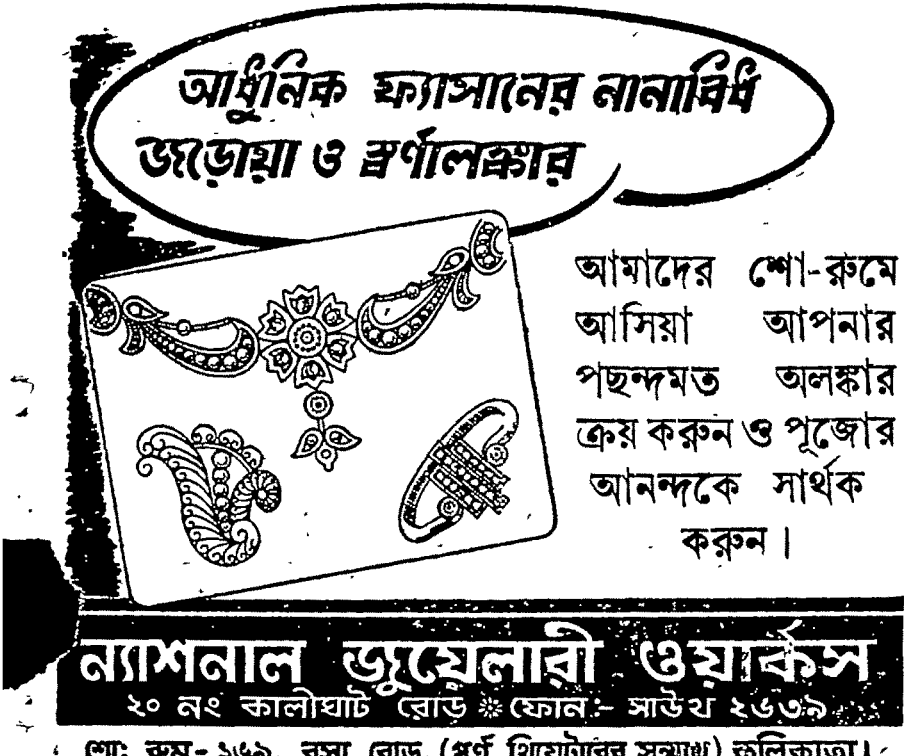

# ALFRED HERBERT (INDIA) LTD.

*Importers of :*

HIGH GRADE MACHINE TOOLS

WOOD WORKING MACHINES
GENERAL ENGINEERING
EQUIPMENT & SMALL TOOLS

*Cordially Invite :*

**INSPECTION OF STOCK AND MACHINES UNDER DEMONSTRATION**

*Head Office :*

13 / 3 STRAND ROAD

Post Box 681 CALCUTTA 1 Phone : City 4801 2

*Branches at :*

BOMBAY MADRAS KUALA-LUMPUR

—কিসের লিষ্টি হে!

—বাঃ, তুমি যে একেবারে আকাশ থেকে পড়লে! সেদিন কথা হয়ে গেল বাগানপার্টির—আবার আজ বলছ কিসের লিষ্ট?

—বল কি? আমি তো কোনো কথা দিইনি। তার ওপর এ সময়—

জ্যোতিষ বাধা দিয়ে বলে উঠল—কথা কি আর কেউ দেয় হে! ও জোর করে আদায় করে নিতে হয়। বাগান-পার্টির আবার সময় অসময় কি হে? আমি তুমি ব্যস্ত মানুষ, আমি ও সত্যেন সব ঠিক করে নেব। তুমি শুধু টাকাটা দিয়েই খালাস—আমরা হিসেব করে দেখেছি শ' পাঁচেক টাকা পড়বে। এখন ওটা দিয়ে দাও পরে যদি বেশি কিছু খরচ হয় তো তখন দিয়ে দিলেই চলবে।

জ্যোতিষের কথার কি জবাব দেব! তার দিকে চেয়ে চুপ করে ভাবতে লাগলুম।

কিছুক্ষণ পরে সে বললে—আমরা তো চিরকাল দাসত্ব করেই কাটালুম, আমাদের মধ্যে তুমিই মানুষের মত মানুষ হয়েছ। আজ তোমার কত নাম-ডাক। তুমি আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু বলে আমরা গর্ব্ব করে থাকি। তাই ছেলেবেলার বন্ধুরা মিলে তোমাকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করবার ইচ্ছে। আমাদের যদি সাধ্য থাকত

তাহলে টাকার জন্ত কি তোমায় বিরক্ত করতুম।

তারপর দু' পক্ষই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর জ্যোতিষ আবার বললে—যা হোক তোমার যখন ইচ্ছে নেই তখন থাক—

জ্যোতিষের এই কথাগুলির মধ্যে আর দাবীর সুর নেই—তার মুখখানাও ম্লান হয়ে উঠল। সত্যি কথা, তারা আমার ছেলেবেলার বন্ধু, অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি তাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাকে ফিরিয়ে দিতে আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিতে লাগল, কোনো কথা বলতে পারলুম না।

আরো একটুক্ষণ বসে থেকে জ্যোতিষ বললে—আচ্ছা আজ উঠি ভাই, রাতও হল অনেক।

জ্যোতিষ উঠে চলে গেল। সারা রাত্রি ঘুমোতে পারলুম না, মাঝে মাঝে তার ম্লান মুখখানা মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগল।

সকালবেলা উঠে স্থির করলুম, কমলার ব্যাপার সম্বন্ধে কোনো ভাল উকিলের পরামর্শ নিতে হবে। মহিম হালদারের সঙ্গে ছেলেবেলায় এক সঙ্গে পড়তুম, সে ওকালতি পাশ করে ছোট আদালতে ব্যবসা করত। তার বাড়ী বাগবাজারে। যদিও দশ বার বছর তার সঙ্গে দেখা নেই, তবুও ছুটলুম সেখানে। বাগবাজারে গিয়ে শুনলুম মহিম মারা গেছে আজ তিন বছর আগে।

ছুটতে ছুটতে বাড়ী ফিরে এসে দেখি পাড়ার ছেলেরা ভীড় করে এসে বসে আছে বাইরের ঘরে। আমি ঢুকতেই

একটা দেড় মণী।

তারা হাসি মুখে অভিবাদন করলে—আসুন, আসুন।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি ব্যাপার!

তাদের মধ্যে একজন মুরুব্বি বললে—এবার আমাদের সার্ব্বজনীন পূজা কমিটিতে আপনাকে প্রেসিডেণ্ট করা হয়েছে। ছাপাবার আগে একবার শুধু আপনার অনুমতি নিতে এসেছি।

মানুষের মন! মাথার ওপরে ঐরকম চক্কর ঘুরছে, তবুও প্রেসিডেণ্ট হবার কথা শুনে মনের মধ্যে রুণুঝুণু করে উঠল। তবুও একেবারে হ্যাংলার মত লাফিয়ে না পড়ে—তা না না না করছি, এমন সময় আরেকজন মুরুব্বি বললে—এবার কিন্তু আপনার নামে একশ' টাকা চাঁদা কেলেছি।

—কি অপরাধে?

—আপনি কত টাকা রোজগার করছেন স্যার—লোকে বলে আপনি একাই আমাদের পুজোর সব খরচ দিতে পারেন ইচ্ছে করলে।

—বলে না কি?

ছেলেরা বললে—আ রে ক টা কাজ করে দিতেই হবে স্যার, কিছুতেই ছাড়ছি নে—

—আচ্ছে কর।

—আমরা ঠিক করেছি এবার পুজোর সময় রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" নাটকের অভিনয় করব। আমাদের রিহার্শাল চলেছে—রত্নমালা থিয়েটারের ষ্টেজটা একদিন ঠিক করে দিতে হবে। অবিশ্যি

"বোরোলীন" প্রতি গৃহিণীর সময় অসময়ের জন্য হাতের কাছে রাখা উচিত। ইহা সর্ব্বপ্রকার কাটা, পোড়া, জ্বালা, ছেঁচা, খোস, ব্রণ, পাঁচড়া প্রভৃতির অব্যর্থ মলম। বোরোলীনের উপকারিতা সম্বন্ধে আপনার বন্ধুবান্ধবের নিকট জান্‌তে পারবেন। সকল ডাক্তারখানায় ও ষ্টেশনারী দোকানে পাইবেন। মূল্য প্রতি টিউব এক টাকা।

বোরোলীন
জি, ডি এণ্ড কোং

# REAL Scotch Whisky

Famous in Scotland and the world over for its incomparable smoothness. Distilled and Blended in Scotland "Johnnie Walker" is Scotch Whisky at its best. Ask for "Johnnie Walker" by name.

# JOHNNIE WALKER

BORN 1820—STILL GOING STRONG

*All Enquiries to:* SHAW WALLACE & CO., LTD., CALCUTTA & MADRAS

আমরা দিতে টিতে কিছু পারব না। আর আপনি যখন মাঝখানে রয়েছেন, তখন আর কথাই ওঠে না।

প্রস্তাবগুলি শুনে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলে উঠল। চেপে গেলেই হত, কিন্তু সময় খারাপ পড়লে যা হয়—চীৎকার করে উঠলুম—তোমাদের পূজোর স্ফূর্ত্তির জন্য আমি এবারে একটি পয়সাও চাঁদা দিতে পারব না। থিয়েটার করবার সখ যদি চেপে থাকে, যাও পয়সা খরচ করে ষ্টেজ ভাড়া কর গিয়ে। আমার দ্বারা কিছু হবে না।

ছেলেরা এতটা আশা করেনি। আমার মূর্ত্তি দেখে তারা সুড় সুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুপুরবেলা বসন্ত এসে বলল—চল হে তোমার হিরোয়িন দেখবে না! আজ যে সে অভিনয় করবে।

বললুম—আর তোমার নতুন হিরোয়িন দেখে আমার কাজ নেই ভাই। এক হিরোয়িনের অভিনয়ের ঠেলায় বুড়ো বয়সে বুঝি এখন জেলে যেতে হয়!

বসন্ত বললে—আচ্ছা কোথাও কিছু নেই, মাঝখান থেকে তুমি কমলাকে ওসব কথা বলতে গেলে কেন?

—বসন্ত, তোর দিব্বি—আমি


# সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া

মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

*একটি*

***প্রগতিশীল জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান***

—ঃ চীফ অপারেটিং অফিস ঃ—

১৭৭এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

পি-এস-নারায়ণ

*জেনারেল ম্যানেজার*

এইচ-চক্রবর্ত্তী, বি-এল
*সেক্রেটারী*

পি-চক্রবর্ত্তী, বি-এ
*এজেন্সি ম্যানেজার*

# সহজে চাষ-আবাদ

'রোটাভেটর হেরো' একবারে পূর্ণাঙ্গ চাষ করে জমি বীজবপনের উপযোগী করে দেয়। ক্ষেতের আল ভাঙ্গে না বা বিন্দুমাত্র জমিও অনাবাদি থাকে না বলে ছোট ছোট ক্ষেতের পক্ষে এই চাষের যন্ত্র আদর্শ।

এ দিয়ে ৯" গভীর কাটাই হয় এবং এত তাড়াতাড়ি আর ভালভাবে ভূমি কর্ষণ হয় যে একটিমাত্র যন্ত্র দিয়ে ৬ জোড়া বলদ আর ৬ জন মানুষের কাজ করে ফেলা যায়। দাম কম আর অল্প খরচেই চলে।

এই যন্ত্র ব্যবহার করলে জমি উর্ব্বর হয় কারণ, ভূমি কর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে যত আগাছা বা ঘাসের চাপড়া সব কুটি কুটি করে কেটে মাটির সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে চমৎকার সার জুগিয়ে দেয়।

যন্ত্র-চালনা আধঘণ্টার মধ্যেই শিখে নেওয়া যায় আর মোটর সাইকেলের কলকব্জা সম্বন্ধে যার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে সে-ই দরকার হলে মেরামত করতে পারে।

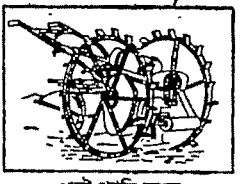

ওয়েট্ প্যাডি বয়েল্ড
মিক্সচুমিতে ধান চাষের জন্য

* যন্ত্রাংশ সব সময়েই পাওয়া যায়

বিশেষ বিবরণের জন্য আমাদের লিখুন

একমাত্র আমদানিকারী **র‍্যালিজ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড**

১৬নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুর

কমলাকে ওসব কথা কিছু বলিনি। আরে, আমার সাধ্য কি পাঁচ হাজার টাকা ট্যাক থেকে বার করি! কমলা একবার বটে হাসতে হাসতে আমায় বলে ছিল, টাকা না পেলে আমি আপনাকে ধরব কিন্তু—আমি বললুম—কেন টাকা দেবেন না, ওঁরা ভদ্রলোক। ব্যস্, এই পর্য্যন্ত।

পরদিন সকালবেলা রাস্তায় বেরিয়ে দেখি পাড়ার অনেক বাড়ীর দেওয়ালের সামনে লোক দাঁড়িয়ে কি সব পড়ছে। এগিয়ে গিয়ে দেখি যে বড় বড় খবরের কাগজে লাল কালি দিয়ে বড় বড় অক্ষরে আমারি নামে ছড়া তৈরি করে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ পাড়ার ছেলেদেরই কীর্ত্তি বুঝতে পেরে সেখান থেকে সরে পড়া গেল।

কিন্তু সরে পড়ে কি রক্ষে আছে! তারপর ক'দিন ধরে দুপুরের ঘুম গেল চুলোয়। কারণ আমার নামে অমন যে ছড়াটি রচিত হয়েছে তাতে সুর লাগলে কি রকম শুনতে হয় মেগাফোন সহযোগে তারই মহলা চলল ক'দিন ধরে। ইতিমধ্যে গ্যাস কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করায় সোনায় সোহাগা পড়ল। সন্ধ্যের পর সহর হয়ে গেল অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে বাড়ীর সামনেই গায়ের ওপর পড়ল একটি এগার ইঞ্চি

খান ইঁট। মাথাটি যে কি পুণ্যের জোরে বেঁচেছিল তা বলতে পারিনে।

এরই মধ্যে একদিন বসন্ত এসে বললে—ওহে শুনতে পাচ্ছি কমলা নাকি নালিশ করে দিয়েছে। তোমাকেও ওদের সঙ্গে জড়িয়েছে বলে শুনছি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম—বসন্ত কি করি ভাই?

বসন্ত সত্যিই আমার দরদী বন্ধু। সে বললে—দেখ দিন কয়েকের জন্য underground এ চলে যাও।

—সে আবার কোথায়?

—সে যেখানে গেলে কেউ তোমার সন্ধান পাবে না।

—সে তো একেবারে—হায় হায়! শেষ কালে কি এক নাটক লিখে পরিত্রাণের জন্যে আত্মহত্যা করতে হবে?

—আরে না না—কি আশ্চর্য্য, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি কাকুকে কিছু না জানিয়ে এখান থেকে লম্বা দাও।

বললুম—কোন চুলোয় যাব ভাই? যেখানেই যাই হাইকোর্টের ওয়ারেণ্ট কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে আনবে।

বসন্ত বললে—শোনো তুমি নার্ভাস হয়ো না। আপাততঃ কানপুরে চলে যাও। সেখানকার এক শেঠকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, তারা আমার বন্ধু। তোমাকে তারা পরম আদরে রাখবে, কোনো কষ্ট হবে না। তাদের আশ্রয়ে থাকলে যম ছাড়া আর তোমার কেউ

একমাত্র পরিবেশক
আর, সি, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং
নর্টন বিল্ডিংস, কলিকাতা

ভারত অয়েল মিলের তৈল ব্যবহারে বেরি বেরি হয় না

কিছু করতে পারবে না। আমি তোমাকে এখান থেকে রোজ খবরের কাগজ পাঠাব, বাড়ীর খবর দেব। আবার লিখলে তুমি চলে এস।

—এই বুড়ো বয়সে বাড়ী থেকে পালালে লোকে বলবে কি!

—লোকে কি বলবে ভেবে এই বিপদের মুখে ঝাপিয়ে পড়বার দরকার কি? আদালতের শমন বেরুবার আগেই সরে পড়া ভাল।

অবশেষে বসন্তের কথাই মেনে নিলুম। সে আমার সত্যিকারের বন্ধু।

কাণপুরে এসেছি। বসন্তের বন্ধু শেঠদের আওতায় আছি। খাই দাই খবরের কাগজ পড়ি আর ঘুমোই। ক্রমেই Under-groundএ চলে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে মাথায় পাগড়ি বেঁধে বাইরে বেরুই —ইয়া দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে, আছি ভাল। সেদিন খবরের কাগজ খুলে দেখলুম আমার নামে আমার ছোট ভাই "নিরুদ্দেশে"র কলমে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—

—দাদা তুমি হঠাৎ কোথায় চলে গেলে, শীগগির বাড়ী ফিরে এসো। তোমার বিহনে বৌদি মৃতপ্রায় হয়ে আছে। ছেলেগুলো রাস্তায় কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইত্যাদি—

বসন্তর চিঠি পাই। সে লিখেছে—তোমার নাটক জোর চলেছে। অসিত-

শারদীয়া ১৩৫৮—

বা

স

ন্তী

কটন মিল্‌স লিঃ

মিলস্—
পানিহাটি
২৪ পরগণা

ম্যানেজিং এজেন্টস্—
দি ক্যালকাটা এজেন্সী লিঃ
২৪, নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা

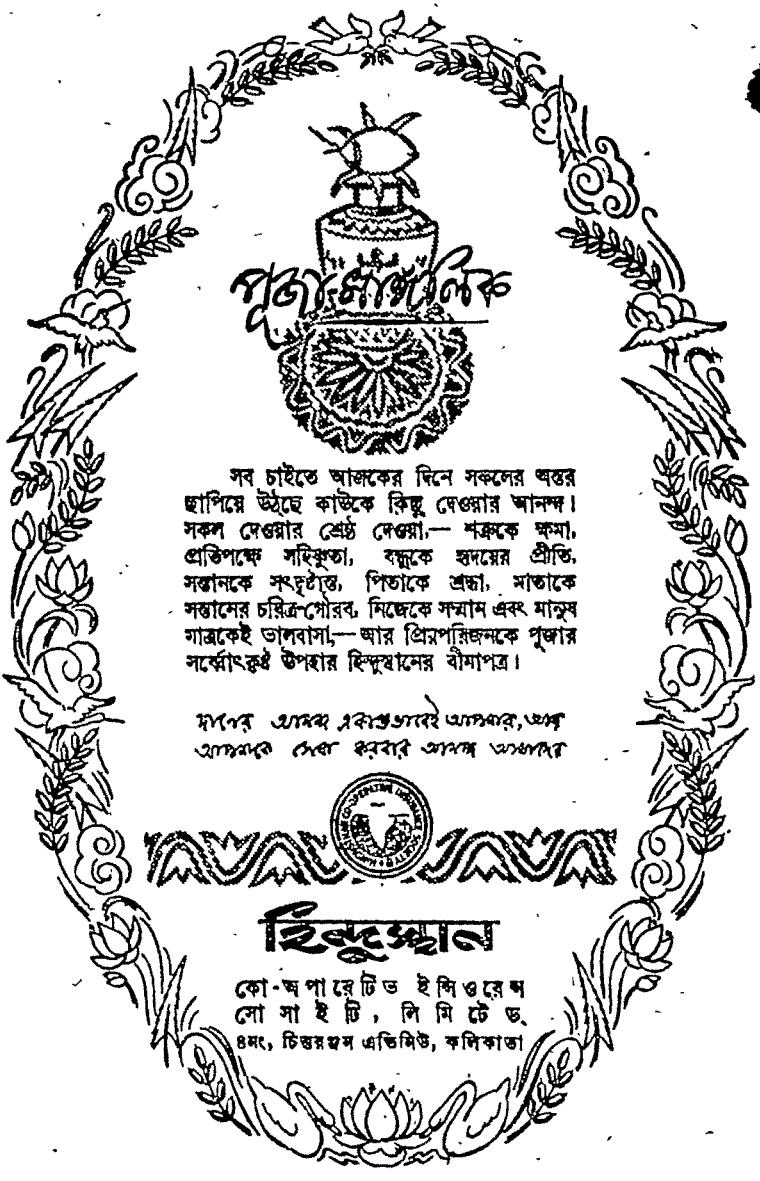


সব চাইতে আজকের দিনে সকলের অন্তর ছাপিয়ে উঠছে কাউকে কিছু দেওয়ার আনন্দ। সকল দেওয়ার শ্রেষ্ঠ দেওয়া,— শত্রুকে ক্ষমা, প্রতিপক্ষে সহিষ্ণুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি, সন্তানকে সৎদৃষ্টান্ত, পিতাকে শ্রদ্ধা, মাতাকে সন্তানের চরিত্র-গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা,— আর প্রিয়পরিজনকে পূজার সর্বোৎকৃষ্ট উপহার হিন্দুস্থানের বীমাপত্র।

দাদের আমরা একান্তভাবেই আপনার, আমরা আপনাকে সেবা করবার আনন্দ আমাদের

হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,
৪নং, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

বাবু তোমাকে আরেকখানা নাটক লিখতে অনুরোধ করেছেন।

জবাবে লিখে দিলুম—আর নাটক না ভাই। আমার জীবন-[illegible]া নিয়ে তুমিই একখানা নাটক লিখে দাও।

বাড়ী, নাটক, থিয়েটারের চিন্তাগুলো যখন ক্রমেই নির্জ্জীব হয়ে পড়তে লাগল, অর্থাৎ Under groundএ যেতে যেতে প্রায় পাতাল অবধি পৌঁছে গেছি সেই সময় বসন্তের একখানা পত্র পেলুম। অন্যান্য খবর দেওয়ার পর বসন্ত লিখেছে —তোমার নামে কমলা যে নালিশ করবে বলে শুনেছিলে সটা ডাহা ভুয়ো কথা। ওদের তরফের উকিলরা টাকা আদায়ের জন্য অসিতবাবুকে একটা চাল মেরেছিল মাত্র। কমলার সঙ্গে অসিত-বাবুদের মামলার মিটমাট হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে আবার তোমার নাটকে হিরোয়িনের পার্ট করছে। ফলে তোমার নাটক এখন হৈ হৈ করে চলছে। তুমি পত্রপাঠ ফিরে এস।

আপনারা বলুন আমি এখন ফিরি কি করে!!!

TELEGRAM—DYNOLIGHT. PHONE : BANK 2380

For

CYCLES

and

ACCESSORIES

consult

GOSWAMI & CO.

14, BENTINCK STREET

CALCUTTA-1

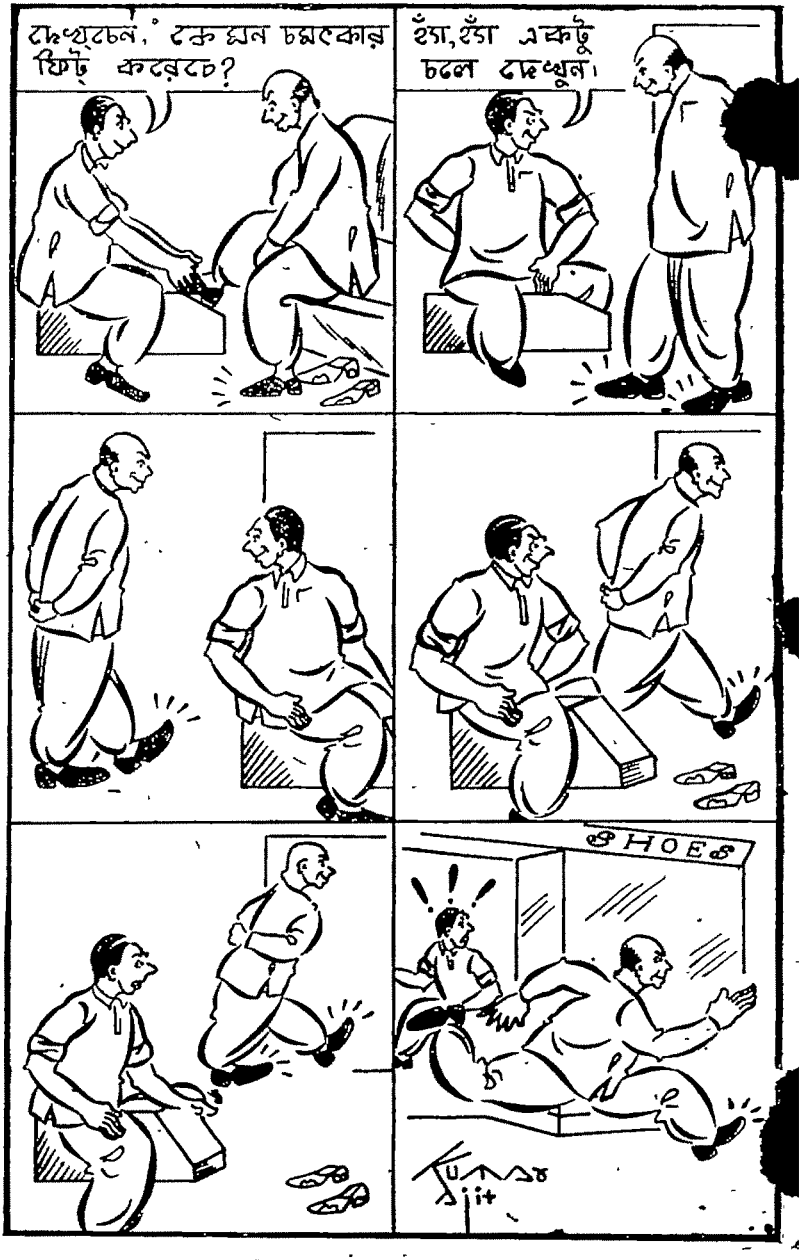
দেখুন তো, কে এমন চমৎকার ফিট্ করেছে?
হ্যাঁ, হ্যাঁ একটু চলে দেখুন।
SHOES
Ajit

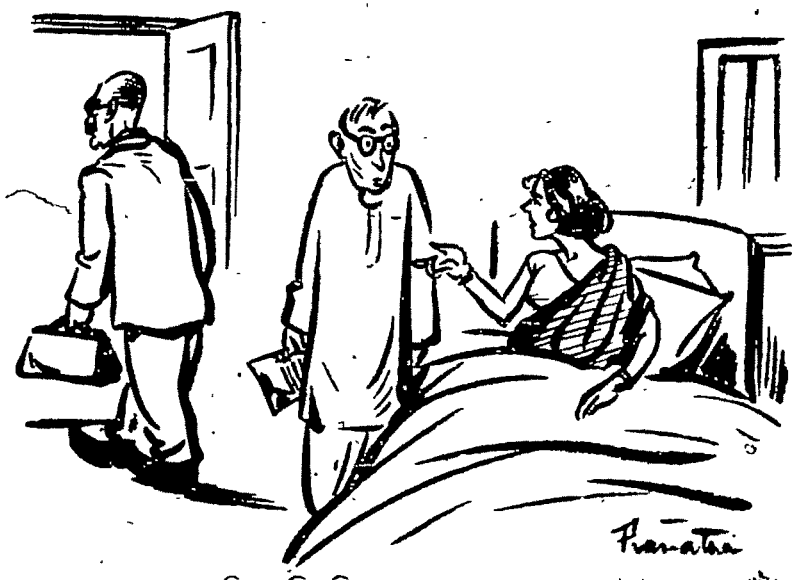

—বাবা, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে? আমার যে অসুখটা হয়েছে সে কি এই ৮০ বৎসরের বুড়ো ডাক্তার সারাতে পারবে!

# বৈবাহিক

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ব্লেডটি পকেটের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চালিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাখনলালের হাতে একটি বেশ মাঝারী সাইজের নোটকেস এসে পড়ল। ভারীও মন্দ নয়, আশা করা যায় মাল আছে ভেতরে।

পাকা লোক, কলকাতায় ওর এলাকা বাঁধা ছিল সমস্ত রাসবিহারী অ্যাভিনিউটা—ক্যাওড়াতলা থেকে কালীগঞ্জ ষ্টেশন। চেহারাটা ভদ্রগোছের সুপুরুষের মধ্যেই ধরা যায়, তার ওপর একটু লেখাপড়া জানা, ভদ্র ভীড়ের মাঝখানে বেশ মানিয়ে যায়, দু' একটা ইংরাজী বাংলা বুকনি দিয়ে নিজের একটি জায়গাও তৈয়ার করে নেয় ভীড়ের মধ্যে, তারপর সুযোগ বুঝে কাজ ফতে করে বেরিয়ে আসে।

কলকাতায় কিন্তু দানাপানি রইল না শেষ পর্যন্ত, শেষের দিকে কিরকম ভড়া পড়ে গেল, উপরোউপরি তিনবার ধরা পড়ে গেল। পুলিশও চক্ষুলজ্জায় পড়ে গেল, Extern অর্থাৎ দেশান্তরি করে দিলে। সেই থেকে মাখনলাল এই সহরে এসে আস্তানা গেড়েছে; বছরখানেকের কথা।

চলছে ভালোই। কলকাতার ভীড়ের মধ্যে সে হাত পাকিয়েছে, তার কাছে এ একটা মফঃস্বলের সহর তো কিছুই নয়—

নস্তি। আজকের কথাই ধর। ধরা যাক, এই লোকটার পকেট দ্বিতীয়বার মারলে মাখনলাল, পনের দিনের মধ্যে। ওদের শাস্ত্রেও বলে না, সহজ বুদ্ধিতেও সায় দেয় না; তবু কেমন একটু সাধ গেল; কলকাতার তুলনায় কেমন যেন একঘেয়ে বোধ হয়, সেদিকে দিয়ে একটু বৈচিত্র্যও হল, তাই বেরাদারদের মধ্যে একটা বলবার কথাও—পনের দিনের মধ্যে একই পকেট দু' দুবার!

নোটকেসটা পকেটে করে মাখনলাল খানিকটা দূরে একটা নিরাপদ অন্তরাল বেছে নিয়ে দাঁড়াল। এও একটা সাধ, একটু দেখা, একটু উপভোগ করা। অল্পক্ষণ পরেই লোকটা পকেটে হাত দিতেই ব্যাপারটা টের পেলে; তারপরেই সেই মুখের ভাব—ফ্যালফ্যাল করে চারিদিকে চাওয়া—একটু চঞ্চলতা খানিকটা জায়গা নিয়ে, জিজ্ঞাসাবাদ, সহানুভূতি, অনুকম্পা; তারপর আবার থেকে সেই, সবাই লেকচার শুনতে লাগল। শুধু ঐ লোকটা একটু পরে বেরিয়ে এসে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে চলে গেল।··· বেশ উপভোগ্য দৃশ্য—ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষের অসাবধানতার জন্যে অনুশোচনার চেয়ে লজ্জাই বেশি।··· আর সবাই হঠাৎ যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে! অথচ মাখনলাল এখনি গিয়ে ঐ জায়গা থেকেই আবার পাশের লোকের পকেট মেরে আনতে পারে।

এখানে কিন্তু নোটকেসটা পরীক্ষা


## জীবন বীমা

জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কগণ বহু শতাব্দীর গবেষণা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে জীবন বীমা পরিচালনার জন্য 'যৌথ' প্রণালীই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই প্রণালীতে বীমাকারীরাই কর্তৃপক্ষ নির্ব্বাচন করেন ও পুঁজিবাদিদের হস্তক্ষেপ করার কোনও সুযোগ থাকে না। যাহা ফোম্পানীর লাভ হয় তাহা সম্পূর্ণ বীমাকারীদের ভিতর বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ফলে এই যৌথ প্রথায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিক হয় ও চাঁদার হার অনেক কম হয়।

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়্যাল লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ এইরূপ যৌথ প্রথায় পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। গত ২৫ বৎসর ধরিয়া যৌথ নীতিতে পরিচালিত হইয়া এই প্রতিষ্ঠান আজ ভারতবর্ষে সর্ব্বোচ্চহারে অর্থাৎ প্রতি হাজারে প্রতিবৎসর ১১৲ টাকা হিসাবে বোনাস দিতে সমর্থ হইয়াছে এবং চাঁদার হারও অনেক কম। বীমার সর্ত্তগুলি বীমাকারীদের স্বার্থ সুলভ করিয়া প্রণীত হইয়াছে।

জীবন বীমা করিবার জন্য অথবা এজেন্সি লওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:—

**ইণ্ডিয়ান মিউচুয়্যাল লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ**

১০নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা,

সেক্রেটারী,

মিঃ এস, সি, মিত্র, এম-এ।

করা চলে না। তার জন্যে আলাদা আছে। মাখনলাল সেইখানে চলে গেল। দশটাকার দশখানি নোট, আনকারা। খুচরা তের আনা। মাখনলাল অন্তত এটুকু আশাই করেছিল, যেরকম সপেটা গোছের চেহারা ভদ্রলোকের। এরপর কিন্তু নোটকেসের অন্য অন্য ঘরগুলো খুঁজে যা পেলে তাতে যেমন একটু কৌতূহল হল তেমনি খানিকটা চিন্তারও উদ্রেক করলে।

একটা ঘরে একটি সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট, এখান থেকে প্রায় মাইল পঁয়ত্রিশ দূরে সদর ষ্টেশনের। অন্য একটি ঘরে দুটি খাম—খামের মধ্যেই চিঠি রয়েছে, কিন্তু মুখ খোলা। মাখনলাল বের করে পড়ে ফেললে।

একটিতে একখানি নিমন্ত্রণ-কার্ড, বিবাহের প্রীতি-ভোজে; তারই সঙ্গে একখানি পত্র। পত্রখানি কার্ডের উত্তর। ব্যাপারখানা এই যে, শ্রী অরুণ চন্দ্র নিয়োগী—যাকে নিমন্ত্রণ কার্ডটা দেওয়া হয়েছে, তিনি বাতে অক্ষম হয়ে পড়ায় নিজে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পেরে তাঁর ছোট ভাই বীরেনকে পাঠাচ্ছেন, সে ভিন্ন আর যাবার লোকও নেই কেউ উপস্থিত। বীরেন দিল্লীতে থাকে বলে ওঁদের সঙ্গে এ-পর্য্যন্ত পরিচিত হতে পারেনি, এই সুযোগে সেটাও হয়ে যাবে। বরাবর বাংলার বাইরে বাইরে থাকায় একটু সে লাজুক প্রকৃতির, অল্প কথা


**ন্যাস এণ্ড কোং**

আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

১১২।এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা—৪,

সরল হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসা ৫৭৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত নূতন শিক্ষার্থী ও গৃহচিকিৎসার পক্ষে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। সামান্য লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোকও বুঝিতে পারিবেন। মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র।



* চিত্তাকর্ষক ডিজাইন
* নিখুঁত ব্লক
* অভিজাত মুদ্রণ

এইগুলির জন্যই রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা. ফোন বি বি ৬০১

G.E.C.

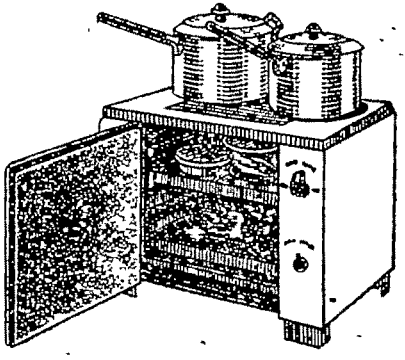

DC 138 Cooker
with Boiling Plate
Oven and Griller

**DOMESTIC COOKING**
**and**
**HEATING EQUIPMENT**

Cookers — Grillers — Boiling Plates

Water Heaters — Kettles — Percolators

**THE GENERAL ELECTRIC COMPANY OF INDIA LIMITED**
**Magnet House, Chittaranjan Avenue, Calcutta 13**
*Branches at :*
**Bombay Madras Kanpur Delhi Bangalore**
**Coimbatore Secunderabad**
( Representing THE GENERAL ELECTRIC COMPANY LIMITED OF ENGLAND )

করুণ, সেকথাও জানিয়ে দিয়েছেন পত্র-লেখক অরুণ বাবু। এর পর চিঠিতে বাড়ীর কয়েকজনের নাম দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন—কে কি রকম আছে—বেহানের শরীরটা একেবারেই ভালো নয়। অরুণবাবু একটু রসিকতা করেই শেষ করেছেন চিঠি—"আপনার বেহান এতটা সতীধর্ম্ম না দেখালেই পারতেন, পতিদেবতার সঙ্গে উনিও যাতে পঙ্গু হয়ে পড়ায় সংসারে খানিকটা বিশৃঙ্খলা এসে পড়েছে।"

একখানি সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট, নিমন্ত্রণ পত্র, তারপর যে পত্র দিচ্ছে আর যাকে দেওয়া হচ্ছে উভয়ের পরিচয় মোটামুটি পাওয়া যাচ্ছে—যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছে সে সাক্ষাৎ পরিচিত নয়—সব মিলিয়ে মাখনলালকে ভাবিয়ে তুলেছে—একটা-লোভ, গিয়ে পড়লে হয় কেমনটা?

ভাবছে মাখনলাল। প্রথমত তো একটা বৈচিত্র, সবাই চায়, পরের পকেটের সঙ্গে নিজের পকেট অদল-বদল করে বলে মাখনলালই বা চাইবে না কেন। একটু কৌতুক রসও তো সবার মধ্যেই আছে—একটু লাজুক, অল্পভাষী সেজে দিব্যি ধ্যাঁট মেরে আসা

WE UNDERTAKE CONSTRUCTION
OF ALL TYPES OF BUILDINGS

*And Specialise in*

ALL TYPES OF PRE-CAST
CONCRETE UNITS INCLUDING
PRE-FABRICATED CONCRETE HOUSES,
WATER HYDRANTS, KERBS AND CHANNELS,
GARDEN ORNAMENTS,
BOUNDARY & FENCING POSTS, LAMP POSTS, ETC.,
FLOORING IN MARBLE, MOSAIC AND TILES.

**INDIAN PATENT STONE Co., LTD.**

**BIRD & CO., LTD.,**
*Managing Agents*

Telephone: Bank 2350-3592 CHARTERED BANK BUILDINGS CALCUTTA Works: B.B. 345.

—প্রয়োজন মতো মোটামুটি খবর সব জানাই—দাদার বাত, বৌদিরও তথৈবচ আপনার পুত্রবধু ভালোই আছে···বেশ চাপিয়ে মেওয়া যায়।

তারপর···হ্যাঁ, একটা 'তারপরও' আছে বৈকি। বিয়ে বাড়ীর প্রীতি-ভোজ, লোকসমাগম, গোলমাল, আসল কাজের কত বড় একটী সুযোগ। আর সব বাদ দিলেও অন্তত একটী রাত্রি-বাসের সুযোগ তো কেউ মারতেই পারে না।

এতেও যা একটু দ্বিধা ছিল, সেটা কেটে গেল দ্বিতীয় লেফাফার চিঠিটা খুলে পড়তে—

চাটুজ্যে মশাই,

পত্রবাহক আমার কনিষ্ঠ শ্রীমান বীরেন। রমেশের সার্জ্জের সুটটা তোয়ের হয়ে গেছে জানিয়েছেন। রমেশ কদিনের জন্যে এলাহাবাদ গেছে, সুতরাং বীরেন যখন কার্য্যব্যপদেশে ওখানে যাচ্ছেই তখন তার হাতেই ওটা দিয়ে দেবেন, ও আপনার চার্জ্জের বাকী টাকা দিয়ে দেবে। বীরেনের নিয়ে আসার আর একটী সুবিধে এই যে রমেশের সুট ওকে মোটামুটি বেশ ফিট করে যায়। কাজেই একবার গায়ে চড়িয়ে বুঝেও নিতে পারা যাবে, মোটামুটি কেমন হল।


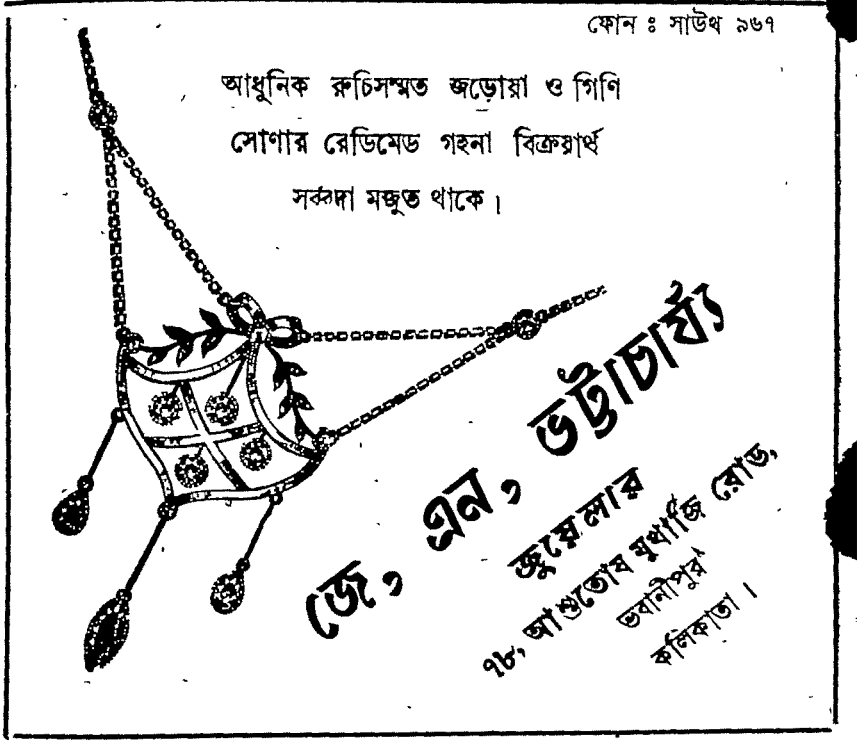

মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই বোধ হয় যে ডক্ প্রভৃতির জন্যে পনেরটা টাকা আগাম দেওয়াই আছে।

ইতি—

অরুণচন্দ্র নিয়োগী

খামের উপর ঠিকানা দেওয়া আছে—

মেসার্স চ্যাটার্জ্জি সুর এণ্ড কোম্পানী সিভিল এণ্ড মিলিটারী টেলার্স ইত্যাদি।

এর ওপর একটা আনকোরা ভালো সার্জ্জের সুট, আজকালকার বাজারে কম ধরলেও আড়াইশ টাকা। আর দ্বিধা রইল না মাথনলালের মনে। লেকেণ্ড ক্লাস থেকে নেমে, চ্যাটার্জ্জি সুরের দোকানে গিয়ে সুটটি পরে নেওয়া, তারপর একটি ফিটন বা ট্যাক্সি করে বেহাই বাড়ীতে উপস্থিত, প্রীতিভোজ, রাত্রিবাস, তারপর সুবিধা হলে সুটের পকেটও বেশ ভদ্রভাবে ভরে নিয়ে আসা। পুলকিত হয়ে উঠতে লাগল মাথনলালের মনটা। এরই একদিকে আছেন বেহান ...কেমন বেহান কে জানে; অন্দর মহলের কলহাস্য-মুখর-অভ্যর্থনা আরও লোভনীয় করে তুললে সমস্ত অভিযান-টিকে। চঞ্চলই হয়ে উঠল মাথনলাল।

হাতে রিষ্টওয়াচ আছে, চারটে বেজে সতের মিনিট হয়েছে, পাঁচটার সময় গাড়ীটা। ষ্টেশনের কাছেই মাঠ, সেই-খানে লেকচারটা হচ্ছিল, ভদ্রলোক টীকিট কিনে রেখে শুনছিল, সময় হলেই গিয়ে গাড়ীতে উঠবে। আহা! দয়াও

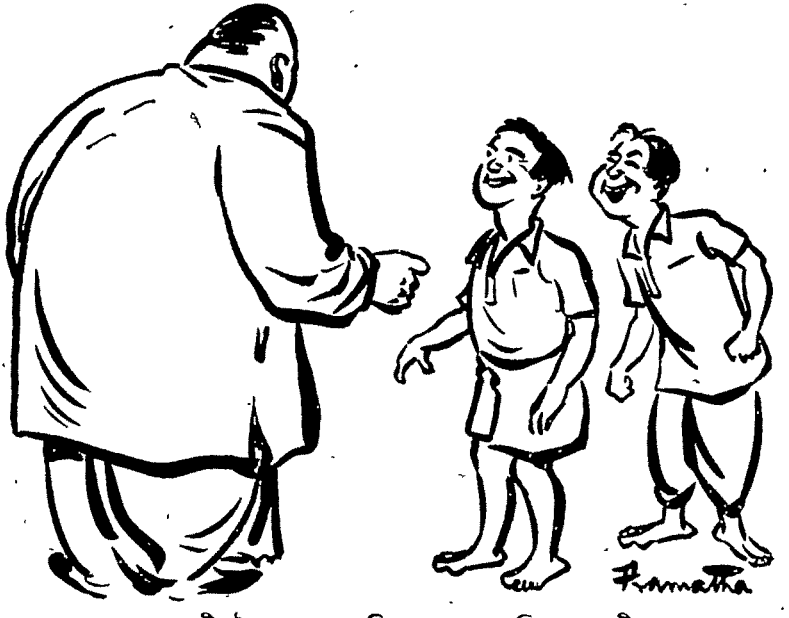


—শরীরটা দেখে হাসছিস যে? জানিস পরাধীন ভারতে এর চারগুণ ছিলাম।

শরতের সুন্দর প্রভাতে বেজে
উঠল আগমনীর বাজনা.....
আপনার উৎসবের দিনগুলি
আনন্দ মুখর হয়ে উঠুক।
Bata

হয়—অবশ্য সখের দয়া, খানিকটা ব্যঙ্গ মিশ্রিত। এখনও হাতে প্রায় তিন কোয়ার্টার সময় রয়েছে। তাহলে এক কাজ করা যাক। বেহাই বাড়ীতে নামতে হবে, তা বেশ বেহাইয়ের মতোই নামা উচিত। একবার মনে হয়েছিল দর্জ্জির দোকানেই নিজের জামা কাপড় জমা দিয়ে যাবে তারপর আবার ফেরবার সময় নিয়ে আসবে। কিন্তু সেটা দেখায় কি করম। তা ভিন্ন নিজের পরিচয়ও ছড়িয়ে বেড়ানো এ ব্যবসায়ের শাস্ত্রসম্মত রীতি নয়, সব কিছু সঙ্গে থাকাই ভালো। বেহাই বাড়ীতে জামা কাপড় ছাড়তেও তো হবে।

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন, কিছু খরচ হয় হোক, বেশ কায়দা মাফিক যাওয়াই ভালো।

কাছেই ষ্টেশন বাজার। মাখনলাল গিয়ে একটি মাঝারি সাইজের সুটকেস কিনে ফেললে পনের টাকা খরচ করে, তারপরেই মাথা খুলতে লাগল—ভালো ছুটো টাই, ছুটো সিল্কের রুমাল, মোজা, একটা দামী এসেন্স—তারপর আর কি? ···হ্যাঁ একটা ভালো সিগারেট কেস। কেস পাওয়া গেল না। টিন হাতে করে চলাও একটা হাসফ্যাসান, একটা স্লাভিকাট কিনে নিলে মাখনলাল। না, শার্ট এইটেই বেশ চলবে, আর ভোয়ের জিনিষ পাচ্ছেই বা কোথায় এখানে? তারপর জুতোর দিকে নজর পড়ল। চলবে—হালফ্যাশানের কাবুলী ষ্ট্রাপসু তবে চামড়াটা যেন···সেকেণ্ড ক্লাসেই যারা যাতায়াত করে ঠিক তাদের উপযোগী নয়।

UNIQUE INVESTMENT
The Biggest Investment House
1. MARGIN DEPOSIT SCHEME
Invest with as only 40% of the Share-value and our scheme will fetch you the benefit of the full 100%, at the same time all due interests, dividends, bonus etc. are guaranteed.
2. DOUBLE BENEFIT SCHEME
With fixed interest and 50% of the profit of transactions. It ensures an average income of Rs. 50/- to 90/-, per month, on every Rs. 5000/- invested.
3. BONUS UNIT SCHEME
Investment of Rs. 5,000/-, 2,500/-, 1,000/- and 500/- in 'A', 'B', 'C' and 'D' Units respectively under this scheme just for a period of five years yields a monthly interest of Rs. 60/-, 28/-, 11/- and 5/4-; furthermore, the principal is withdrawable on three months' notice.
4. LOAN DEPARTMENT
Offers loan to the extent of 60% on marketable shares and securities, whatever be the amount involved.
5. SHARE MARKET
With the background of many years' solid experience, we buy and sell shares in three principal Stock Exchanges: Calcutta, Bombay and Madras, quickly and efficiently.
INVESTORS' CARTEL LTD.
193-1, RASHBEHRI AVENUE CAL. 29
Chairman.
Rt. Hon. Lord Sinha

দ্বিধাগ্রস্ত মনে খরচের কথাটা উঠল এতক্ষণে—গোটা পঁচিশেক টাকা বেরিয়ে গেছে···

একটা ঝোঁকে এতক্ষণ খরিদ করে যাচ্ছিল, নূতন জিনিষ হাতে করার একটা আনন্দও তো আছে; একটু দ্বিধাগ্রস্ত হতেই হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে মাখনলালের মুখটা গেল শুকিয়ে, ভদ্রলোক সে আবার যাবে না

একথা হঠাৎ সে ধরে নিলে কি করে! তাহলেই তো প্ল্যান মাটি।

একটু ভাবলে মাখনলাল, ঘড়িটা একবার দেখলে, মাত্র কুড়িটা মিনিট বাকি; আর জুতার কথা না ভেবে হন হন করে ষ্টেশনের দিকে চলল।

যদি বাড়ী থেকে আবার চিঠি পত্র নিয়ে ফিরেই থাকে ভদ্রলোক, তো টিকিট কিনে আবার নিশ্চয় ভীড়ের মধ্যে লেক্‌চার শুনতে গিয়ে দাঁড়ায় নি। মাখনলাল আগে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে চলে গেল। না, সেখানে নেই; ইণ্টার ক্লাসটাও দেখলে, সেখানেও নেই। তাহলে ফেরেনি এখনও। মাখনলাল সুটকেস হাতে করে প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটবার কাউণ্টারের খানিকটা দূরে বেশ ষ্টাইলের ওপর পায়চারি করতে লাগল। টিনটা কেটে ফেলেছে, মুখে একটা সিগারেট। ধুকপুকুনি রয়েছে, আবার তার সঙ্গে নগদ যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে সেটুকু যেন উপভোগও করে যাচ্ছে। এ ব্যবসায়ীর এইতো জীবন।

ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে।

গাড়ী এসে গেল। একস্‌প্রেস গাড়ী, আট মিনিট বিরাম। তীব্র উৎকণ্ঠায়


সতীশ কবিরাজের

শ্বাসারি

হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটীসে

শ্রেষ্ঠ নিরাময়কারী মহৌষধ

১ দাগে হাঁপ কমে, ১ শিশিতে উপশম। একদাগ শ্বাসারি সেবনেই জমাট কফ তরল হইয়া উঠিয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। চিকিৎসকগণ ইহার উচ্চ প্রশংসা করেন ও রোগীদের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। লক্ষ লক্ষ রোগী শ্বাসারি ব্যবহারে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য লাভ করেছেন।

হুপিং কাশি, ব্রঙ্কাইটীস প্রভৃতিতে প্রথম থেকে শ্বাসারি ব্যবহার করিলে রোগ বৃদ্ধির ভয় থাকে না।

মূল্য—প্রতি শিশি—২৲ ডাকমাশুল—৸৶০
„ —তিন শিশি—৫৸০ „ —১৷৶০

কবিরাজ—এস, সি, শর্ম্মা এণ্ড সন্স

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

হেড অফিস ঃ সাহাপুর, পোঃ বেহালা, দক্ষিণ কলিকাতা।

কাটল মাখনলালের। একবার কাউণ্টারের দিকে যায় আবার গাড়ীটার দিকেও—কোন ফাঁকে, কোন দিক দিয়ে উঠে পড়ল না তো গাড়ীতে এসে?···প্রথম বেল পড়ে গেল, কাউণ্টার আগলেই রয়েছে মাখনলাল—নজর হাতঘড়ি আর কাউণ্টারের মাঝে করছে যাতায়াত। সময় কমে আসছে—তিন—দুই···

এক মিনিটের মাথায় কাউণ্টার ছেড়ে প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকে পড়ল মাখনলাল, সেকেণ্ড ক্লাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল—ইঞ্জিন থেকে নিয়ে গার্ড পর্য্যন্ত নজর।

ঘণ্টি পড়ল, সুটকেসটা জানালা দিয়ে ভেতরে রেখে দিলে। গাড়ী ছেড়ে দিতে জানালা দিয়ে আবার মুখ বাড়িয়ে রইল, যতক্ষণ না গার্ডের গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে এল বেরিয়ে।··· এইটুকুর ওপরই তো সমস্ত প্ল্যানটা করছে নির্ভর।

একটি নিশ্চিন্ততার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে নূতন একটা সিগারেট ধরালে। না আসেনি। তবুও না হয় সদর ষ্টেশনে নেমে আর একবার দেখে নেবে ভালো করে। কিন্তু এটা ঠিক সে যাচ্ছে না এ গাড়ীতে; এটাও একরকম ঠিকই যে যার পকেট থেকে সদ্য সদ্য শতখানেক টাকা অন্তর্দ্ধান করেছে তার বেহাই বাড়ী গিয়ে প্রীতিভোজ খাওয়ার সখটাও অন্তর্দ্ধান করাই সম্ভব। বাকি থাকে সুট ডেলিভারী নেওয়ার কথা। সেটাও এত সদ্য সদ্য নেবার উৎসাহ কখনও থাকতেই পারে না।

THE SELECTION IS YOURS IN

OMEGA TISSOT

WEST END FAVRE LEUBA

WATCHES NOW AVAILABLE IN LATEST DESIGNS. REPAIRS UNDERTAKEN BY EXPERTS WITH PROMPT DELIVERY

THE GREAT WESTERN

&

EASTERN WATCH CO.

179, DHARAMTOLLAH STREET, CALCUTTA.

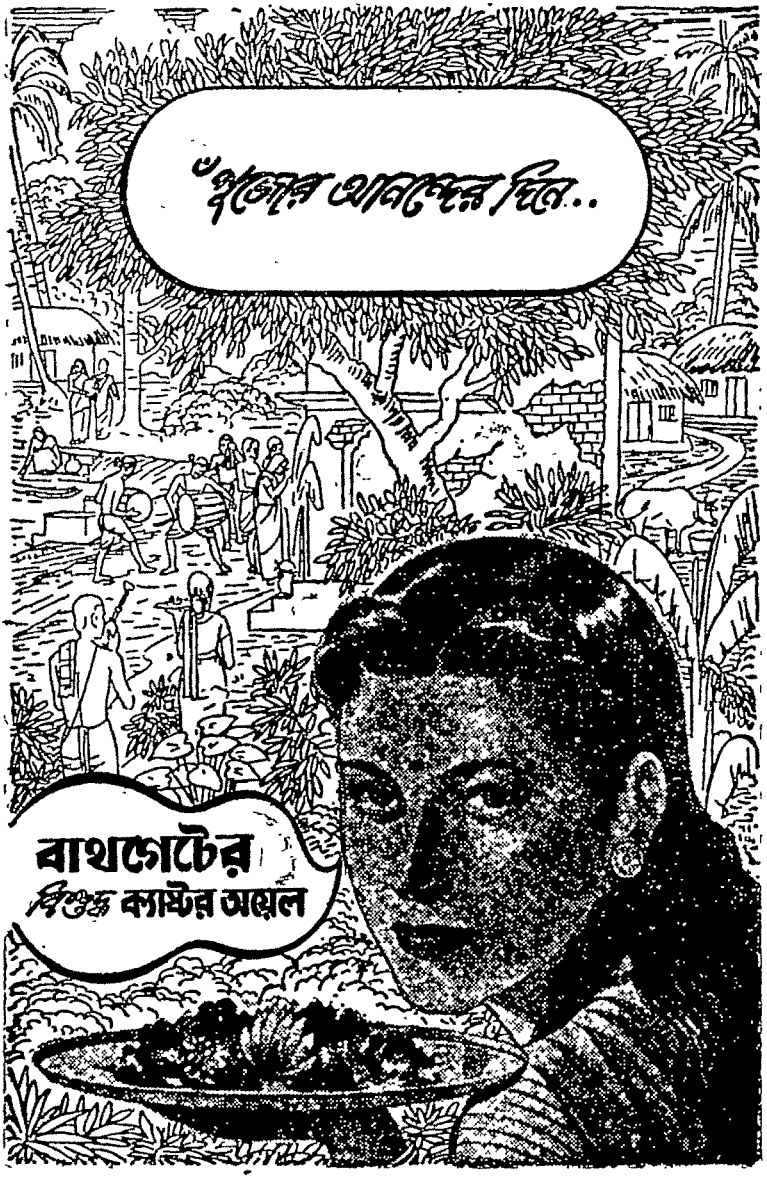
পূজোর আনন্দের চিহ্ন..
বাথগেটের
বিশুদ্ধ ক্যাস্টর অয়েল

এর পর গাড়ী আছে প্যাসেঞ্জার, একেবারে রাত দশটার সময়, ওখানে পৌঁছাতে রাত প্রায় একটা। সম্ভব নয় যাওয়া, তবু ঐ সময়টা একটু সাবধানে থাকতে হবে, সুবিধা পেলে ষ্টেশনটায় হাজরি দেওয়া একবার।

একটা খুব সুখবর, বাড়ী থেকে বীরেনবাবু ছাড়া আর কেউ আসবার মতো নেই আপাতত, চিঠিতে সেটা বেশ স্পষ্ট।

নাঃ, আজ একটু পড়তা পড়েছেই, সব যেন তারই জন্যে একেবারে সাজানো, বেশ তোয়াজ করে স্যাভিকাট টানতে লাগল মাখনলাল।

* * * *

চ্যাটার্জি-সুরের দোকানে চিঠি দিতে বেশ খাতির করেই অভ্যর্থনা করলে। একটু বেশি খাতিরই, যাতে এইটেই স্পষ্ট হোল যে নিয়োগীরা পুরণো এবং বিশিষ্ট গ্রাহক এদের। আর তা হবার কথাই তো, নৈলে ও-সহর থেকে এ-সহরে টেলারিং-এর ফরমাস দেয় কটা লোক? চা-টোষ্ট-কেক্, পান, সিগারেটে —এখানেও বেশ এক প্রস্থ হল। সুট

তোয়েরই, একেবারে ইস্ত্রি করা, প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে নিলে মাখনলাল। ফিট যে করবে তা জানাই, বয়সে আর শরীরের কাটামোতে বীরেন বাবু প্রায় মাখনলালেরই মতো। তবে সে বড়লোকের বাড়ির ছেলে একটু দুলাল-দুলাল, আর মাখন বেচারাকে খেটে খেতে হয়, জায়গায় জায়গায় অল্প একটু ঢিলে রইবে।... বিলাতী সার্জের ভালো সুট, হাত বুলুতে মনে হচ্ছে যেন মখমল। হালকা-শীত পড়েছে, সুটের উত্তাপের সঙ্গে সুট-প্রাপ্তির রহস্য-ঘন পুলক মাখনলালের রক্তের মধ্যে একটা মৃদু চাঞ্চল্য তুলেছে।... মনে হল যেমন

পড়তা পড়েছে বেহানের মুখটাও এইরকম আশাতীত মোলায়েম হওয়া অসম্ভব নয়।

সুটটি আবার খুলে ভাজ করিয়ে সুট-কেসে রেখে দিলে মাখনলাল। একটা খুকপুকুনি এখানেও ছিল। বেহাই দিল্লীওয়ালা বীরেনকে না দেখতে পারেন, চ্যাটার্জি সুরেরাও যে না দেখে থাকবে তার মানে কি? সেটা চ্যাটার্জিই গোড়ায় ঠিক করে দিলে—

"আপনিই তাহলে বীরেন বাবু, নিয়োগী মশাইয়ের কনিষ্ঠ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"নাম শুনেছি, কখনও দেখা হবার সৌভাগ্য হয় নি।"

"থাকি না তো এখানে, দিল্লীতেই কাজকর্ম্ম।"

"তাও শুনেছি। যাই হোক পরিচয় হল। একদিন গিয়ে জুটব, একেবারে সেণ্টারের লোক আপনারা তবু আমাদের হাতের একটা নমুনা সঙ্গে রাখতে অনুরোধ করবই। নিয়োগী মশাইয়ের—শুধু তাঁরই বলি কেন, পরিবারের সবারই আমাদের ওপর বিশেষ অনুগ্রহ। বুঝতেই তো পাচ্ছেন, ওঁর বড় ছেলে রমেশবাবু, তাঁর দয়াও আমাদেরই ওপর—মানে একটু ভালো কপড় হলে আর কাউকে

বঙ্গলক্ষ্মীর অর্চ্চনা ও গৃহলক্ষ্মীকে সন্তুষ্ট করিতে

বঙ্গলক্ষ্মীর

ধুতি, সাড়ি, টুইল, লংক্লথই চাই

যেহেতু ইহা

- ব্যবহারে অনেক বেশী টেকসই।
- অন্য মিল হইতে দামে সস্তা।
- মোটা ও মিহি সব রকম পাওয়া যায়।
- পাড়ের ও রঙের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ।

—বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ

শ্রীরামপুর, হুগলী।

হেড অফিস—৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

বিশ্বাস করেন না—অবিশ্যি ছোট খাট কাজ—কামিজ পাঞ্জাবী ওখানেই করিয়ে নেন…"

নিয়োগী বাড়ীর মেজাজ অনুযায়ীই মাখনলাল একটা সুটের মাপও দিয়ে দিলে, রা প ড় ও পছন্দ করলে সেই মেজাজের সঙ্গে তাল রেখেই। জিগ্যেস করলে কিছু আগাম দিয়ে দেবে না হয়?

চাটুজ্যে ব ল লে--"কিছু দরকার নেই, ও-বাড়ীর সঙ্গে সে সম্বন্ধ নয়, যদিও কখনও কখনও দিয়েও দেন কেউ কেউ। তা দরকার নেই, এই প্রথম বোনি আপনার হাতে, আগে জিনিষটাই পছন্দ হক।"

পড়তার বাজার—এই রকম বলতেই হবে যে, মাখনলাল জানে। সুটকেসটা হাতে করে একটী রিক্সায় চড়ে মাখন-লাল বিদায় হল, পকেট-মার জীবনে এমন অভিজ্ঞতা তার কখনও হয়নি।

ষ্টেশনে চ লে গি য়ে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিংরুমে চলে গেল। তারপর বাথরুমের ভেতরে গিয়ে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে সুটটী পরে ফেললে। উজ্জ্বল বিজলীর আলোয় আরশিতে প্রতিফলিত নিজের চেহারাটা যেন চেনাই যায় না, নৌল সার্জ্জের সুট, মানানসই করে টাই, পকেটে চকোলেট রঙের ডুরে-কাটা রুমালের কোন উঁকি মারছে। পকেটে ছোট একটা চিরুণী থাকেই, চুলটা বেশ ভালো করে ফিরিয়ে নিলে, মুখটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেললে, তারপর কাপড়টা পাট করে সুটকেসে পুরে, বেরিয়ে এল।

"হুজুর, জুতা বুরুস।"

জুতাটাও পা লি স করিয়ে নিয়ে ছোঁড়াটাকে একটা চারআনি ফেলে দিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে এসে দাঁড়াল। কিরকম মনে হচ্ছে…মাখনলাল বলে কে নাকি একজন ছিল।… কি করত সে?

এখনও হয়নি, সুটের মধ্যে প্রবেশ করে সত্যই মেজাজ গেছে বদলে, মাথায় আইডিয়া আসছে—ছোট বেহাই বীরেন নিয়োগী নূতন কুটুম-বাড়ি এল—দিল্লীর লোক, তা দিল্লীর ষ্টাইলেই; কোনরকম খুৎ রয়ে গেল না তো তার মধ্যে?

মনে পড়ে গেল আসল খুৎই রয়ে গেছে। রিক্সা করে বাজারে গিয়ে রং মিলিয়ে এ ক টা ভালো ফে ল্ট হ্যাট কিনলে—গেল গোটা কতক টাকা তো যাক। ভগবান দেনেওয়ালা, একরাত্রেই কতগুণ এসে যেতে পারে। একটা সৌখীন ছড়িও সংগ্রহ হল।

রূপ সবারই চোখে পড়ে; কিন্তু রূপের মাধুরী তো সবার কাছে ধরা দেয়না। রূপের এই মাধুরী-মহিমা একদিন ফুটে উঠেছিল তপঃক্লিষ্ট উমার শ্রীঅঙ্গের রেখায় রেখায়, তাঁর অলকদামের মদির লাবণ্যে। হিমালয় শিখরে ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি সেদিন বিস্মিত হয়েছিলেন রূপের এই অপরূপ উদ্ভাসনে। নিখিলের রূপসন্ধানী চিত্তে আজও সেই বিস্ময় চিরন্তন হয়ে আছে 'কুমারসম্ভব' কাব্যে আর 'লক্ষ্মীবিলাস' তৈলের স্নিগ্ধ বিশুদ্ধতার মধ্যে।

**লক্ষ্মীবিলাস তৈল**

এম, এল, বসু এণ্ড কোং লিঃ

লক্ষ্মী বিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

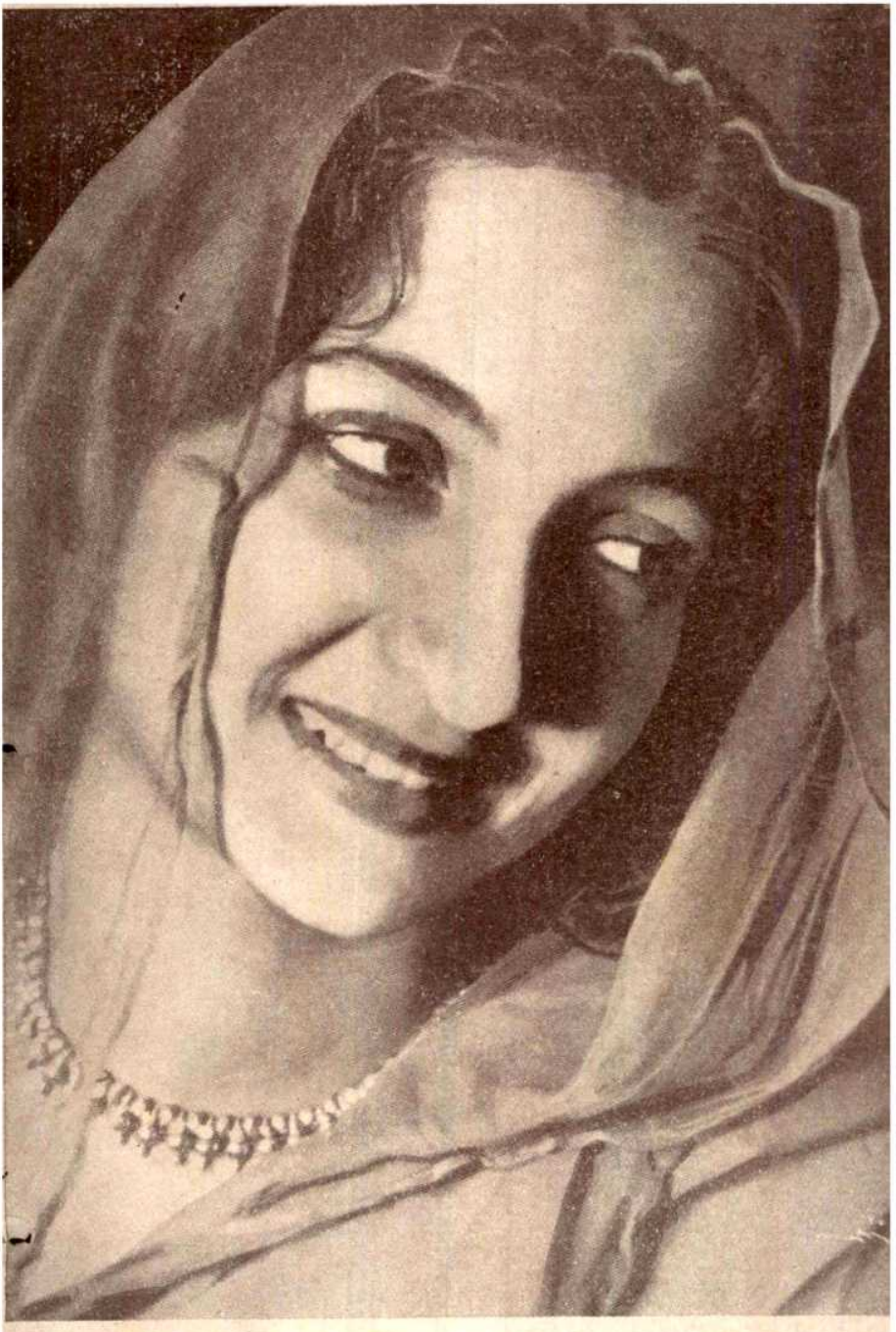

স্মিতাস্যা

আলোক-চিত্র—
শ্রীপুলিন বিহারী চক্রবর্ত্তী
কলিকাতা

দুর্য্যোগের যাত্রী

আলোক-চিত্র—
শ্রীপুলিন বিহারী চক্রবর্ত্তী
কলিকাতা

দুর্যোগের প্রহরী

আলোক-চিত্র—
শ্রীপুলিন বিহারী চক্রবর্ত্তী
কলিকাতা

"শিথিল কবরী বাঁধিও"

আলোক চিত্র
শ্রীপুলিন বিহারী চক্রবর্ত্তী
কলিকাতা

শিশি খুলে রুমালে একটু এসেন্স নেওয়া হয়েছে। আর কিছু খুৎ রইল কি?

ভদ্র আর সৌখীন সমাজেরই লোক মাখনলাল—তা মেলামেশাটা যেভাবেই হোক না কেন। মনে পড়ে গেল—আছে এখনও খুৎ একটু। রিক্সাওয়ালাকেই প্রশ্ন করলে—"এখানে নিশ্চয় ফুলটুল বিক্রি হয়....."

"মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে হুজুর..... আবার ইষ্টেশানের দিকেই যেতে হবে।"

ঘড়িটা উল্টে দেখলে, সময় আছে, এখনও ঢের। বললে—"চল্, একটু পা চালিয়ে।"

পাওয়া গেল যা খুঁজছিল; একটি বাটন হোল।

ইচ্ছে হচ্ছে এইবার আর একবার দেখে নিই নিজেকে। ষ্টেশনে গিয়ে প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমের বাথরুমে আবার গিয়ে দাঁড়াল আরশির সামনে।...দিল্লীওয়ালা ছোট বেহাই... হয়তো যেহানের দলই আছে দাঁড়িয়েছে ঘিরে।...কল্পনায় আরশিতে আবছায়া ছায়া পড়ছে চারিদিকে।

আজ কার মুখ দেখে আরম্ভ করেছিল দিনটা মাখনলাল?

* * *

প্রশ্নটা কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই উল্টে গেল অর্থাৎ কার মুখ দেখে শেষ করতে হল—

আর রিক্সা নয়। বেরিয়ে এসে এবার

কিউটা টোন
সর্ব্ববিধ বেদনা ও ক্ষতের
অমোঘ ঔষধ
Cuta Tone
ঢোল এণ্ড কোং বরানগর - কলিকাতা

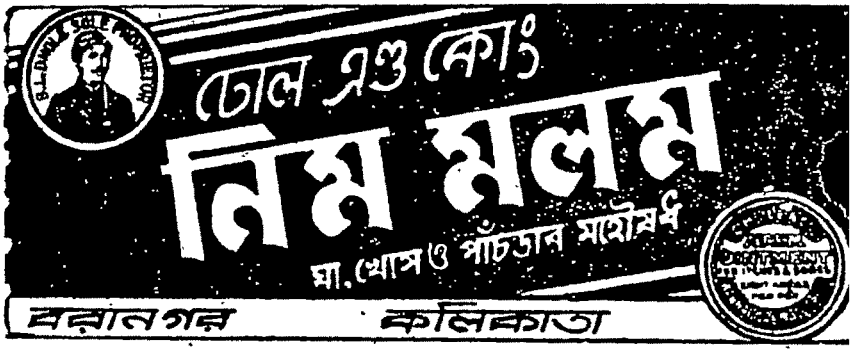
ঢোল এণ্ড কোং
নিম মলম
ঘা, খোস ও পাঁচড়ার মহৌষধ
বরানগর কলিকাতা

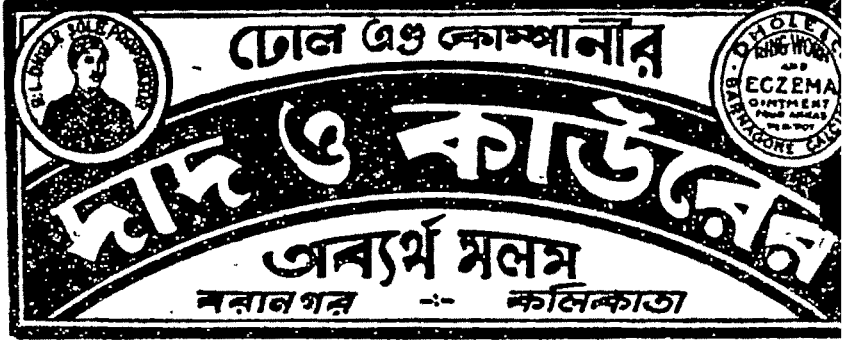
ঢোল এণ্ড কোম্পানীর
দাদ ও কাউনের
অব্যর্থ মলম
বরানগর -:- কলিকাতা

অবাক্ হয়ে গেলেন যে।

একটা ট্যাক্সিই ডাকলে মাখনলাল। কানাটা দিলে।

ঠিক উৎসবমুখর বাড়ী নয়, তবে বড় বাড়ী, নিয়োগী মশাইয়ের বেহাই বাড়ি যেমন আশা করা যায়। বড় কম্পাউণ্ড, প্রচুর আলো।...আর বড় লোকের উৎসব বাড়ী তো হয় ও সেরকম আজকাল—খাদ্য নিয়ন্ত্রণের সাদে, একটা করে টী পার্টি—ভেতরে চলছে নিশ্চয় সে বন্দোবস্ত। অল্প দ্বিধা-সঙ্কোচ উঠে মিলিয়ে যেতে না যেতে ট্যাক্সি গিয়ে গাড়িবারান্দায় দাঁড়াল।

একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, বোধ হয় গাড়ীর শব্দ শুনে বারান্দা পর্যান্ত এসেই ছিলেন এগিয়ে, মাখনলাল নামতে একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন, তারপরেই প্রসন্ন বদনে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করলেন "আসুন আসুন পথে কোন কষ্ট হয়নি তো, আমি সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিলাম বেশ ফিট করেছে সুটটাও..."

থতমত খেয়ে গেছে মাখনলালও, তবে অত শীঘ্র সামলে নেবার মতো অবস্থা নয়, কবে যে পারবে তাও জানে না।

বেহাই আর কেউ নয়, আজই এই ঘণ্টা কয়েক আগে যার পকেটের সঙ্গে কুটুম্বিতা হয়েছিল মাখনলালের নিজের পকেটের।

একটা ডাক দিতে একজন পুলিস এসে গোড়ালি আর সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়ে বেহাইয়ের পরিচয়টা আরও স্পষ্ট করে দিলে।

* * *

অবাক হয়ে গেলেন যে! কেন, দারোগা বেচারারা মানুষ নয়? মাঝে মাঝে একটু রসিকতা করতে সাধ হতে নেই তাদের?

ভ্যানিটি কেস

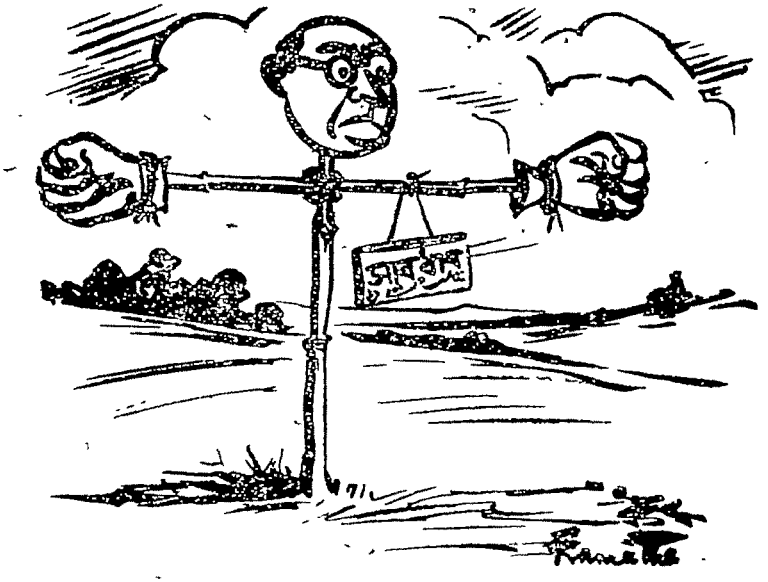

# ইয়াসিন শর্ষা এণ্ড কোং

প্র.পা.বি:

ইয়াসিন ও গোপাল একেবারে পাঠশালার সহপাঠী। একই গ্রামের একই পাড়ায় দু'জনের বাড়ী। একই পাঠশালায় পড়িতে গিয়া দুজনের পরিচয়, দুজনে একই শ্রেণীর পড়ুয়া। সে পরিচয় এমনই পাকা হইয়া গেল যে তাহারা অচ্ছেদ্য হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে গ্রামের লোকের কাছেও তাহাদের ভেদ অচিন্তানীয় হইয়া উঠিল। গোপাল লুকাইয়া আসিয়া ইয়াসিনের বাড়ীতে খাওয়া করিয়া যাইত, ইয়াসিন লুকাইয়া লুকাইয়া গোপালের বাড়ীতে খাইয়া আসিত। সকলেই কথাটা কাণাঘুষায় জানিত, কিন্তু কিছু বলিত না, ভাবিত ছেলেমানুষে ছেলেমানুষি করেই, বয়স হইলে ওসব সারিয়া যায়।

কিন্তু সারিল না। পাঠশালা ছাড়িয়া তাহারা মধ্য ইংরাজি স্কুলে ঢুকিল, মধ্য ইংরাজি স্কুল হইতে মহকুমার উচ্চ ইংরাজি স্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হইল—এবং অবশেষে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরস্বতীর সঙ্গে দেনা পাওনা শোধ করিয়া তাহারা গ্রামে আসিয়া বসিল। ইয়াসিন হইল মধ্য ইংরাজি স্কুলের হেড মৌলবী আর গোপাল হইল হেড পণ্ডিত। কালে কালে গ্রামের অনেক কিছুই বদল হইল, অনেক কিছুই জীর্ণ হইল কিন্তু তাহাদের বন্ধুত্বের না হইল বদল, না হইল তাহা জীর্ণ।

অনেকদিন আগের কথা। তখন তাহারা মধ্য ইংরাজি স্কুলের ছাত্র,

একবার এক স্বদেশী নেতা গ্রামে আসিলেন, তিনি ইয়াসিন ও গোপালের বন্ধুত্বের বিবরণ শুনিয়া দুই জনকে কোলের উপর বসাইয়া নিজের একখানা ছবি তুলাইয়া লইলেন, সকলকে বলিলেন, এই দেশে বাংলা মায়ের কোলে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাই।

ইয়াসিন ও গোপালের আরও একটা বিষয়ে মিল ছিল—তাহারা কেহই বিবাহ করিল না। তাহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া হিন্দুরা বলিত, কে বলে হিন্দু মুসলমানে মিল হয় না। মুসলমানেরা বলিত কে বলে মুসলিম-হিন্দুতে অবনিবনাও! এইভাবে চলিতেছিল, এমন কি মুসলিম লীগের হাতুড়ির আঘাতেও তাহাদের বন্ধুত্ব অটল রহিয়া গেল। হয় তো শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিত। কিন্তু এমন সময়ে বাংলাদেশের বুক চিরিয়া র‍্যাডক্লিফের ছুরি চলিয়া গেল। আর অমনি পূর্ব্ব অঞ্চলের হিন্দুরা পশ্চিমাঞ্চলে আর পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানেরা পূর্ব্বাঞ্চলে স্থান বদল করিতে সুরু করিয়া দিল।

ইয়াসিন ও গোপালের গাঁয়ের নাম নিয়ামৎপুর। নিয়ামৎপুরেও সে ঢেউ আসিয়া উপস্থিত হইল। অনেক হিন্দু চলিয়া গেল, অনেক মুসলমান আসিল, তার মধ্যে আসিল কয়েকঘর অবাঙ্গালী মুসলমান।

ইয়াসিন গোপালকে বলিল দোস্ত, আমরা যাবো না।

গোপাল বলিল ভাই, তুমি থাকিতে আমার ভয় কি!

কিন্তু সংসারের সবাই ইয়াসিন নয়, সবাই গোপালের বন্ধু নয়।

মাঝে মাঝে এখন গোপালের খামারে গরু ঢুকিয়া পড়ে, মাঝে মাঝে গোপালের বাড়ীর সম্মুখে হামলা সুরু হইয়া যায়। গোপালের টিনের বাড়ীখানা পইলে অবাঙ্গালী মুসলমানদের পুনর্ব্বসতি ব্যাপারের একটা সুরাহা হয়।

অবশেষে পাটনা জেলার এক মুসলমান ইয়াসিনকে বলিল হিঁদুর সঙ্গে দোস্তি করিলে গুণা হয়।

একজন হিন্দু আসিয়া গোপালকে বলিল, ভাই আর কেন, এইবার চলো পালাই।

কিন্তু ইয়াসিন ও গোপাল অটল রহিল।

জগন্নাথপুরে বড় হাট। সেদিন হাট সারিয়া সন্ধ্যার পরে গ্রামে ফিরিয়া গোপাল দেখিল যে পাটনা জেলার সেই মুসলমান গোপালের বাড়ী জবর দখল করিয়া তাহার শয়ন ঘরের বারান্দায় বসিয়া সজোরে আরবি গ্রন্থ পাঠ করিতেছে, বোধ করি ধর্ম্মশাস্ত্রই হইবে।

সেই রাত্রেই ইয়াসিন ও গোপাল গোপনে গ্রামত্যাগ করিল।

২

তাহারা স্থির করিল দুজনে একত্র পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিবে। কিন্তু উভয় বঙ্গের সীমানার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিলে নানা রকম গুজব তাহাদের কানে প্রবেশ করিল।

আগন্তুক মুসলমানগণ বলিতেছে সর্ব্বনাশ পশ্চিমবঙ্গে গেলে কি আর বাঁচিবে। সেখানকার সব মুসলমান একমাস পূর্ব্বে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।


# এম, এম, কেমিক হাউস লিঃ

হেড অফিস :— ১৪৪।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

**এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত**

বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন ঔষধ

১। ম্যালোমিক ২। থিওমিক ৩। লিভোমিক
৪। ভিটামিন বি-কম্‌প্লেক্স ৫। উইনোমিক ৬। ক্যালভিট "সি"

কেমিক্যাল, ফারমাসিউটিক্যাল, বাইওলজিক্যাল এবং ইনডিজেনাস্

ঔষধাদি প্রস্তুতকারক

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের প্রতি জেলায় ষ্টকিষ্ট ও এজেন্টস আবশ্যক—আবেদন করুন।

মার্কেটিং এজেন্টস **রিসার্চ হোম লিমিটেড**

# রং ও আমাদের জীবন

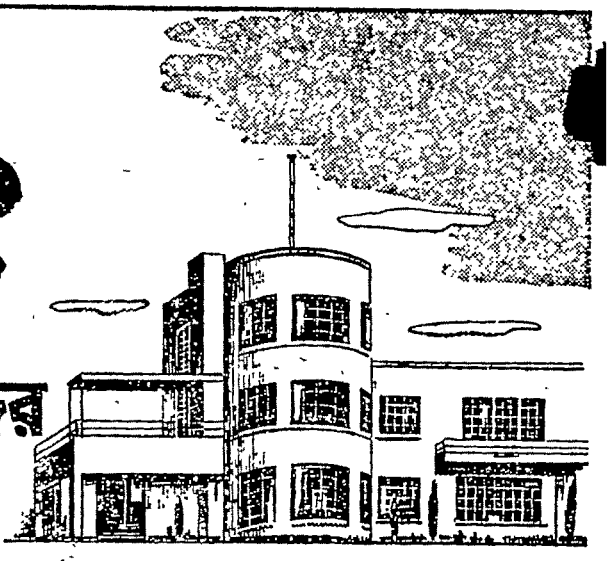

আপনার চারিদিকে দেখুন ·····যে পরিচ্ছদ পরছেন, যে জিনিষ দিয়ে আপনি কাজ করছেন, যাদের সঙ্গে আপনার জীবন কাটছে·····আপনার জাগ্রতাবস্থা নানা প্রকার রংয়ের সান্নিধ্যের মধ্যেই কাটে।

রংয়ের এই যে বহুল ব্যবহার, এ কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের জন্যই নয়, এর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও আছে। রং ব্যবহারে জিনিষ রক্ষা পায় এবং খরচও বাঁচে।

ভালা পেণ্টে এসব গুনই বর্ত্তমান আছে। তাছাড়া এ জিনিষকে করে টেঁকসই এবং সুদৃশ্য।

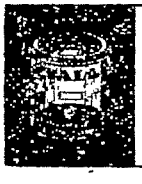


**ম্যাকফারলেন এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড**

**কলিকাতা-১০ বোম্বাই-৮**

MV-13.

নিতান্ত গ্রাম্য বলিয়াই গোপাল ও ইয়াসিনের বুদ্ধি হইল না যে জিজ্ঞাসা করে—তবে তাহারা এ পর্য্যন্ত টিকিয়া ছিল কি প্রকারে?

গোপাল বলিল চলো, আগে সীমানা পর্য্যন্ত যাই তো। তারপরে মরিতে হয় দুজনে একত্র মরিব।

পরদিন প্রাতঃকালে তাহারা উভয়-বঙ্গের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সীমান্ত বলিতে খাল বিল নদীনালা পাহাড় প্রান্তর কিছুই নয়, কিন্তু বুঝিতে ভুল হয় না; এদিকে নীল পাগড়ি পরিহিত পুলিশ; ওপারে লাল পাগড়ি পরিহিত পুলিশ, এদিকে আনসার ওদিকে জনতা, আর উভয় পক্ষের মধ্যে যে ভাষাবিনিময় চলিতেছে তাহা যেখানে মানুষের প্রতি প্রযুক্ত হয় সেখানে সীমানা নির্দ্দেশের জন্য পাহাড় বা নদীনালার আর প্রয়োজন করে না।

ইয়াসিন একজন আন্সারকে বলিল —ভাই সীমানা চিহ্নটা কই?

মালবিকা কুঁচতৈলে
চুল উঠে যাওয়া বন্ধ করে ও
নূতন চুল হয়, গন্ধও চমৎকার।
"মালবিকা দেবী" (অভিনেত্রী)

কথিত আন্সার তাহার হাতে একটা আতস কাঁচ দিয়া বলিল, "থোড়া আগে আঁখসে দেইখ্যা লও।"

নির্ব্বোধ ইয়াসিন বুঝিতে পারিল না যে কেবল ভূখণ্ডে মাত্র নয়, ইতিমধ্যে ভাষার বুক চিরিয়াও ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে।

সে আগাইয়া গিয়া আতস কাঁচ সহযোগে মাটিতে একটি অতি সূক্ষ্ম রেখা অধিষ্কার করিল। ইহাই বহু কথিত র‍্যাডক্লিফি সীমানা চিহ্ন!

গোপাল বলিল—ভাই তোমাকে ও পাশে লইয়া যাইতে ভয় করি।

ইয়াসিন বলিল—ভাই তোমাকে এ পাশে রাখিতে ভয় করি!

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপ দিতে হলে চাই—
খাঁটি সরিষার তৈল।
খাঁটি সরিষার তৈল বলিতে
"কামাখ্যা মার্কা" অপরিহার্য্য।
—একমাত্র পরিবেশক—
কামাখ্যাচরণ শেঠ এণ্ড ব্রাদার
৬৭।৪৭ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। ৭

তখন দুজনে একটি জম্বুবৃক্ষ তলে উপবেশন করিয়া কি ভাবে একত্র থাকিয়াও নিরাপদে থাকা যায় তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

অবশেষে উপায় আবিষ্কৃত হইল। উক্ত সীমানা চিহ্নের ঠিক পশ্চিম পা ঘেঁষিয়া গোপালের এবং ঠিক পূর্ব্ব পা ঘেঁষিয়া ইয়াসিনের কুটীর উঠিল। বাস্, এবারে তাহারা যুগপৎ সুরক্ষিত ও সম্মিলিত। ইয়াসিনের কুটীর ঘেরিয়া আস্সার দাঁড়াইল, গোপালের কুটীর ঘেরিয়া জনতা দাঁড়াইল—দুই দল সমস্বরে বলিয়া উঠিল—হুঁসিয়ার কাছে আসিও না।

গোপাল ও ইয়াসিন মাঝখানে সেই অদৃশ্যপ্রায় চিহ্নটী রাখিয়া পাশাপাশি বসিয়া গল্প করে, তামাকের কল্কে বিনিময় করে, অথচ তবু কেমন সুরক্ষিত। কাহার সাধ্য তাহাদের কিছু বলে।

৩

কিন্তু এমন করিয়া তো দিন চলে না, কিছু করা দরকার। দুজনে দুদিকে গেলে একটা ব্যবস্থা হইতে পারে কিন্তু দু'জনের বিচ্ছেদ অচিন্ত্যনীয়। আবার দুজনে একদিকে গেলেও ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব কিন্তু বিপদের আশঙ্কা বর্ত্তমান। অথচ এখানে এই মাঠের মধ্যে বসিয়া থাকিলে জীবিকার্জ্জনের কি উপায় হইবে? কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদ হইতেই আবিষ্কারের উদ্ভব। এক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা ঘটিল না।


আবার শরৎ এল

শারদলক্ষ্মী আসছেন তাঁর সাথে নিয়ে হাসি, অশ্রু, আনন্দ, উল্লাস। আজ এই মাতৃপূজার বোধনলগ্নে ঘরে ঘরে মা ও বোনদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল দেখতে হ'লে চাই সুনিপুণ শিল্পীর তৈরী নিখুঁত অলঙ্কার।

ইয়াসিন ও গোপাল লক্ষ্য করিল যে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সংখ্যালঘুরা লুঙ্গি ও ফেজ পরিয়া আসে আবার পশ্চিমাঞ্চল হইতে সংখ্যালঘুরা ধুতি ও খদ্দরের টুপি পরিয়া আসে। আর এখানে আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লুঙ্গির বদলে ধুতি পরিয়া, ধুতির বদলে লুঙ্গি পরিয়া, ফেজের বদলে টুপি পরিয়া, টুপির বদলে ফেজ পরিয়া—সীমানা চিহ্ন অতিক্রম করিয়া ঝাকের কই ঝাকে মিশিয়া যায়।

তাহারা আরও লক্ষ্য করিল যে যথা সময়ে যথা সংখ্যক টুপি, ফেজ, ধুতি ও লুঙ্গি পাইতে সংখ্যালঘুগণের বড়ই অসুবিধা হয়। অধিকাংশ সময়েই চোরা বাজারি মূল্য দিয়া তাহাদের ওসব বস্তু কিনিতে হয়। তখন ইয়াসিন ও গোপাল ভাবিল এই ব্যবসাই করা যাক না কেন, লোকও ন্যায্য মূল্যে বাঞ্ছিত পোষাক পাইবে, আমাদেরও জীবিকার জন্য আর দূরে যাইবার আবশ্যক হইবে না।

যে চিন্তা সেই কাজ!

গোপাল প্রচুর খদ্দরের টুপি ও ধুতি আমদানি করিল; ইয়াসিন আমদানি করিল প্রচুর ফেজ ও লুঙ্গি। আর লম্বা একখানা তক্তার উপরে এই সম্মিলিত ব্যবসায়ের নাম "ইয়াসিন শর্ম্মা এণ্ড কোং" বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া সীমানা চিহ্নের উপরে আড়াআড়ি টাঙাইয়া দিল। "ইয়াসিন" শব্দটা পড়িল সীমানার পুবে, 'শর্ম্মা' শব্দটা পড়িল সীমানার পশ্চিমে —কাজেই আস্তার বা জনতার কাহারো

—পাকিস্থানে হিন্দুর পোষাক!

কিছু বলিবার রহিল না, বরঞ্চ একরূপ ন্যায়পরতা দেখিয়া উভয় পক্ষই যেন সন্তুষ্ট হইল।

পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সংখ্যালঘু আসে, গোপাল তাহাকে ন্যায্যমূল্যে ধুতি ও টুপি বিক্রয় করে, সে আত্মসংশোধন করিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া যায়। পরিত্যক্ত লুঙ্গি ও ফেজ ইয়াসিন নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া লয়। আবার পশ্চিমাঞ্চল হইতে সংখ্যালঘু আসে, ইয়াসিন তাহার কাছে ন্যায্যমূল্যে ফেজ ও লুঙ্গি বিক্রয় করে,

সার্থক সৌন্দর্য্য সাধনায়
কমনীয় মসৃণ তনু, স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল বর্ণগরিমা, ঘন চিকণ রেশমী কেশগুচ্ছ, সুরভিসম্পৃক্ত বেশবাস ও মধুমাদির পরিবেশ সৌন্দর্য্য সাধনার সুরম্য পরিকল্পনা। ক্যাল-কে মিকোর অনুপম প্রসাধনীই সৌন্দর্য্য সাধনায় সিদ্ধিলাভের শ্রেষ্ঠ উপকরণ।
মলয় চন্দন সাবান
ক্যাষ্টরল সুরভিত কেশতৈল
লিলট্রেস ভরল শ্যাম্পু
রেণুকা ফেস পাউডার
ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার
য়ুডিকোলন
দি ক্যালকাটা
কেমিক্যাল
কোং লিঃ
কলিকাতা - ২৯

সে আত্মসংশোধন করিয়া পূব দিকে চলিয়া যায়; গোপাল তাহার পরিত্যক্ত ধুতি ও টুপি নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া লয়। এইভাবে পৃথক না হইয়াও, দুজনের জীবন, ব্যবসা ও বন্ধুত্ব বেশ চলিতে লাগিল।

অল্পদিনের মধ্যে "ইয়াসিন শর্ম্মা এণ্ড কোং" এমন বিখ্যাত হইয়া উঠিল যে দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে উক্ত দোকানের ছবি ছাপা হইয়া গেল। ইউ, এন, হইতে বিশেষ প্রতিনিধি আসিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে এমন একটা গুজবও ক্রমে সংবাদপত্রে যোগে ছড়াইয়া পড়িল।

সংখ্যালঘুগণের আগম নির্গম নিয়মিত চলে—তবে মাঝে মাঝে উজান ভাটির স্রোত প্রবলতর হইয়া ওঠে, তখন "ইয়াসিন শর্ম্মা এণ্ড কোং"র ব্যস্ততার অন্ত থাকে না। আবার স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিলে ইয়াসিন ও গোপাল দুদণ্ড গল্প করিবার ও কল্কে বিনিময় করিবার অবকাশ পায়।

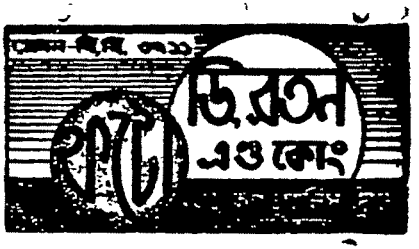

২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

গোপাল বলে—ভাই

ইয়াসিন বলে—দোস্ত

গোপাল বলে—হরি

ইয়াসিন বলে—আল্লা

আর দুই পক্ষের জনতা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া করে হল্লা।

৪

কয়েকদিন হইল আগম নির্গমের স্রোত অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। "ইয়াসিন শর্ম্মা এণ্ড কোং'র না আছে বিরাম, না আছে আহার, না আছে নিদ্রা। নিদ্রার ব্যাঘাতই কিছু বেশি, কারণ স্রোতটা রাতের বেলাতেই প্রবলতর।

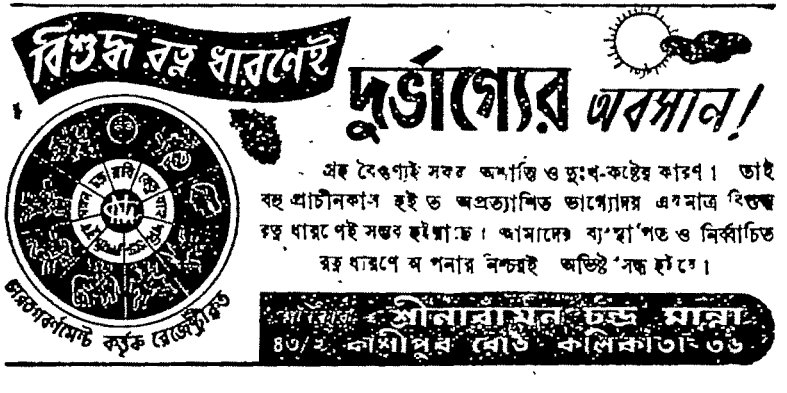

সারারাত্রি প্রয়োজনীয় পোষাক সাপ্লাই করিয়া গোপাল ও ইয়াসিন কেবল বসিয়াছে—তখনো প্রথম কন্ধি বিনিময় হয় নাই এমন সময়ে তাহারা দেখিতে পাইল যে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে একজন সংখ্যালঘু প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে, আর তার পিছনে একদল লোক তাড়া করিয়া আসিতেছে। গোপাল ও ইয়াসিন সশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল এমন সময় কথিত সংখ্যালঘু ছুটিয়া আসিয়া সীমানা চিহ্নের উপর আড়া-আড়ি পড়িয়া গেল, তাহার দেহের উপরার্দ্ধ পড়িল পশ্চিমে, নিম্নার্দ্ধ রহিল পূর্ব্বদিকে। একদিকে পড়িল তাহার ফেজ পরিহিত মাথা, আর একদিকে থাকিল তাহার লুঙ্গি পরিহিত দেহার্দ্ধ? ফলে দুই দিকেরই জনতা লাঠি উঁচাইয়া অবিবেচক সংখ্যালঘুর প্রতি ধাবমান হইল। গোপাল এক লাফে অগ্রসর হইয়া তাহার মাথা হইতে ফেজ খুলিয়া লইয়া একটি খদ্দরের টুপি পরাইয়া দিল, পশ্চিমদিকের জনতা বাঞ্ছিত সংশোধন দেখিয়া শান্ত হইল। কিন্তু পূর্ব্বদিকের জনতা তখনও ক্ষুব্ধ।

ইয়াসিন বলিল—তোমরা রাগো কেন? লোকটা তো ধুতি পরিয়া নাই; ধুতি হইলে রাগিতে পারিতে।

পূবের জনতা বলিল—এতো 'লেহ্' বাত হায়; পশ্চিমের জনতা তাহার মাথায় ফেজের বদলে খদ্দরের টুপি দেখিয়া বলিল—মাইরি, স্লা—যখন খদ্দর পরেছে আর মারিস নে। কিন্তু মামলা যাহার জন্য সেই লোকটা ওঠে না কেন? মরিল না অজ্ঞান হইল!

অজ্ঞানই বটে?

লোকটাকে তুলিয়া লইয়া সেবা শুশ্রূষা করা আবশ্যক। কিন্তু ঐখানেই গোল বাধিল। ওখানে ঐভাবে শুইয়া থাকিলে তো সেবা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সরাইবার উপায় নাই। পশ্চিমে লইবার চেষ্টা হইলে পূবের লোকে আপত্তি করে, বলে, ইচ্ছা করিয়া যাইত, সে এক-প্রকার। জোর করিয়া লইলে আমরা লাঠি ধরিতে বাধ্য হইব।

৺শারদীয় পূজায়
—বিশেষ আকর্ষণ—
দীদার শাড়ী
অঙ্গশ্রী শাড়ী
অনন্যা শাড়ী
পল্লু শাড়ী
জর্জ্জেট
ক্ষ্যান্সী ছাপা সিল্ক শাড়ী
বেনারসী, বিষ্ণুপুর, বাঙ্গালোর, মুর্শিদাবাদ ও নানাবিধ আধুনিক ডিজাইনের তাঁতের শাড়ী ও ধুতির বিপুল আয়োজন।
অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পাইবেন
তন্তুশিল্পালয়
৮৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

আবার পূবে লইবার চেষ্টা করিলে পশ্চিমের জনতা বলে—সাবধান, ওকে জোর করিয়া আটকাইয়া রাখিলে দিল্লী-চুক্তির মুণ্ডপাত হইবে, আমরা এখনি প্রধান মন্ত্রীকে তার করিব।

ফলে লোকটাকে সেবা করা সম্ভব হয় না। ইয়াসিন পূবদিকের প্রতি বলে, আপনারা একটু সমঝিয়া দেখুন।

গোপাল পশ্চিমদিকের প্রতি বলে আপনারা একটু বিচার করিয়া দেখুন।

গোপাল ও ইয়াসিন সমস্বরে বলে—লোকটা মরিবে নাকি?

পূব ও পশ্চিম তদুত্তরে সমস্বরে বলে—তাহা বলিয়া তো অবিচার করা সম্ভব নয়; তাহা হইলে রাজ্য যে রসাতলে যাইবে!

লোকটা পড়িয়াই থাকে। তাহাকে সরানো যায় না। সামান্য একটা মানুষের প্রাণ হানি হইবে বলিয়া তো নিয়ম ভঙ্গ করা সম্ভব হয় না।

---


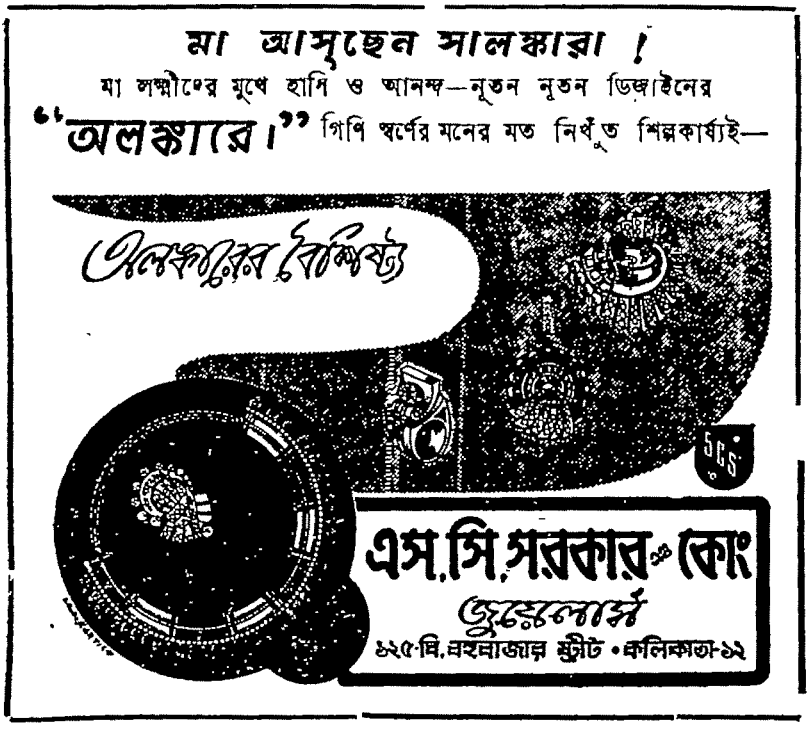

# *Ladies Watches*

## লেডিজ ঘড়ি

ওমেগার তৈরী লেডিজ ঘড়ি সত্যিকারের সুন্দর ও আভিজাত্যপূর্ণ। এগুলো তৈরী করেন সুইজারল্যাণ্ডের সেরা ঘড়ির কারিগরেরা, আর এগুলো তৈরী করতে সেরা মাল মশলা ব্যবহার করা হয়। তাই বছরের পর বছর ব্যবহার করেও এই ঘড়ি থেকে সঠিক সময় পাওয়া যায়। এগুলো সত্যিই নির্ভরযোগ্য ঘড়ি।

# OMEGA

## ওমেগা

ভারতবর্ষে একমাত্র প্রতিনিধিঃ CH. Abrecht

ডি-৫, ক্লাইভ বিল্ডিংস্, কলিকাতা • ২৬৯, হর্ণবী রোড, বম্বে।

—আবদুল, আমার ১৪৫টা বেগম আছে, আরো ৮০টার অর্ডার দিয়েছি, ইলেক্‌সন আসছে, ওদের বলে দিও যেন কোন বিরুদ্ধ দল গঠন না করে সকলে যেন আমাকে ভোট দেয়।

## দস্তানা

"রৈবত"

মানুষের মনোভাব কী অদ্ভুত গতিতেই না চলে! আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা সেদিনও আমাকে হাৎ কাঠখোট্টা মানুষ বলেই গণ্য রছে। আমার মধ্যে যে কল্পনাশক্তি কংবা দিবাস্বপ্ন দেখার ক্ষমতা একটুও আছে, একথা এতদিন ঘুণাক্ষরে কেউ ভাবেনি। কিন্তু আজ এরা সবাই আমাকে একজন প্রচণ্ড কল্পনা-বিলাসী বলে সাব্যস্ত করে আমার জীবনের ভীষণতম অভিজ্ঞতাকে অলস মনের জল্পনা বলে ধরে নিতে একটুও দ্বিধা করছে না।

বাস্তবিক, কল্পনা-ফল্পনার আমি কোনোদিনই বিশেষ ধার ধারি না। অল্প বয়সে কাব্য করার যে বদভ্যাস অনেক লোকের থাকে সে সব কোনদিনই আমার ছিলনা। সাধারণ লোকের চেয়ে ভীরু বা দুর্ব্বলচিত্তও আমি নই। বরং সাধারণ বাঙালীর তুলনায় আমি বেশ

বলশালী। সাহসও আমার খুব কম নয়। তবু যে অভিজ্ঞতার ফলে আজ আমি হাসপাতালে পূর্ণ আরোগ্যের দিন গুণছি, তা এমনি ভয়াবহ, এ ত ই সাংঘাতিক, যে জীবনে আর কখনো যে আমি আগের মত নির্ভীক বেপরোয়া ভাবে চলতে পারবো, সে সম্বন্ধে নিজের মনেই সন্দেহ জাগছে।

আমি একজন অবিবাহিত বলিষ্ঠ যুবক। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াই। শ্রাবণের শেষের দিকে আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছ থেকে চিঠি পেলাম, তাঁর স্ত্রী বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অথচ জরুরি কাজে কিছু-দিনের জন্য তাঁকে অন্যত্র গিয়ে থাকতে হবে। যদি আমি কিছুদিনের জন্য এসে তাঁর অনুপস্থিতির সময়টাতে তাঁর রুগ্না স্ত্রী ও পরিবারের দেখাশোনার ভার নিই, তাহলে তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞ হবেন।

আগেই বলেছি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে আমার ভালোই লাগে। বিশেষতঃ বৃষ্টিবাদলের দিনে কলিকাতা আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। যেখানে একটু জোরে বৃষ্টি হলেই ট্রাম বাস এবং আড্ডার সমস্ত পথ ঘাট বন্ধ হয়ে যায়, সেখানে লোকে কী সুখে থাকবে বলুন!

আমার আত্মীয়টি যেখানে থাকেন সেটা বাংলা বিহারের সীমান্ত। বিস্তীর্ণ রুক্ষ জমিতে এখানে ওখানে সাঁওতালদের গ্রামে তারই মাঝে বাতিকগ্রস্ত স্বাস্থ্য-প্রেমী বাঙালী বাবুদের উদ্যমে কিছু পাকা বাড়ীঘর উঠে ছোটখাট একটা উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। আশে পাশে সাঁওতাল বসতি আর কিছু দোকান বাজার এই সব নিয়ে একটি ছোট্ট জায়গা। বেশ ফাঁকা, অথচ লোকজন একেবারে নেই এমন নয়। আমার পক্ষে লোভনীয়ই বটে।

'যাচ্ছি' বলে আত্মীয়টিকে চিঠি দিয়ে রওনা হওয়া গেল। সকালবেলা খেয়ে দেয়ে ট্রেণে উঠলাম, সঙ্গে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে কিছু কাপড় চোপড়,

শারদীয়ার প্রীতিসম্ভাষণ—
ইণ্ডিয়া প্রডিউসেণ্ট
কোম্পানী লিমিটেড
১০ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা—১
প্রাচ্যের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম কোম্পানী
আই, বি, সেন
সেক্রেটারী

কিছু খুটিনাটি দরকারী জিনিষ, আর রাস্তার জন্যে কিছু খাবার। বিছানা সেখানেই পাওয়া যাবে বলে আত্মীয়টি জানিয়েছিলেন।

সবচেয়ে কাছাকাছি ষ্টেশনে যখন গিয়ে নামলাম, তখন বেলা আন্দাজ চারটে। শ্রাবণের আকাশ মুখে মেঘের কালি এমনি ঘন করে মাখিয়ে রেখেছে যে মনে হয় সন্ধ্যে বুঝি হয়ে গেছে। ছোট্ট ষ্টেশন। যাতায়াতের সম্বল এক-মাত্র গরুর গাড়ী। ষ্টেশন থেকে আমার আত্মীয়ের বাড়ী মাইল পাঁচেকের বেশি নয়। লাল মাটির একটা সরু মত রাস্তাও আছে শহর পর্য্যন্ত। কিন্তু পাঁচ মাইল রাস্তা গরুর গাড়ীর ঝাকুনি খেতে খেতে দু' ঘণ্টায় পেরুবো, ভাবতে বিশেষ ভালো লাগলো না। সঙ্গে মোটঘাট বিশেষ নেই। পা চালিয়ে গেলে পাঁচ মাইল রাস্তা অক্লেশে সোয়া ঘণ্টায় দেড় ঘণ্টায় মেরে দিতে পারি। সঙ্গে টর্চ্চ আছে। আর, আকাশের আলো যাই বলুক সন্ধ্যে হতে এখনো বেশ দেরি। এক্ষেত্রে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের সাদর আহ্বান উপেক্ষা করে রাস্তায়ই নেমে পড়লাম। আশা ছিল, বর্ষণ শুরু হবার আগে অন্তত ঘণ্টা দেড়েক সময় পাওয়া যাবে। শহরে পৌঁছুতে সেটুকু সময়ই যথেষ্ট।

ষ্টেশনের এলাকাটুকু পেরুবার পরই জনবসতির সব চিহ্ন শেষ। রাস্তার একটু দূরে দূরেই ক্রমাগত বড় বড় গাছ

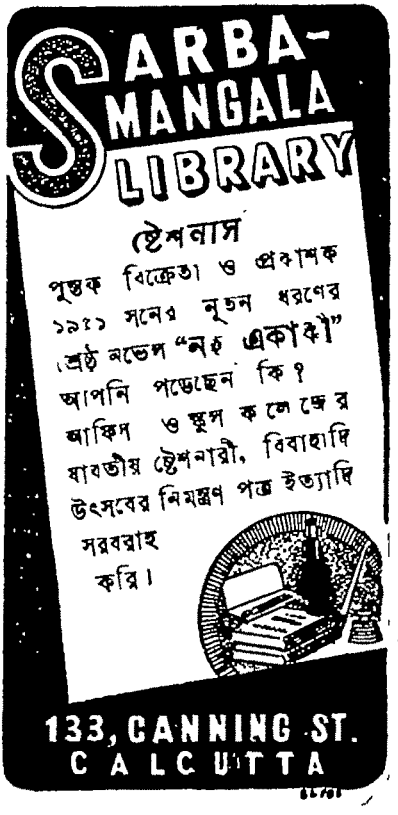


আর আগাছার ঝোপ জঙ্গল। আমি অন্ধকারে মেশা ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে নিকটবর্ত্তী জনবসতির চিহ্ন আবিষ্কারের চেষ্টা করলাম। যতদূর চোখ যায় বাড়ী ঘরের কোনো চিহ্ন নেই, শুধু দূরে বড় বড় গাছপালার স্তূপ। সম্ভবতঃ সাওতালের গ্রামগুলি ওদের পিছনে আত্মগোপন করে আছে।

পা চালিয়েই চলেছিলাম। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট জোরে জোরে হেঁটে এসেছি। তবু যতটা জোরে হাঁটা যাবে মনে করেছিলাম, তত জোরে কিছুতেই

# পূজার

## অভিনন্দন গ্রহণ করুন

গভর্ণমেণ্ট, রেলওয়েস ও
টীগার্ডেনের সরবরাহ-
কারীদের তালিকাভুক্ত

# সলোমন

এণ্ড

# কোং

২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড
(মাহতা হাউস)
কলিকাতা—১

নানা প্রকার ডিজেল—কেরোসিন—পেট্রোল ইঞ্জিন, হ্যাণ্ড ও পাওয়ার পাম্প, গ্যালভানাইজড টিউব প্রভৃতি আমদানী ও প্রস্তুতকারক।

সোল প্রোপাইটার : **নৃপেন ভট্টাচার্য**

ফোন : ব্যাঙ্ক ৪৪৯৭ ✡ গ্রাম : য়্যাগ্রাষ্টন্‌স

হাঁটা গেল না। বর্ষায় লাল মাটির সরু রাস্তার দশা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে গর্ত্ত, তাতে জল জমে পা ফেলবার জায়গা রাখে নি। তবু পা চালিয়ে এসেছি মন্দ নয়। কিন্তু আর বাঁচা গেল না। হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নেমে এলো। মুহূর্ত্তের মধ্যে জামা কাপড় ঝোলাঝুলি ভিজে তো ঢোল হোলই, উপরন্তু সেই ধারা বর্ষণের পর্দ্দায় চোখের থেকে রাস্তাঘাটগুলো পর্যন্ত যেন একেবারে ঢেকে দিলে। একে তো এমনিতেই আধা অন্ধকার, তার উপর কাঁধের ঝোলা আর পায়ের জুতো ভিজে এমনি ভারি হয়ে উঠলো যে তখন কোনোরকমে একটা মাথা গুঁজবার আশ্রয়ের ভরসায় প্রায় দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়েই প্রাণপণে ছুট লাগালাম।

বৃষ্টিটা ঝেঁকে এসেছিল। তার বেগটা অল্পক্ষণেই কমে গেল বটে, কিন্তু আমাকে সে এমনি ভেজা কাক বানিয়ে দিয়ে গেল যে কোনোরকমে যা হোক একটা আশ্রয় পেলে বেঁচে যাই বলে মনে হোল। কেননা, তাহলে অন্তত কাপড় চোপড়গুলো নিংড়ে একটু বিশ্রাম করে নেবার সুযোগ পাই। তাছাড়া ঝুলির মধ্যে হোট্ট, স্পিরিট ল্যাম্প, চায়ের কৌটা, কনডেনসড্ মিল্ক ইত্যাদি সরঞ্জাম থাকতেও চা খাবার উপায় নাই, ভাবতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। বলে রাখি, চায়ের ব্যাপারে বিনা সম্বলে পথ চলা আমার স্বভাব নয়।

বৃষ্টিটা একটু কমতেই বিকেলের ময়লা আলোয় আবার সব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। দেখলাম বৃষ্টির মধ্যে ছুটতে গিয়েও দিক ভুল করিনি, ঠিক রাস্তাতেই চলে এসেছি। দূরে বাড়ী ঘরের অস্পষ্ট

চেহারা দেখা যাচ্ছে। তবু সে উপনিবেশ বেশ খানিকটা দূর, এক মাইল কি তিন কোয়ার্টার হবে। এদিক ও দিক তাকাতেই হঠাৎ নজরে পড়লো আমার ঠিক ডান পাশেই রাস্তার একটু দূরেই ঝোপঝাপের পিছনে ছোট একটি একতলা পাকা বাড়ী। সর্ব্বাঙ্গ ভেজা সেই নিদারুণ অবস্থায় নিকটবর্ত্তী আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে মনটা যে কী খুসি হয়ে উঠলো, তা আমার মত অবস্থায় যিনি পড়েছেন তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। জানি না ও বাড়ীতে কে থাকে, কেমন লোক তারা। কিন্তু এক পেয়ালা চা-ও কি তারা খেতে দেবে না? যদি নাই দেয়, অন্তত একটু আশ্রয় তো তাঁরা দেবেন! অন্তত নিজের হাতে এক পেয়ালা চা করে খাবার তো সুযোগ পাওয়া যাবে! কাপড় চোপড়গুলো তো নিংড়ে নিতে পারবো! আর দ্বিধা করলাম না, বাড়িটার দিকে পা চালিয়ে দিলাম।

সম্ভবতঃ কোনো নির্জ্জনতা-বিলাসী জনসংসর্গে অনিচ্ছুক লোক উপনিবেশ থেকে দূরে এই বাড়ীটি তৈরি করেছিল। নতুবা লোকালয় থেকে এত দূরে, এমন কি রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা তফাতে জঙ্গল ঘেরা জায়গায় বাড়ী করবার কোনো মানেই হয় না। জঙ্গল পেরিয়ে আর একটু এগিয়ে গেলাম। আশ্চর্য্য, বাড়ীতে এখনও আলো জ্বলে নি। অবশ্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাড়ী খালি থাকা ত বিচিত্র নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই বৃষ্টির মধ্যে আবার ভেজা কাপড় ভেজা জুতো নিয়ে হাঁটা সুরু করতে হবে ভেবে ভারি মুষড়ে পড়লাম। এত কাছে আশ্রয় পেয়েও যদি সে আশ্রয় কপালে না জোটে তবে তা চরম দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী?

বাড়ীটির কাছে পৌঁছে দেখলাম, চারদিকে পাঁচিল ঘেরা ছোট একটি একতলা বাড়ী। সামনেই লোহার ফটক কব্জা ভেঙে একপাশে কাত হয়ে রয়েছে। বাড়ীর চারিধারের কম্পাউণ্ডে আগাছার জঙ্গল দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বাড়ীটি কেবল খালি নয়, বহুকাল

EGG 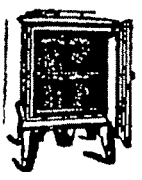 INCUBBATOR

স্কুল, কলেজ, ফ্যাক্টরী ও হাসপাতালের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়।

THE ARTICO

*STEPHEN'S HOUSE*

5; Dalhousie Square, Calcutta.

SCIENTIFIC : INDUSTRIAL : MEDICAL REQUISITE SUPPLIERS.

থেকেই সেটি খালি এবং অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। অবশ্য শহরে অনেক বড়লোকের বিদেশের বাড়ী বছরের পর বছর এমনি খালি পড়ে থাকে তা জানি। তবু একটা মালী থাকা যেন স্বাভাবিক ছিল।

ফটক পেরিয়ে বাড়ীটির দিকে এগিয়ে গেলাম। ভাবলাম, ঘর যদি বন্ধও থাকে সামনের ঢাকা বারান্দাটুকু কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় উঠে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম যে দরজায় তালাটালা কিছুই নেই, সেটি আধ ভেজানো। দেখে মনে হয় এই মাত্র কেউ ঘরে ঢুকেছে, কিংবা বেরিয়ে গেছে।

বারান্দাটায় যেমন ধূলো তেমনি কন্‌কনে হাওয়া। এক্ষত্রে ঘরের ভেতরটা কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হোল। কিন্তু দরজাটা ঠেলে চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভিতর পা দিতেই যেন বাধা পেলাম। মনটা যেন হঠাৎ বেঁকে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে পাও আর চলতে চাইলো না। মনে হোল কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে ঐ ঘরের ভিতর ঢুকতে বারণ করছে।

মানুষের যে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে, কিংবা মনোবিজ্ঞানীরা যাকে অবচেতন মন বলেন তা যে মানুষের নিজেরই অজ্ঞাতে তাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলতে চায়, এ তথ্যের সঙ্গে সেই আমার প্রথম ও একমাত্র পরিচয়। কিন্তু আমি কাঠখোট্টা প্রকৃতির বলিষ্ঠ যুবক, মনের দুর্ব্বলতাকে মুহূর্ত্তে কাটিয়ে উঠে ঘরের ভিতর পা বাড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে হাতের শক্তিশালী টর্চ্চটি জ্বালাতে ভুললাম না। যে অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কা আমাকে এক মুহূর্ত্ত বিচলিত করেছিল, তার মূলে কী আছে কে জানে? দু' একবার হাঁক ডাক করলাম। এই রকম নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব বাড়ীতে চোর

—খুব ত ভবিষ্যৎ বলা হচ্ছে, ঘোড়ার খবর দিতে পারেন?

# QUALITY GALVANISED SHEETS

**Commercial Quality and Tested**
**to I.S.D.G. Metals 41-H**

MANUFACTURED BY

THE STEEL CORPN.

# SCOB

OF BENGAL LIMITED

MANAGING AGENTS:

**MARTIN BURN LTD.**

12 MISSION ROW, CALCUTTA 1. ALSO AT BOMBAY, NEW DELHI, KANPUR

SCOB

ডাকাত লুকিয়ে থাকা বিচিত্র নয়। সাপ খোপ জন্তু জানোয়ার থাকাও খুবই স্বাভাবিক। ঘরের চারদিকে টর্চ্চ ফেলে দেখলাম, নাঃ, কিছুই নেই। খালি ঘর পড়ে আছে, মেঝেতে পুরু ধূলো। শুধু মাঝে মাঝে ধূলোর উপর লম্বা লম্বা দাগ, কোনো একটা ছোট জিনিষ ধূলোর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেলে যে রকম হয় সেই রকম। সাপের চলার দাগ বলে মনে হোল না, কেন না সাপ চলে একে বেঁকে, আর এ দাগগুলো সোজা সোজা। দাগগুলো সবই উল্টো দিকের দেয়ালে একটা দরজার দিক থেকে এসেছে কিংবা সেদিকেই গেছে। অনুমান করলাম, কোনো খোঁড়া ইঁদুর বোধ হয় ধূলোর উপর দিয়ে শরীরটাকে টেনে টেনে চলা-ফেরা করে থাকবে।

উল্টো দিকের দেয়ালে বাঁ পাশে একটা আর ডান পাশে একটা দরজা। দুটো দরজাই খোলা বা আধ ভেজানো। টর্চ্চ জেলে বাঁ পাশের দরজা ঠেলে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ছোট্ট একটা ঘর। ও-পাশের দেয়ালে দুটো জানালা বোধ হয় অনেকদিন খোলা অবস্থায় পড়ে থেকে থেকে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। ঘরটা সামনের ঘরটার মতই খালি, শুধু একপাশে একটা নেওয়ারের খাটিয়া ধূলো জমে কালো হয়ে আছে। এবারে ডান পাশের দরজাটা খুলে ফেললাম। কিন্তু কিছুতেই ঘরের ভিতর পা বাড়াতে পারলাম না। এক অদৃশ্য অজ্ঞাত শক্তি যেন আমাকে জোর করে টেনে ধরলো। অদ্ভুত এক অনুভূতি এলো। তাকে ভয় বলবো না, সে এক মারাত্মক বিপদের সঙ্কেত কিনা জানি না, তবে সেই অদ্ভুত অনুভূতিকে কিছুতেই কাটাতে পারলাম না। মনে মনে নিজেকে নির্ব্বোধ, ভীরু বলে গালি দিলাম, কিন্তু পা কিছুতেই সেই ঘরের ভিতর এগিয়ে গেল না। বরং কে যেন আমার কানের কাছে পরামর্শ দিতে লাগলো "পালাও, পালাও;"

সাহস সঞ্চয় করে টর্চ্চ জেলে ঘরের

ভিতর উঁকি দিলাম। অন্যান্য ঘরেরই মত এ ঘরটাও ফাঁকা। শুধু এক কোণায় একটা ছোট্ট ব্র্যাকেট টাঙানো, তার থেকে দু' একটা জামা কাপড় ঝুল-কালি মেখে এখনো ঝুলে রয়েছে। আর ব্র্যাকেটের ঠিক নীচেই পড়ে আছে এক জোড়া দস্তানা। টর্চ্চ-এর আলোয় লক্ষ্য করলাম এ ঘরেও রয়েছে ধূলোর উপর সরু সরু লম্বা লম্বা দাগ, আর সব দাগই দস্তানা জোড়ার কাছে গিয়ে মিলিয়ে গেছে।

মনে হোল, এতক্ষণে ধূলোর উপর দাগের রহস্য বুঝতে পারলাম। ধূলোর উপর পড়ে থাকা দস্তানার জোড়া নিয়ে সম্ভবতঃ ইঁদুরে খেলা করেছে, এদিক ওদিক এঘর ওঘর টেনে নিয়ে গেছে। ফলে ধূলোর উপর ক্রমাগত দাগ পড়ে চলেছে।

মনে মনে এক রহস্যের সমাধান করলেও, এ ঘরটাতে আশ্চর্য্য হবার অনেক ব্যাপারই চোখে পড়লো। প্রথমত, আমরা তো জানি বিনা পাহারায় এরকম খালি বাড়ী থাকলে দরজা জানালা পর্য্যন্ত চুরি হয়ে যায়। অথচ এরকম ফেলে রাখা বাড়ীতে কাপড় চোপড় পর্য্যন্ত পড়ে রয়েছে, কেউ চুরি করেনি, এ ভারি আশ্চর্য্যের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ টর্চ্চের আলোয় স্পষ্টই লক্ষ্য করলাম যে যদিও বহুকালের ধূলো জমে আলনায় টাঙানো কাপড় চোপড় সবই কালো হয়ে রয়েছে, তবু দস্তানাজোড়ার

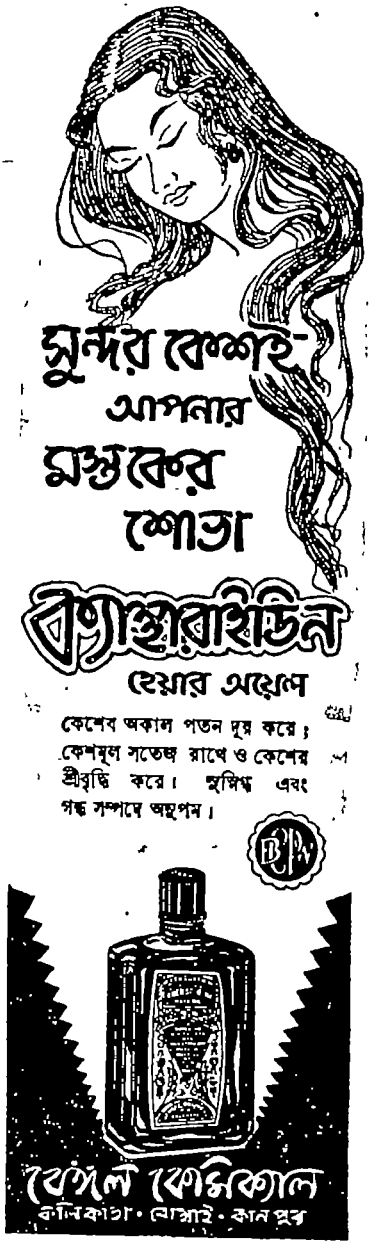

ফিকে খয়েরী রংটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, দস্তানা জোড়া এই মাত্র যেন কেউ হাত থেকে খুলে রেখেছে। তৃতীয়ত, দস্তানাগুলো নিয়ে যদি ইঁদুরে সারা বাড়ীময় খেলা করে বেরিয়েছে, তবে এগুলো তারা কাটেনি কিংবা খায়নি কেন? আর, দুটো তাহলে পাশাপাশি ঠিক এক জায়গাতেই বা পড়ে আছে কী করে?

কীরকম একটা আতঙ্কে সমস্ত শরীর যেন কেঁপে উঠলো। ঘরের দরজা থেকে সরে এলাম। একবার মনে হোল, যাকগে, ভেজা জামা-কাপড় নিয়েই রাস্তায় নেমে পড়ি। চা-এর তৃষ্ণাটা এখন চাপাই থাক। কিন্তু আমি চিরকালই গোঁয়ার প্রকৃতির লোক। ভীতু বলেও কখনো বদনাম কিনিনি। নিজের মনের দুর্ব্বলতাকে নিজের কাছেই স্বীকার করতে লজ্জা পেলাম। কিন্তু তবুও ঐ ঘরটার ঠিক কাছাকাছি আর থাকতে পারলাম না। বাইরের ঘরের বাইরে যাবার দরজার কাছাকাছি এসে ঝোলা নামালাম। ভাবলাম, কোনো অজ্ঞাত বিপদ যদি আসেই তবে অন্তত দরজা দিয়ে ছুট লাগাতে পারবো। বাইরের দরজাটাকে খুলেই রাখলাম। তারপর ঝোলা থেকে স্পিরিট-ল্যাম্প বার করে তাতে অগ্নি সংযোগের চেষ্টায় মনোনিবেশ করা গেল।

কিন্তু সে কি সহজ? দেশলাইটি ঝুলির মধ্যে কাপড় চোপড়ের নিচে থেকেও একটু একটু ভিজে উঠেছে। গোটাকয়েক কাঠি জ্বালাবার চেষ্টা করলাম, জ্বললো না। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। মুখের তাপ দিয়ে দিয়ে দেশলাইর বারুদ গরম করতে লেগে গেলাম। বিরুদ্ধ অবস্থার কাছে হার মানতে কিছুতেই আজ রাজি নই।

হঠাৎ যেন খুট করে আওয়াজ হোল। মনে হোল আওয়াজ এলো পিছনের ডান দিকের ঘরের দরজার দিক থেকে। ফিরে তাকিয়ে টর্চ্চ ফেললাম, আধা খোলা দরজাটা ছাড়া আর


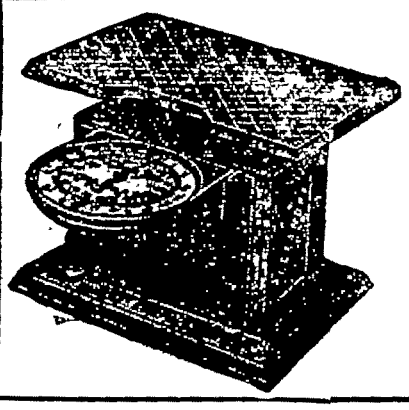

*LABORATORY & HOSPITAL APPLIANCES.*

- Surgical Instruments
- Scientific Apparatus
- Biological Instruments
- Stains & Reagents.

NEW SCIENTIFIC MART

87-B, Chittaranjan Avenue,
Calcutta—12.

# ডিলাক্স এবং তাকত

## সাইক্লেল টায়ারই কিনবেন

সবচেয়ে কম দামে
সবার সেরা জিনিষ

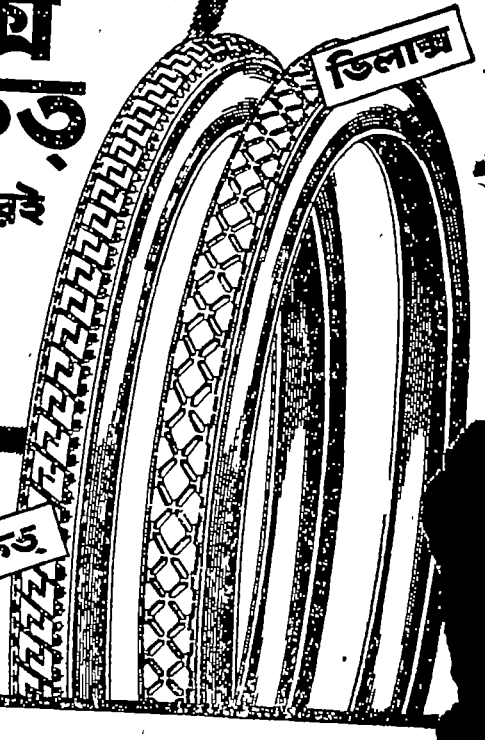


সারাই করার জন্য
ব্যবহার করুন
গুডইয়ার
রবার সল্যুশন
আর কিনুন
গুডইয়ারের তৈরী
সাইকেল মেরা-
মতের বিভিন্ন অংশ

গুডইয়ার

GOODYEAR

সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক অন্য যে কোন টায়ারের চাইতে গুডইয়ার টায়ারে বেশী চড়েন।

CT/7

কিছুই চোখে পড়লো না। হাওয়াতে হয়তো কপাটটা নড়ে উঠেছিল।

আবার নিজের কাজে লেগে গেলাম। এবারে বোধ হয় বেশ অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ যেন সর্ব্বশরীরে একটা আতঙ্কের শিহরণ বয়ে গেল। কিছু একটা আওয়াজ পেয়েই হোক, অথবা মনের ভিতরকার সেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ইঙ্গিতেই হোক হঠাৎ পিছন দিকে ফিরে তাকালাম। টর্চ্চটাকে মোমবাতির মত দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম। পিছনের অস্পষ্ট আলোয় যা দেখলাম, তাতে আমার সর্ব্বশরীর হিম হয়ে যেন বুকের রক্ত জমাট বেঁধে গেল। বিশ্বাস করুন যা বলছি তার মধ্যে একবিন্দু অতিরঞ্জন, এক কোঁটা কল্পনা নেই! দেখলাম, সেই হাল্কা খয়েরী রঙের দস্তানা সেই ধূলোর উপর দিয়ে স্পষ্ট দাগ কেটে কেটে আমারি দিকে এগিয়ে আসছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে দেখছিলাম। কেবল আতঙ্কই নয়, অশুচিতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যে রকম ঘেন্না করে সেই রকম একটা দারুণ ঘেন্নায় সমস্ত শরীর রিরি করে উঠছিলো। কিন্তু আমি তখন চলৎশক্তিহীন। সেই প্রচণ্ড ভয়, সেই অসহ্য ঘৃণার হাত থেকে ছুটে পালিয়ে যাবার মত কোনো শক্তিই যেন সে মুহূর্ত্তে আমার ছিল না। দেখলাম, সেই দস্তানা জোড়া ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে, কিন্তু তার লক্ষ্য স্থির আমার দিকে। আমার থেকে তার দূরত্ব আর গজ তিনেকের বেশি নয়।

কিন্তু তার চেয়েও যে সাঙ্ঘাতিক

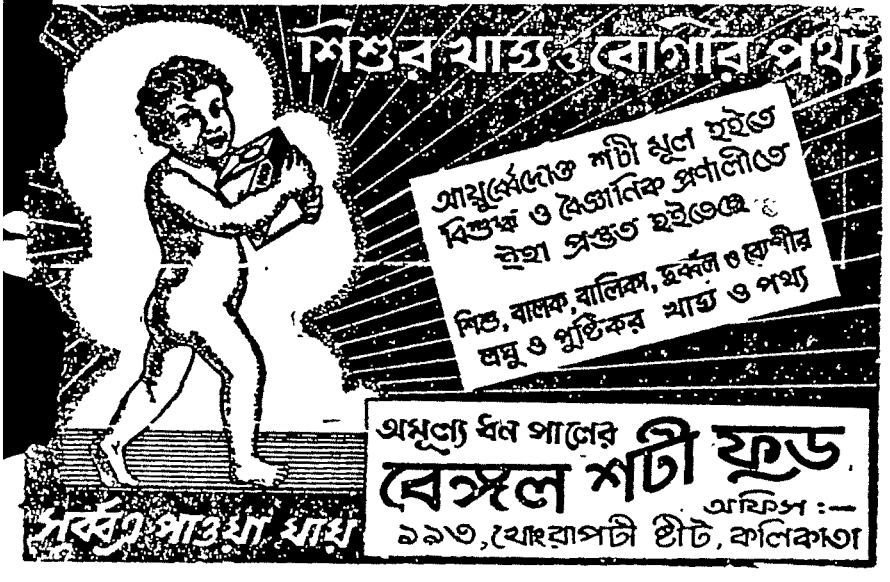

দৃশ্য আমাকে পাষাণমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল, সে হচ্ছে দস্তানা জোড়ার চেহারা। এখন আর তা এলিয়ে পড়া এক জোড়া খালি দস্তানা নয়। তারা ফুলে উঠেছে। যেন এক জোড়া বলিষ্ঠ হাতে তাদের পরে নেওয়া হয়েছে। যদিও জানি আপনারা বিশ্বাস করবেন না, তবু শুধু সেই এক জোড়া দস্তানা-পরা হাতের ধীর গতির মধ্যে যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম নারকীয় বীভৎস এক উল্লাস। আজ যেন সে শিকার হাতে পেয়েছে।

আর বেশি দূর নয়, একগজও আর আছে কিনা সন্দেহ। তারপরই ওই ঘৃণ্য বীভৎস ভয়ঙ্কর বস্তু দুটো আমাকে ছোঁবে। আতঙ্কে ঘৃণায় সমস্ত শরীর কুঞ্চিত হয়ে এলো। তখনো আমি ওই বস্তুটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছি। এখন আর দস্তানা দুটো হামাগুড়ি দিয়ে আসছে না। হাত দুটো এখন পরস্পরের মুখোমুখি এসেছে। আঙুলগুলো ছড়িয়ে গেছে। ঠিক যেমন করে দু' হাত দিয়ে লোকে মোটা জিনিষ আঁকড়ে ধরে তেমনি করে কোন কিছু যেন সে আঁকড়ে ধরতে চায়, দিতে চায় বলিষ্ঠ পেষণে গুড়ো করে, ধ্বংস করে।

হঠাৎ সেই ভঙ্গিতেই হাত দুটো


পশম

পশমের যেমন জুড়িদার নাই,
উল কিনিবারও নির্ভরযোগ্য দ্বিতীয় কোন স্থান নাই;
একমাত্র স্থান—

K. C. JAKKIMULL & SONS,
37, Park Mansions, Park Street, Calcutta

অতি উৎকৃষ্ট বিলাতী উল বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

লাফিয়ে উঠলো প্রায় আমার মাথা সমান উঁচু হয়ে। মুহূর্ত্তে আমার চমক ভাঙলো। বুঝলাম ওই নায়কীয় দস্তানা জোড়ার লক্ষ্য আমার কণ্ঠনালী। মানুষের আত্মরক্ষার স্পৃহা এমনই শক্তিশালী যে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে খোলা দরজা দিয়ে ছুট লাগালাম। পিছনের আওয়াজে টের পেলাম দস্তানা দুটো নিষ্ফল আক্রোশে লাফিয়ে লাফিয়ে মেঝের উপর আছড়ে পড়ছে।

তারপর আমার কেবল অস্পষ্ট মনে পড়ে, প্রাণপণে দৌড়েছিলাম। কতক্ষণ, কতদূর দৌড়েছিলাম কিছুই আর মনে নেই। যখন জ্ঞান হোল দেখলাম রাস্তার পাশে এক মুদির দোকানে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে আছি। মুদি আর এক ছোকরা পাশে দাঁড়িয়ে আমার মুখে চোখে জলের ঝাপ্টা দিচ্ছে। জ্ঞান হতেই মুদি সদ্য দোওয়া গরম দুধ এক গেলাস খাইয়ে দিলে। মনে হোল বাঁচলাম।

দোকান সংলগ্নই মুদির বাড়ী। ধরাধরি করে ওরা আমাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। তারপর রাত্রে দারুণ জ্বরে বেহুস হয়ে পড়বার আগে মুদির কাছে যা শুনেছিলাম তা এই ঃ

ওই বাড়ীটি ছিল এক জোয়ান বাঙালী বাবুর। বাইরে সে বেশ মিশুক আর হাসিখুসি ছিল, কিন্তু আসলে সে ছিল মূর্ত্তিমান শয়তান। জালিয়াতি, খুন ডাকাতি সে কত করেছিল তার ইয়ত্তা নেই। আর সব দুষ্কার্য্যই সে করতো দস্তানা পরে, আঙুলের ছাপ যাতে না পড়ে। ঐ বাড়ীটি সে দুষ্কার্য্যের ঘাটি হিসেবেই তৈরী করিয়েছিল। একাধিক স্ত্রীকে সে গয়নার লোভে নাকি গলা টিপে মেরে ঐ বাড়ীতেই পুঁতে রেখেছে। পুলিশ তার ঘাটি আবিষ্কার করে বাড়ী ঘেরাও করলে পর নাকি পুলিশদের সঙ্গে রীতিমত রিভলভার যুদ্ধ করে লোকটি ঐ বাড়ীতেই প্রাণ দেয়।


অল্প টাকায় ব্যবসা করুন

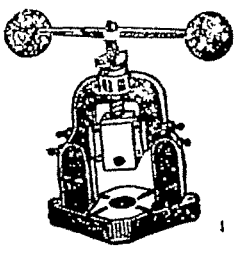

বেকার জীবনকে কাজে লাগান

কুটীর শিল্পের উন্নতিকল্পে

এই মেসিন দ্বারা গৃহে বসিয়া নানারকম জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারেন। চাকুরী করেও অবসর সময়ে এই কাজ করা যায়। অবসর সময়ে এই সমস্ত কাজ করিয়া আপনার অভাব দূর করতে পারেন। অনুসন্ধান করুন

**বঙ্গী এণ্ড কোং**

১২৫নং বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া।

বিঃ দ্রঃ—আমরা বল প্রেস, পাওয়ার প্রেস, টালি প্রেস, সাবান, বাতি মেসিন ও সর্ব্বপ্রকার ডাইস ইত্যাদি তৈয়ারী করি।

সেই থেকেই ও বাড়ী অভিশপ্ত। লোকটি টাকা কড়ি সোনাদানা ঐ বাড়ীতেই কোথাও পুতে রেখেছে অনুমান করে দু'বার দুটো চোর, নাকি ঐ বাড়ীতে ঢুকেছিল। কিন্তু তারা কেউই ফিরে আসেনি। প্রত্যেককেই নাকি পাওয়া গেছে বাড়ীর ভিতর গলা টিপে মারা অবস্থায়।

সেই জ্বরের ধাক্কায় এখনো হাসপাতালে রয়েছি। আত্মীয় স্বজনরা খবর পেয়ে আমাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমার এ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তারা কেউই বিশ্বাস করেনি। তাদের ধারণা বৃষ্টি ভিজে জ্বরের তোড়ে জিনিষপত্র সব কোথায় ফেলে দিয়েছি তা আমি নিজেই জানি না। আর গল্পটা আগাগোড়াই নাকি জ্বরের বিকারে আমার উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা থেকেই জন্মেছে।

---

—জোচ্চর! একটা পোকরাজের আংটি দিয়ে বলে কিনা হীরার!! বিয়ে করলে দেখব ও নিজেই এক পোকরাজ।

—ওগো, আজ রেশন অফিস থেকে এন্‌কোয়ারী করতে আসবে, তুমি একটু লুকিয়ে থেকো, দেখলে সন্দেহ করবে যে ব্ল্যাক মার্কেট থেকে চাল কিনছি।

# সুচরিতা

শ্রীমনোজ বসু

মহেন্দ্রঘাটে পদ্মা পেরিয়ে এসে পাটনা জংশনের ওয়েটিং-রুমে গাড়ীর অপেক্ষায় ছিলাম। লোকটিকে দেখলাম সেইখানে। সে-ও অপেক্ষা করছে। দেখা হল বছর পাঁচেক পরে—হ্যাঁ, পুরোপুরি পাঁচটা বছর কেটে গেছে তারপর।

খপ করে হাত এটে ধরলাম, সরে পড়তে না পারে। অনেক দিন ধরে খুঁজছি।

লোকটা হকচকিয়ে গেছে।

কে মশাই আপনি?

চিনতে পারছেন না? দেখুন তো ভাল করে। সেদিনও চেনেন নি আমায়। কিন্তু এত কাণ্ডের পরে এখনো কি অচেনা থেকে যাবো?

কি বলছেন? আমি কি কোনদিন মশাই—

আজ্ঞে হ্যাঁ। রদ্দা কষিয়ে দিয়েছিলেন আমার পিঠে। জুয়াচোর মিথ্যেবাদী মাতাল বলে গালি দিয়েছিলেন। রিতা প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে রইল, আপনি তখন আমার বাপ-পিতামহের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

"দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই মুর্ত্ত আনন্দের
প্রতীক হ'ল
**"ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ানের"**
**একখানি বীমাপত্র**

আজ থেকে ৪৫ বৎসর পূর্বে
সেই মহাপ্রাণ
স্যার রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
কে, সি, আই, ই, ; কে, সি, ভি, ও,
এই কোম্পানী আপনাদের সেবার
জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আজও আমরা
আপনাদের সেবায় নিযুক্ত

প্রস্পেকটাস্ কিম্বা এজেন্সির জন্য
আজই পত্র লিখুন :—

ম্যানেজার—

# ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান
## লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

মারকেণ্টাইল বিল্ডিংস, ৯, লালবাজার, কলিকাতা

শাখা অফিস ভারতের সর্ব্বত্রই আছে।

মনে পড়ল এবার? লোক ভুল করেছিলেন। কিন্তু মিথ্যে বলে ঢাকা-ঢাকি করে লাভ নেই।

রিতা অর্থাৎ সুচরিতার সঙ্গে সে সময়টা জমজমাট অবস্থা। ঈশ্বর দুটো জিনিষ দিয়েছেন—ভাল চেহারা এবং অপর্যাপ্ত মিথ্যে বলার ক্ষমতা। ঐ দুটোর জোরে ধরাকে সরা জ্ঞান করে বেড়াই।

রিতা বিজয়গড়ের মেয়ে। বিজয়-গড় নিশ্চয় বিশাল কোন জায়গা—কোথায় যদিচ সঠিক বলতে পারব না। কারণ ভূগোল পড়া নেই। রেনি পার্কের প্রকাণ্ড এক অট্টালিকায় থাকে, তারও নাম বিজয়গড়। অন্তত পাঁচ বিঘে জমির উপর বাড়ীটা। তবু অহরহ রিতার খুতখুতানি—খাঁচার মধ্যে থেকে মরে যাচ্ছে সে! কলকাতার উপরে ফুলের বাগান এবং লন-সম্বলিত অট্টালিকা—রিতার কাছে তা-ও খাঁচা বিশেষ। বুঝুন। বিজয়গড়ের আসল বাড়ীটা। অতএব অনুমান হয়, একটি তেপান্তরের মাঠ। আমি গিয়েছিলাম এই হাটে ছুঁচ বেচতে! নাকের জলে চোখের জলে ভাসমান হব, এতে আর বিস্ময়ের কি?

বিজয়গড়ের কম্পাউণ্ডের সামনে রোজ সন্ধ্যায় আমার ঝকঝকে মিনার্ভা গাড়ি দাঁড়ায়। রিতা কলকণ্ঠে সম্ভাষণ জানায়, উজ্জ্বল দু' পাটি দাঁতের হাসি ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে। প্রেম এমন প্রবল যে গেটের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে আমার


জনপ্রিয় ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাহিদাযুক্ত ভারতীয় কলম

"লেখনী"

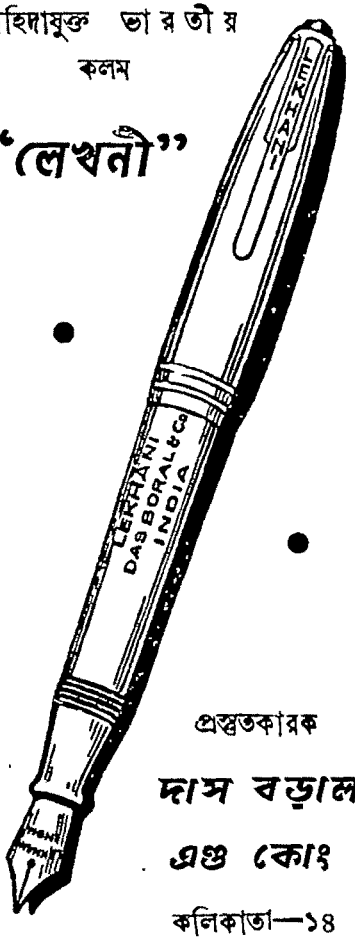


প্রস্তুতকারক

দাস বড়াল এণ্ড কোং

কলিকাতা—১৪

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

জন্ত, গাড়ী ভাল করে না থামতেই দরজা খুলে পাশে এসে বসে। আমার ইচ্ছা, একটুখানি নেমে রিতার মা-বাপের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে চা-টা খেয়ে যাই, তা ঘটে ওঠে না কোনদিন। প্রিয়-সঙ্গের জন্ত লোলুপ রিতা—অবসরের এক তিল অপব্যয় হতে দেবে না।

চা খাওয়ার ব্যাঘাত ঘটে না অবশ্য। কোনদিন চাঁদপাল ঘাটে কোনদিন বা চৌরঙ্গিতে। মোটর গাড়ি যদি মানুষ হত, হাত জোড় করে রেহাই চাইত আমার হাত থেকে।

আগে টাকা খরচ করতে হয় সকল ব্যবসার এই রীতি। কিন্তু তিন তিনটে মাস কেটে গেল, সিকি পয়সা উশুল হবার কোন লক্ষণ নেই। বাকৃ সর্ব্বস্ব এমন ভালবাসার পিছনে কাঁহাতক ছুটোছুটি করা যায়? তা ছাড়া অবস্থাও ইতিমধ্যে অভিমাত্রায় সঙ্গিন হয়েছে। ড্রাইভারি চাকরিটা খুইয়েছি। বাবু কি করে টের পেয়ে গেছেন, তিনি যখন ক্লাবে থাকেন আমি গাড়ি নিয়ে পালাই।

অতএব বেমালুম ডুব দিয়েছি। রেনি পার্কের ছায়াও মাড়াইনে। যা কিছু গতিগম্য সহরের উত্তর অঞ্চলে।

সুদীর্ঘ ৮০ বৎসর জাতির সেবায় নিযুক্ত

**নির্ভর যোগ্য ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান**

দি

**ফরিদপুর ব্যাঙ্কিং করপোরেশন**

**লিমিটেড**

কলিকাতা অফিস:—১৪১ নং, রসা রোড—কালিঘাট

কলিকাতা—২৬

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর:—শ্রীসুকুমার গুহ মজুমদার

বি-এসসি; বি-এল

চাকরীর চেষ্টায় সারাদিন টহল দিয়ে বাসায় ফিরছি, সচকিত হয়ে দেখলাম রিতা দেবী। বাপ-মাকে গোপন করে এসেছে, জানলে তাঁরা কখনো আসতে দিতেন না, এতটা পথ বেচারাকে তাই ট্রামে আসতে হল।

তাকাচ্ছে এদিকে ওদিকে। বাসা দেখে অবাক হয়ে গেছে। যেমন আমি অবাক হয়েছি তাকে দেখে!

এই জায়গায় থাকেন আপনি?

সদম্ভে বললাম—হ্যাঁ, এসে উঠেছি এখানে। বাড়ীতে আর যাবো না। কক্ষনো না। নাই বা চড়লাম গাড়ী, না খেলাম কালিয়া-কাবাব! কেন পায়ে হেঁটে চলে না মানুষ? খায় না ভাত-রুটি?

হয়েছে কি বলো দিকি? সমস্ত বলতে হবে আমায়।

বাবা কি বলেছেন শুনবে? ভাবতে গেলেও কান্না পায়! আমার মা বেঁচে থাকলে কখনো এমনটা হত না। এর পরে আত্মসম্মান নিয়ে যাওয়া চলে না আর ওখানে।

রিতা তিরস্কার করে, ছিঃ—বাপ-ছেলের মধ্যে আবার আত্মসম্মান! রাগ হলে আমার বাবাও কত কি বলে থাকেন।

দু' হাত জড়িয়ে ধরে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, এক হপ্তা দেখা নেই—তখনই বুঝলাম, ভয়ানক কিছু হয়েছে। আমি বলছি—যাই বলুন, বাবার গালিগালাজ মনে রেখো না। বাড়ি চলে যাও।

না—

রিতা রুষ্ট হয়ে বলে, কি করবে তবে?

থাকব এইরকম। টুইশনি জোটে তো করব একটা দুটো। না জোটে, বেরিয়ে পড়ব কলকাতা থেকে।

আর আমি? খরকণ্ঠে রিতা বলে, আমার অবস্থাটা ভেবে দেখেছ? পাড়ার সবাই জানে আমাদের মেলামেশার

ঘরের বা বাইরের যে-কোন নিখুঁত ফটোর কাজের জন্য
**গুহ ষ্টুডিও**
শ্রেষ্ঠ সকল প্রকার ফটোর মাল মসলাও পাওয়া যায়।
**157-A Dhurramtalla Street, (Calcutta)**

# পূজার সাদর সম্ভাষণ

**BNR ★ EIR**

কলিকাতা রেলসমূহের

পাব্‌লিক রিলেসন্স অফিসার কর্তৃক প্রচারিত

কথা। বাইরের লোকেও দেখেছে। এই তুমি যাচ্ছ না—তাই নিয়ে দিনের মধ্যে বিশবার মা আমায় ব কা ব কি করেছেন। কি বলেছিস তুই? নিশ্চয় রাগারাগি করেছিস। বাছার মনে লেগেছে —তাই আসে না।

ভাজ্জব লাগল। স্নেহশীলা মহিলাটিকে চোখের দেখা দেখলাম না—অথচ ইতি-মধ্যে আমি বাছা হয়ে গেছি, মেয়েকে অহরহ বকছেন আমার কটাদিন না যাওয়ার জন্য।

রিতা বলে, মন্দার-দা শ্যামবাজারের মোড়ে তোমায় দেখলেন। কেঁদে কেঁদে মারা যাচ্ছি, আমার দশা জানেন তিনি —তোমার পিছু পিছু গিয়ে বাসাটা চিনে এলেন। ভাগ্যিস দেখতে পেয়ে-ছিলেন—নয় তো মরে গেলেও তুমি বোধ হয় আর খোঁজ নিতে না।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছি। কণ্ঠে কান্নার আমেজ এখনও। তা ছাড়া এ গলিতে এমন সুবেশা নারীর আ বি র্ভা বে কৌতূহলী অনেকগুলো চোখ এদিকে সেদিকে ঘুরছে। নর্দ্দামার পচা গন্ধে রিতা নাকে কাপড় দিয়েছে। ভাল ঘরের মেয়ে, আর তাকে নরক ভোগ করাতে চাইনে। বললাম, রাগ কোরো না। আমারও মনের অবস্থা বুঝে দেখ রিতা। কালই যাবো আমি, গিয়ে সমস্ত বলব।

নিশ্চয় যেও। আগাগোড়া না শুনে আমি সোয়াস্তি পাবো না।

যতদূর রেনি পার্ক অবধি নয় কিন্তু।

শিল্পী—শ্রীঅরুণ দাস।

গাড়ী নেই, বুঝতেই পারছ। মাঝামাঝি কোনখানে—ময়দানে পুকুরধারের সেই সবুজ বেঞ্চিটায়। কেমন?

ভুলে যেও না। তাহলে আমার আবার আসতে হবে।

রিতা আবদারের ভঙ্গীতে বলে চলে

গেল। কিন্তু আমার কানে লাগল শাসানির মতো।

পালিয়ে পরিত্রাণ নেই, পদে পদে ঠিক এসে ধরেছে। কলকাতা ছাড়তে হবে। কোথায় যাওয়া যায়? খোঁজ খবর নিতে এবং বোঁচকাবিড়ে বাঁধতেও দুটো একটা দিন লাগবে।

একটু সকাল সকাল গিয়ে পড়েছি ময়দানে। বসে বসে অদৃষ্ট চিন্তা করছি। প্রায় বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত অবস্থা। এমন সময় এই লোকটি।

লোকটি এসেই ঘুষি মারল আমার পিঠে। আমিও ক্ষেপে উঠেছিলাম। গোলমালের মধ্যে সহসা রিতা এবং তার মদ্দার দা এসে উপস্থিত।

কি হয়েছে?

লোকটি ওদের সালিশ মেনে টানা এক গল্প বলে গেল। আমি নির্ব্বাক হয়ে রইলাম।

মদ্দার আগুন হয়ে বলে, শুনলে? ধাপ্পা দিচ্ছে গোড়া থেকেই আমি বলেছিলাম কিনা?

রিতাকে তারপর আর দেখিনি। ক্ষীণদৃষ্টি লোকটিকে পাঁচ বছর পরে এই পেলাম পাটনা ষ্টেশনে।

সেই পুরানো প্রসঙ্গ তুলতে লোকটি মরমে মরে গেল।

ছি ছি! কি কাণ্ড করেছিলাম সেদিন! আপনি নিতান্ত ভদ্রলোক বলেই চুপচাপ সরে গিয়েছিলেন।

পূজার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

সকল প্রকার দেশী ও বিলাতী
কাগজ ও কালী বিক্রেতা

বসু এণ্ড কোং

১১৮, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

ফোন ঃ বড়বাজার ৪০৭২

অন্য কেউ হলে ঐখানে আমাকে শেষ করে দিত। তারপরেই আমার সেই খাতকটার দেখা পাই। টাকাও আদায় হয়ে গেছে।

কিন্তু আমার ভদ্রতা পুরোপুরি জানতে তখনো তার বাকি ছিল। টেনে হিচড়ে প্লাটফরমের বাইরে নিয়ে চললাম পাল্টা পিটুনি দিতে নয়, খাবার খাওয়াতে। খাওয়া অন্তে বিল দিল সাত টাকা দশ আনার। বিল চুকিয়ে পরমানন্দে গলাগলি হয়ে দু'জনে বেরোলাম।

রিতাকে আর দেখিনি, কিন্তু কিছু কিছু খবর রাখি। সেদিন কাগজে পড়লাম ওদের বিবরণ। পড়েছেন আপনারাও।

হাওড়ার পুল থেকে সেই যে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, লোকটা হল মন্দার (মামার পিতৃদত্ত নাম)। কিন্তু রিতা সঙ্গে ছিল; জলে ডুবেও রেহাই পায় নি। চেঁচামেচি করে লোকজন ও মোটর লঞ্চ জুটিয়ে আবার তাকে ডাঙায় তুলল।

আরও প্রকাশ, সুচরিতা বিজয়-গড়ের অথর্ব্ব গিন্নীর মাইনে করা নার্স পাঁচটা থেকে ন'টা পর্য্যন্ত বাইরে বেরোবার ছুটি।

এবং, সেই যে হাসি মাখা ঝিকমিকে দাঁত, তার দুটো পাটিই বাঁধানো।

---

মুক্তি প্রতীক্ষায়!

कोहिनूर पारफ्यूमर्स · कलकत्ता

# ছুঁচোর কীর্ত্তন

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

পেটের খোরাক চাই, মনের খোরাক নাই,
মিলে গেছি তাই আজ মিছিলে,
ভূখ-মিছিলের সাথে চলিতেছি দিনেরাতে
ভাগ্যবন্তা নাম কিনি নিখিলে
পরণের পরিধান শিয়রের উপাধান
সমাধান ছুটি চোখ বুজলে,
রাঙা চোখ ভগবান ডাকিলে পাতে না কান
ঠিকানা যায় না পাওয়া খুজলে।
মিছিলের সর্দ্দার বলিছে খবরদার
"আসান্-সে খাড়া" হও সকলে,
পিচঢালা রাস্তায় মরা যায় সস্তায়
নিশান গুটিয়ে রাখি বগলে।
নিষিদ্ধ এলাকায় জবরদস্ত যায়
মৃদু লাঠি চলে কভু বে-চালে,
কাঁদুনে গ্যাসের ঝাল নরনারী বেসামাল
গলাকাটে হরদম্ চেঁচালে।
সভাপতি সজ্জন অবিরাম গর্জ্জন
তর্জ্জনে মেলেনাক তণ্ডুল
নিরক্ত গায়ে ঘাম কীই বা তাহার দাম
মাঝপথে সব কাজ ভণ্ডুল।

দল বেঁধে রোস্‌নাই ঘামঝরা খোসবাই
রুখু চুলে ঘাড়গুঁড়ি গুঁড়িতে
ওদিকে মালপো ভোগ নেপোর ফলার যোগ
কাজিয়া লেগেছে নেড়ানেড়িতে।
নেতা আছে ছোট বড় লেকচারে ভারী দড়
মনে হয় নেমে আসে স্বর্গ
ভরা পেটে উদ্‌গার উঠিছে বারম্বার
ঘুচে গেল সব উপসর্গ।
মিছিল ফিরিল ঘরে ছুঁচোয় কীর্ত্তন করে
ভাড়ারের চাল ডাল ফক্কা,
বোমচিকা বোমচিকা পেটে ডাকে চামচিকা
বেঁচে যাই পেতে পেতে অক্কা।
দেখছ না জেল্লা মার দিয়া কেল্লা
জিত হবে পণ-ভোট-রঙ্গে
তারপরে হরদম লাগাও গাঁজায় দম
হাঁড়িচাঁচা আধখানা বঙ্গে।

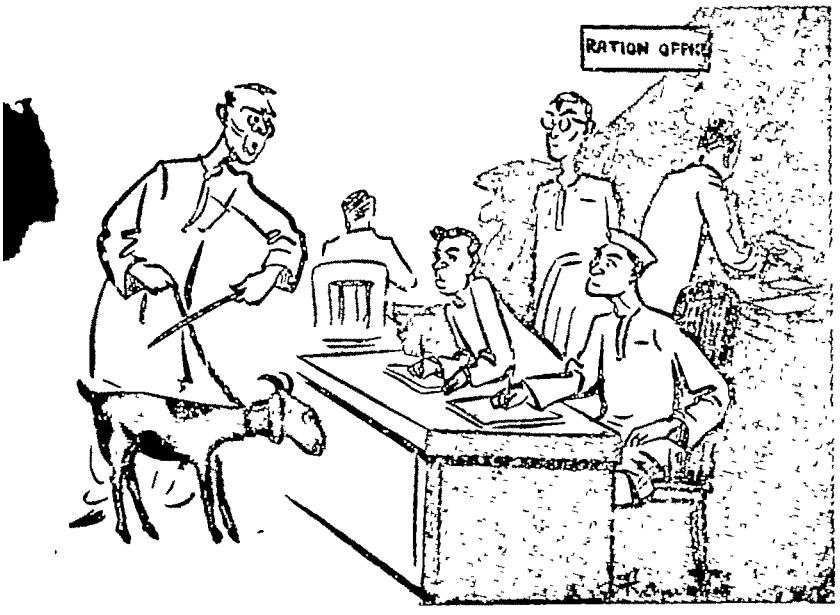


—দেখুন স্যার, ছাগলটার আস্পর্দ্ধা, বেটিকে রোজ এক সের করে ছোলা খাওয়াই, তার ওপর আমার আটখানা রেশন কার্ড খেয়ে ফেলেছে!

# ভোটযুদ্ধের পলিটিক্স

শ্রীনন্দীভৃঙ্গী

মহেশ্বর অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে বিল্ব-বৃক্ষের বেদীর উপর বসিয়া আছেন। সম্মুখে প্রভাতী সংবাদপত্রগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। অভয় চরণযুগল স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেই সম্বিত পাইয়া নড়িয়া বসিলেন। ইঙ্গিতে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া মৃদুহাস্যে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন।

আমি যুক্তপাণি হইয়া কহিলাম, প্রভো, দীন ভৃত্যের মনে এক নূতন বাসনার উদয় হইয়াছে, অভয় পাইলে নিবেদন করি।

নির্ভয়ে বল বৎস।

মর্ত্তলোকে দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করিয়া কিছুই হইল না। এইবার পলিটিক্সে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে চাহি। জাতীয় কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। নীড় ছাড়া পাখীর মত কে যে কোন্ দলের কুলায়ে আশ্রয় লইতেছে তার ইয়ত্তা নাই। এই ডামাডোলের বাজারে নির্ব্বাচনে দাঁড়াইয়া পড়িলে আখেরের একটা কিকির হইয়া যাইবে। বিধান পরিষদের প্রার্থী হইবার জন্য আমার তরুণ বন্ধুরা বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে-

সুমধুর সঙ্গীতে ভরপুর সরল হিন্দী চিত্র !

বুকিংএর জন্য : **ফিল্ম ফাইনা-সার্স লিঃ**

২, ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী লেন— কলিকাতা

ছেন। আপনার আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ না পাইলে মন স্থির করিতে পারিতেছি না।

দেবাদিদেব নড়িয়া বসিলেন। প্রসারিত সংবাদপত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, জহরলাল একটা বড় টাল সামলাইয়া লইয়াছে। কিন্তু জীব যেমন দুইবার একই দেহ ধারণ করে না, তেমনি কংগ্রেস আর তাহার পূর্ব্বরূপ ফিরিয়া পাইবে না। ট্যাণ্ডন পুনরায় সদলবলে সুচ হইয়া প্রবেশ করিল, ফাল হইয়া বাহির হইতে কতক্ষণ? অন্যদিকে পুরাতন ওস্তাদেরা বাহিরে আসিয়া নয়া নয়া বুলি আওড়াইয়া দল ভাঙ্গাভাঙ্গিতে মাতিয়াছেন। ভারতের রাজনীতি বড়ই ঘোরালো হইয়া উঠিল।

তাই তো বিভ্রান্ত হইতেছি প্রভো। আশার কথা এই, অনেক প্রবীণ বিরক্ত হইয়া রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। এই সুযোগে নির্ব্বাচিত হইলে মন্ত্রীত্বও মিলিতে পারে। কিন্তু একটা দলে না ভিড়িলে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে কোন সুবিধাই করিয়া উঠিতে পারিব না।

কংগ্রেসের বাহিরের দলগুলি এখনো দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। এখনো এরা শেওলার মত সংবাদপত্রের বুকে বিবৃতি রূপে ভাসিতেছে। অতএব এখনি কোন দলে যোগ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া

L. H. LILARAM
& CO., LTD.

Jewellers and Diamond Merchants

7, PARK STREET,
Calcutta—16

*Official Agents for*

OMEGA and TISSOT Watches

'Phone : —West 727.

নির্লিপ্ত থাকিয়ো না। নিমন্ত্রণ পাইলে তো কথাই নাই, রবাহুত হইয়াও সকল দলের বক্তৃতামঞ্চে যাইবে। বিশেষ প্রতিবাদও দাবী দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা করিবে এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি দিবে। শহীদ স্মৃতি পূজায় শ্মশানে ও পার্কে মাল্যদান করিবে এবং ভাষণ দিতে গিয়া সেই সব আত্মোৎসর্গকারী বীর বিপ্লবী-দের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়ো না। এইভাবে জমি প্রস্তুত করিয়া তোমার চাহিদা বাড়াইতে থাক।

দেব, এখন আমি পুরাদমেই আরম্ভ করিয়াছি। সাংবাদিক হওয়ায় আমার কিছু সুবিধা আছে। সভার বর্ণনায়

খ্যাতনামাদের বক্তৃতার সঙ্গে আমার ভাষণের কয়েক ছত্রও সহকর্ম্মীরা জুড়িয়া দেন। কিন্তু কি বিশেষ রাজনৈতিক মতামতের পোষকতা করিব, সে সম্বন্ধে কিছু উপদেশ করুন।

মহেশ স্মিতমুখে কহিলেন, তবে অবধান কর বৎস। রাজনীতিতে তুমি চরমতম বামপন্থী হইবে। বিশ্বমানবের মুক্তি হইবে তোমার লক্ষ্য। কাজেই কি স্বদেশের কি বিদেশের খুঁটিনাটি সমস্যা লইয়া উদ্বিগ্ন হইয়ো না। সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র সমস্যাগুলি এক উদার ব্যাপক সমষ্টির মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া নির্ব্বিকার থাকিবে। দুর্ভিক্ষ অন্নাভাবে লোক মরুক অথবা ভুখো মিছিলে পুলিশের গুলী খাইয়া বালক স্ত্রীলোক মরুক, কো রি য়া স্থ মাকিণী বোমায় লোকে ঝাড়বংশে উৎসন্ন যাক, তুমি উদাসীন থাকিবে ভাবাবেগ বর্জ্জিত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীই বা ম প ন্থা ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। কোন দলে যোগ দিয়ো না, তাহা হইলে সৈনিকের শৃঙ্খলা মানিয়া দলের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতে হইবে। যুথবদ্ধ না হইয়া সকল দলের চাঁইদের বিশেষতঃ অগ্নিযুগের দাদাদের সমূহ প্রশংসা করিবে। চি ন্তা র এই বেপরোয়া স্বাধীনতার জোরেই জনপ্রিয় হইবে। স ক লে ই বলিবে, তুমি তো আমাদেরই।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আমরা International Air Transport Associationএর পূর্ণ সভ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছি। পৃথিবীর সর্বত্র দ্রুত মাল প্রেরণে সুবিধাজনক ব্যবস্থা আমাদের সুসাধ্য হইয়াছে।

জে, সেনগুপ্ত লিমিটেড

১৩, ব্র্যাবোর্ণ রোড,

কলিকাতা-১

টেলিফোন :—ব্যাঙ্ক ৩৭০৮ ও ৬৭৭৪

আশুতোষ, চরম বামপন্থী বলিয়া আত্মপরিচয় দিলে প্রতিদ্বন্দ্বীরা বলিবে রামি কমিউনিষ্ট।

মহাদেব উচ্চহাস্যে বলিলেন, তাহারও প্রতিশেধ আছে। সোভিয়েট রাশিয়াকে প্রতিক্রিয়াশীল লাল সাম্রাজ্যবাদী বলিয়া নিন্দা করিবে। ষ্টালিনপন্থী কমিউনিষ্টদের ট্রটস্কীর বিশ্ববিপ্লবের আদর্শভ্রষ্ট বলিয়া গালি দিবে। দেশী ও বিদেশী সোস্যালিষ্টদের আপসপন্থী এবং ধনী বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর দালাল বলিয়া অভিহিত করিবে। আমেরিকার শাসক শ্রেণীকে ওয়াল ষ্ট্রীটের কোটিপতিদের বেতনভুক ভৃত্য বলিয়া কঠোর কটাক্ষ করিবে। আজ বামপন্থা চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া অপক্ষপাত থাকিবার ইহাই গূঢ় রহস্য।

প্রভু আপনার, উদ্দেশে এক নূতন আলোক পাইলাম। স্বদেশের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিন।


কলেজ ও স্কুলের
যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক
এখানে পাওয়া যায়
ফরোয়ার্ড
পাবলিশার্স
১৪১-১বি, রসা রোড
[ হাজরা পার্কের বিপরীত দিক ]

আয়ুর্বেদীয় ঔষধের অন্যতম প্রতিষ্ঠান
নবশক্তি ঔষধালয়
২৯৬-এ, অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।
ফোন— বড়বাজার ৬০৫২

সমস্ত ঔষধই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রানুযায়ী প্রস্তুত ও অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দেওয়া। আমাদের নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সর্ব্বজনবিদিত—

| | | |
|---|---|---|
| দুর্ব্বলতায় | হাপানিতে | ম্যালেরিয়ায় |
| শক্তিসিন্ধু রাসায়ণ | শ্বাসকাসারিষ্ট | মহাশক্তিসুধা |
| বাতরোগে | সর্দ্দিকাশিতে | শিরোরোগে |
| বাতসংহারক তৈল | বাসারিষ্ট | হিমবিন্দু তৈল |

চ্যবনপ্রাশ
প্রতি সের ১২৲ টাকা
কবিরাজ শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন

বাংলার লোক শিল্প

**রান্না একটি শিল্পকলা বিশেষ**
**কিন্তু উহার সাফল্য নির্ভর**
**কর রান্নার উত্তম**
**মাধ্যম**

# তুষার

বনস্পতির উপর।

রান্নার এই উন্নত মাধ্যম সু-সংমিশ্রিত ও অতি উত্তমরূপে পরিশোধিত

হওয়ায় তুষারের গুণ, বিশুদ্ধতা ও টাটকা ভাব অবিকৃত থাকে। অধিকন্তু তুষারের সুক্ষ্ম দানা পূর্ব্বাপর একই ভাবে থাকায় প্রথম ব্যবহারের পরও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা পুনরায় ব্যবহার করা চলে।

**তুঙ্গভদ্রা ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ,** কুরনুল

এ ক্ষেত্রে তোমার মতামত যেন মৌলিক থাকে সেদিকে সতর্ক থাকিয়ো। বলিবে জহরলালের পররাষ্ট্রনীতি নিরপেক্ষতার আবরণে এক ক্লৈব্য। বলিবে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার নামে বৃটিশ কমলওয়েলথ ও বণিককুলের কায়েমী স্বার্থের তাঁবেদার এই জাতীয় সরকারের পতন না হইলে কাহারো কল্যাণ নাই। গান্ধীনীতিভ্রষ্ট প্রচ্ছন্ন ফাসিস্ত কংগ্রেসের কবল হইতে, জহরলালকে উদ্ধার করিয়া, আবার তাহাকে জনগণের মধ্যে আনিতে হইবে।...

আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ভূতনাথ প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয় নিশ্চয় তোমাকে নূতন পথ দেখাইতে হইবে। সাহসের সহিত বলিতে হইবে, কেবল পশ্চিমা গণতন্ত্র নয়, রুশের সাম্যবাদও নয়, এ দুইকেই আত্মসাৎ করিয়া ভারতের অধ্যাত্ম সমুদ্ধারের সাধনার সহিত সমন্বয় বিধান করিতে হইবে, তাহা হইতে যে দিব্য-জীবন প্রস্ফুরিত হইবে, তাহাই ভারত ও জগতকে তৃতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে। বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের এই সমন্বয় তত্ত্ব প্রচার কর, ভোটযুদ্ধে তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী।

প্রণাম করিয়া কহিলাম, প্রভো আপনার উপদেশে আমার প্রজ্ঞানেত্র প্রস্ফুটিত হইল। তবু ভয়ে ভয়ে বলি, কেবল তত্ত্বে কুলাইবে না, আরো কিছু আবশ্যক।

অন্তর্যামী বুঝিলেন, উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, কুবেরকে বলিয়া দিব, সেজন্য চিন্তিত হইয়ো না।

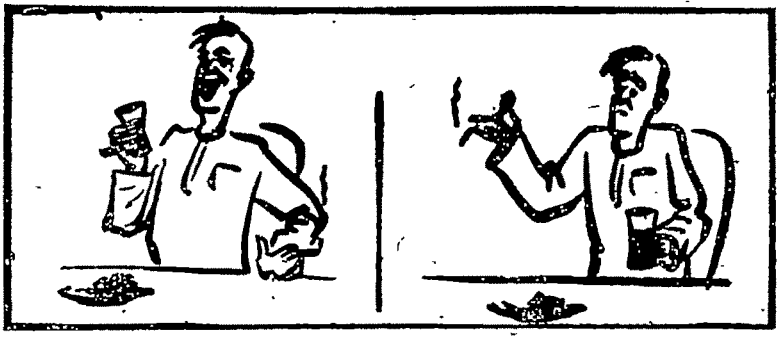

মাইনেটা পেয়েছি এবার একটু
আরাম করে টানা যাক—

গিন্নীকে বলব সর্ব্বনাশ হয়েছে,
টাকা পিকপকেট—

নয়ত বলব এক গুণ্ডা
ছোরা দেখিয়ে সব—

কিংবা ট্রাম থেকে নাবতে
পিছলে পড়ে গিয়ে সব টাকা—

বাকি টাকাগুলি বাড়ী গিয়ে
চটকরে লুকিয়ে রেখে—

কই, বাকি টাকা সব কোথায়?

# আকালের আগমনী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

এসো এসো জগদম্বা
বরাতে অষ্টরম্ভা
ঘরে নেই চাল তাইতো নাকাল
আকালের কালোবাজারে।
রেশনে কী দুর্ভেগ্য
কাড়াকাড়ি নৈবেদ্য
'কিউ' দিয়ে তাই অর্ঘ্য সাজাই
দাঁড়াই হাজারে হাজারে॥

কোথা হবে অবতীর্ণ
পথ ঘাট জনাকীর্ণ
ভাঙা বাংলার ওঠে হাহাকার
বাস্তুহারার ভাগাড়ে।
দুর্গতিহরা দুর্গে,
ব্যারাকে ব্যারাকে দুর্গে-
কাড়ানাকাড়ার শুনি হুঙ্কার
ক'বছর থেকে নাগাড়ে॥

ঘরে ঘরে শুধু কান্না
প্রভুরা শুনতে পান্না
সোনাদিয়ে মোড়া কাপড়ের জোড়া
কৌপীন তাই পরনে।
একী নিদারুণ লজ্জা
ঘুচে গেছে সাজ-সজ্জা
হে-ভবতারিণী দুঃখ হারিণী
এলেকি দুঃখ হরণে?

# নৈরাশ্যের কারণ নাই !

অসুস্থ লিভারের জন্যই এইরূপ নৈরাশ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বাইকোলেটস্ ব্যবহারে সেই লিভার আবার সজীব ও সতেজ হইবে এবং পুনরায় উৎসাহ, শক্তি ও সজীবতা আনয়ন করিবে।

**BI-COLATES**

Make sure seal is unbroken

দেখিবেন সীল ভাঙ্গা না থাকে।

# আলোছায়া

## বোম্বাইর সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা

ফিল্ম্যান

আড়াই বছর পর সম্প্রতি সপ্তাহ-কালের জন্য আমায় বোম্বাই যেতে হয়েছিল।

ফিল্মের লোক হিসাবে কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও বোম্বাই চিত্রশিল্পের সঙ্গে যোগা-যোগ স্থাপন করতে বা বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ক্ষান্ত হইনি। সেই অভিজ্ঞতাই এখানে নির্দ্ধারিত জায়গায় ব্যক্ত করতে চেষ্টা করব।

বোম্বাইতে হঠাৎ দেখা আমার সঙ্গী পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। রবীন মাদ্রাজের সিনে টেক্‌নিশিয়ান কন্‌-ফারেন্সে যোগদান করে বোম্বাইতে চলে এসেছে তাঁর বোম্বাইর চুক্তিবদ্ধ কাজ-গুলোর সম্পর্কে কথাবার্ত্তা বলতে। তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল যে মাদ্রাজের কয়েকজন প্রযোজক তাঁকে সঙ্গীত পরি-চালনার জন্য চাইছে। চিত্র নির্ম্মাণের দু' একটি ঘাটিতে এসে বুঝতে পারলুম রবীনের সুর সৃষ্টির খ্যাতি বাংলাতেই সীমাবদ্ধ নয় বোম্বাই চিত্রশিল্পেও তাঁর খ্যাতি ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে।

বোম্বাই ছবিতে কাজ না করেও রবীন যে সম্মান সেখানে পেল তার ফলে বাঙ্গালী হিসাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। বোম্বাই সাংবাদিক মহলেও বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর সঙ্গে কথা বার্ত্তায় বুঝতে পারা গেল বোম্বাইর অর্থ হীন বিদেশী ভাবধারার ছায়াচিত্র দর্শক-দের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে আর শিল্পীজনদের করেছে পীড়িত। বিশেষ করে তাদের পীড়িত করছে বিদেশী সঙ্গীতের ব্যর্থ অনুকরণ। তারা চেয়ে আছে বাংলার দিকে ও বাঙ্গলা পরি-চালক ও সঙ্গীত পরিচালকদের দিকে যেন ভারতীয় ছায়াচিত্রের এই অনুকরণ প্রিয়তার রোগ থেকে বাংলা ও বাঙ্গালী শিল্পীরা তাদের মুক্ত করতে পারবে— তাদের অগাধ বিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি আর গর্ব্ব অনুভব করেছি বাংলা ছায়া-চিত্রে সাথে জড়িত বলে।

তারপর আমার সঙ্গে দেখা হয় এম এণ্ড টি কোংর প্রযোজক শচীরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের সাথে। শচীরঞ্জন বেতার মহলে সুপরিচিত। কারণ কলকাতা কেন্দ্রের তিনি এক বিভাগে কর্ত্তা ছিলেন এবং সরকারী চাকুরী ছেড়ে চিত্র প্রযোজনার ব্যবসায় যোগ দিয়েছেন। শচীরঞ্জন এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ ডি, আর, ভট্টা-চার্য্যের ছেলে। যেদিন আমার সঙ্গে শচীবাবুর প্রথম দেখা সেদিন তাকে বেশ

উদ্বিগ্ন দেখলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানালেন, যে তাঁর সমাপ্ত প্রায় চিত্র 'নাদান'এর সেদিন সুটিং।

চিত্রের নায়িকা মধুবালা সেদিনকার কাজ করার তারিখ দিলেও নায়ক দেবানন্দকে সময় দিতে পাচ্চেন না। যা হোক শেষ পর্য্যন্ত তিনি বন্দোবস্ত করে আমাকে সুটিং দেখবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। আমি প্রায় সাড়ে পাঁচটা বিকালে এম এণ্ড টী ষ্টুডিয়োতে পৌঁছেছি। সেটে ছিল মধুবালা, দেবানন্দ ও মোবারক। আধ আধ ঘণ্টা বাকি, মধুবালার আরও প্রায় দু' তিনটা সট বাকি। মধুবালা উহার এক মিনিট বেশী ষ্টুডিওতে থাকেন না। অবশ্য আসেনও ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। প্রযোজক শচীরঞ্জনের মুখ কালো হয়ে আছে যদি ৬টার মধ্যে শেষ না করতে পারে অর্থব্যয় ত আছেই। সবচেয়ে দুরূহ মধুবালার সময় পাওয়া। আবার দেবানন্দ মধুবালা দুজনকে পাওয়া আরো কঠিন ব্যাপার। ৬টা প্রায় বাজে বাজে তখনও "সট" শেষ হয়নি। এদিকে মধুবালার অভিভাবক ও পাহারাদার বড়'পোন বারে বারে ঘড়ি দেখছে।


এস, বি, পিকচার্স নিবেদিত

বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী সমন্বয়ে ও বহু অর্থ ব্যয়ে বছরের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ছবি প্রস্তুতির পথে।

শ্রেঃ চন্দ্রাবতী * ছবি বিশ্বাস * কমল মিত্র * যমুনা সিংহ
সমীর কুমার * কানু বন্দ্যো ও আরো অনেকে।
সঙ্গীত :—তিমির বরণ ও কালীপদ সেন
আলোক চিত্র :—বিভূতি ঘোষ চিত্রনাট্য :—বিপ্রদাস ঠাকুর
পরিচালনা :—বিজন সেন
একমাত্র পরিবেশক : মল্লিক ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স

সময় জিজ্ঞাসা করল। শচী-
ই অবস্থা দেখে আমি পাঁচ মিনিট
য়ে বলে দিলাম। তারপর ঠিক
নিট পাঁচেক পরে যখন কাজ
গেল শচীরঞ্জন যেন নিঃশ্বাস ছেড়ে
। বললেন "দেখুন কিঅ বস্থায়
র ছবি নির্ম্মাণ করতে হয়।"
সময়ের মধ্যেই আমি ও
কের অসহায় অবস্থাটা বুঝতে
। এই এক একটি শিল্পী প্রতি
কাজ করতে নিচ্ছে এক লক্ষ
ড় লক্ষ টাকা।
ম্বাই চিত্রশিল্পও এমনি অবস্থায়
য়েছে যে Star systemএর থেকে
ঠ আসতে পারলে আর বাঁচতে
না। অথচ এই শিল্পীদের না
ছবি চালান যায় না।
একে সঙ্গে নিয়ে একদিন গেলাম
Malabar Hillsএ Film Divi-
ন অফিসে Public Relations
সবা প্রফুল্ল কর্ম্ম ব্যস্ত বন্ধুবর
নাথ গঞ্জুর সাথে দেখা করতে।
Dvisionএর এই অফিসটি যেমনি
স্ত ও প্রাণবন্ত, দেখে মনে হয় এরা
কিছু করার জন্য বদ্ধপরিকর।
নকীনাথ গঞ্জু কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ।
প্রায় ছোট অত্যন্ত কর্ম্মপ্রবণ ও
প্রিয়। দীর্ঘদিন ধরে বোম্বাই
বলে শৈলশিখরবাসীর বাইরের
্লান হয়ে গিয়েছে কিন্তু অন্তরের
থেকে শৈলশিখরবাসী খাঁটি

৺শারদীয়ার চিত্রার্ঘ্য

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

কৃষ্ণ-কান্তের উইল

প্রযোজনা : সংহতি পিক্‌চার্স

পরিচালনা : খগেন রায়

শ্রেষ্ঠাংশে

সন্ধ্যারাণী ; শিপ্রা ; অহীন্দ্র
চৌধুরী ; কমল ও পূর্ণেন্দু

কলিকাতার কয়েকটি চিত্রগৃহে
অবিলম্বে মুক্তিলাভ করিবে…

পরিবেশনা :

অজন্তা ডিষ্ট্রীবিউটার্স

# শারদীয়ায় স্মরণীয়

গভীরতম হৃদয়াবেদনে
সমৃদ্ধ এম·পি·প্রি!

# রাজা

পরিচালনা
**অগ্রদূত**

সৌরীন্দ্রমোহনের
লোকপ্রিয় কাহিনী

সুর : রবীন চ্যাটার্জ্জী

নায়ক ভূমিকায় পরিচয় পাবেন প্রতিভাধর
কিশোর অভিনেতা **মাঃ নারেন ভট্টাচার্য্যের**

বিশিষ্টাংশে : শোভা সেন : জহর
প্রভা : যমুনা সিংহ : পরেশ : শুভেন

**৫ই থেকে উত্তরা : পূরবী : উজ্জলা**

এবং সহরতলী ও মফঃস্বলের বহু বিশিষ্ট ছবিঘরে

— ডি লুক্স রিলিজ —

ছনি রয়েছেন। তাঁর ঘরে ঢুকেই
নি স্তূপাকার কাগজের মধ্যে ডুবে
শুনলাম Film Divisionএর
আন্তর্জ্জাতিক ফিল্মি মেলা
নি তার সংগঠন কমিটির সহকারী
। বিভিন্ন দেশের চিত্রশিল্পের
া ব্যক্তিদের তিনি আমন্ত্রণ
ন আর বিদেশে, আগত ফিল্মি
াতব্য তথ্য পাঠাচ্ছেন। নানা
চারম ধ্যেও তিনি তাঁর আন্তরি-
ননি। আমাকে পেয়ে কি যে
উঠলেন তা ভাষায় ব্যক্ত করা
রবীনকে পরিচয় করিয়ে দেবার
মেই সম্বোধন করলেন তাহলে
আপনি বম্বেতে বধ হতে আসছেন—
বোম্বাই চিত্রশিল্প যেন কবর শিল্পীর রচনা
করে মাত্র। তার কথাবার্ত্তাতেও ঠিক
উপরোক্ত ভাবই প্রকাশ পেল। তার
পর তার সঙ্গে বহু সময় কাটিয়েছি তার
সমস্ত বিবরণ এখানে ব্যক্ত করা অসম্ভব।
তবে এটা বুঝতে পারলাম তার সঙ্গে
বম্বেতে ঘুরলে এক নূতন আনন্দ পাওয়া
যায় আর শোনা যায় তাঁর কৌতুকময়
কথাবার্ত্তা।

### আলাদ্দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ

শ্রীসুধেন্দু দত্ত প্রযোজিত এস-বি,
পিক্‌চার্সের নির্ম্মিয়মান চিত্র "আলাদ্দিন
ও আশ্চর্য্য প্রদীপ"এর স্যুটিং ইন্দ্রপুরী

এক ইম্‌প্রেসারিও-র জীবন-কাহিনী—

—মুক্তি-পথে—

এ, কে, ডি, প্রডাকসনের

পরবর্ত্তী ২ খানি চিত্র ।।

## ডাক গাড়ী

পরিচালনা : অজিত দত্ত
কাহিনী : প্রণব রায়
সুর-শিল্পী : জগন্ময় মিত্র

## চিঠি

প্রযোজনা ও পরিচালনা : অমর দত্ত
ভূমিকায় শোভের ২ জন চিত্র তারকা

পরিবেশক : রাণা ও দত্ত

ত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এই
নির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়
ন চন্দ্রাবতী, যমুনা সিংহ, ছবি
. কমল মিত্র, কানু বন্দ্যো, ও সমীর
প্রভৃতি। চিত্র গ্রহণ করেছেন
স্থাপতি ঘোষ। সঙ্গীত পরিচারনা
চন ভিমির বরণ ও কালীপদ সেন।
ি পরিচালনা করছেন বিজন
ছবিখানির চিত্র না ট্য রচনা
ন বিপ্রদাস ঠাকুর। "মল্লিক ফিল্ম
বি উ টা র্সে" র প রি বে শ না য়
দ্দীন ও অশ্চর্য্য প্রদীপ" আগামী
মর সময় মুক্তিলাভ করবে।

### সম্পদ

াসামের চা বাগানের প্রাকৃতিক
শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যের পট-
য় নির্ম্মিত ন্যা শ না ল ইণ্ডিয়া
র্স লিঃ-এর প্রথম চিত্র "সম্পদ"
প্রতীক্ষায় আছে। বিভিন্নাংশে
য় করেছেন শ্রীমতী শোভা সেন,
ও ঘোষ, রমলা চৌধুরী, জীবন
ন্দী, নীতীশ মুখার্জ্জী, জীবেন বসু ও
কুমার। সম্পদের কাহিনী রচনা
ন নারায়ণ গঙ্গুলী ও সঙ্গীত
লনায় আছেন গিরিন চক্রবর্ত্তী।
পরিচালনা করেছেন অর্দ্ধেন্দু মুখো-
য় এবং এর পরিবেশন স্বত্ব লাভ
ছেন মল্লিক ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স।

### জবান বন্দী

এ, কে, ডি, প্রডাকসনের আগামী
"জবান বন্দী" ৺পূজার পরই সহরের

★ গল্প ★
গা নে র
গ গ নে
গ ড়া নো
গাড়ী ঃ গ ড়ী ঃ গাড়ী

এসেছে আসছে জানুয়ারী

# কুসুম দিয়ে রাঁধুন
## খাবার সুস্বাদু হবে!
## শরীরের পুষ্টিও বাড়বে!

কুসুম প্রস্তুতকারকগণ গৃহকর্ত্রীদের প্রাত্যহিক রান্নার সুবিধার জন্য কুসুম পাকপ্রণালী নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। এই চিত্তাকর্ষক পাক প্রণালী গৃহস্থ ঘরের সত্যিকারের একখানি অপরিহার্য্য জিনিষ। গৃহকর্ত্রী এই পাকপ্রণালীতে বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী খাবার কুসুম দিয়ে রেঁধে দেখুন এতে খাদ্যের পুষ্টির ক্ষমতা বাড়বে এ খাদ্য অনেক বেশী মুখরোচক হবে তা'ছাড়া এই পুস্তিকাটিতে প্রত্যে পরিবারের জন্য সুসম খাদ্যতালি প্রস্তুত করা সম্পর্কে বহু প্রয়োজন আলোচনা করা হয়েছে। পরিবারে খাওয়ার খরচ কি করে সুনিয়ন্ত্রি করা যায় তারও বহু উপদেশ এতে রয়েছে।

### এর সব কিছুই
### কুসুম পাকপ্রণালীতে আছে

ভারতবর্ষে এই ধরণের পাকপ্রণালীসমূহের মধ্যে কুসুম পাক-প্রণালীই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—বাংলা এবং হিন্দী ভাষায় ছাপা। আজই বিনামূল্যে একখানি পুস্তিকার জন্য লিখুন, কোন ভাষায় চান তা'ও লিখবেন; আর সঙ্গে প্যাকিং এবং ডাক খরচ বাবদ চার আনার ডাক টিকিট পাঠাবেন।

এই ঠিকানায় লিখুন :-
কুসুম পাকপ্রণালী
১০, হেয়ার্ষ রোড
কলিকাতা-১

### আর এই কুসুম পাকপ্রণালী পাবেন বিনামূল্যে